আভাষ।

'হাটের মেড়া হুজুক খোঁজে।

মনের ভাব মনই জানে, এতে শিশুর আবদার আর উন্মত্তের খেয়ালের মতন কখন যে কি ভাব হবে কেউ [illegible] পারে না। মনের কাছে গণকের বুদ্ধি পেছু হাঁটে। [illegible]লের ইনডেক্সে ও বদ্দির পৈঁতেয় মনের কথার নজির নাই, তাতে তাদের বুদ্ধি শিকেয় ঝোলে। উকীল বৈদ্য ও ডাক্তর গোঁজামিলনে বড় পটু, পীড়াপীড়ির সময় শিক্ষেনবিশ নাচুনের মতন উঠানের দোষ দিয়ে সারেন, [illegible] কোরে টাকা নিতে [illegible] বামুনও এঁদের কাচে হার মানে আদায় কর্ব্বার সময় এঁরা সাক্ষাৎ তষ্টিরাম। এক দল মড়ার তদ্বির করেন আর এক দল তা চাকেন, পয়সা ছাড়লে এঁরা না পারেন হেন কর্ম্মই নাই। এঁরা বড় মানুষের বাড়ীর বদমাইস ভিক্ষেপুত্তুর ম্যানেজ[illegible] একজিকিউটরের মতন ছুঁচ হয়ে সেঁধিয়ে ফাল হয়ে বেরণ, [illegible] ঘাট নাই, বিদ্যের জাহাজ, শুদ্ধ বুদ্ধিটী ওপর দলের কমণ্ডলু [illegible] ভিন্ন ভেসে ভেসে বেড়ায়। ডাক্তররা বরং ভাল এদেশী উকীলের যুড়ি পৃথিবীতে নাই।

সাংখ্য পাতঞ্জল হেমিলটন্ পোড়ে মনের দৌড় ধরা [illegible], তবে যা মনে করি তাই করি, কিন্তু এক মিনিট, এক সেকেন্ড পরে কি হবে স্বপ্নেও জানি না। মনে মনে এম্নি ভাবচি [illegible] হতে ভাবনা এল যে সহরটা আজকাল কিছু বিমর্ষ যেন [illegible] খাঁর মতন দায়ে ঠেকেচে। নূতন কাণ্ডর মধ্যে একখান [illegible] দৌলতে ইংরেজি, বাঙ্গালা অনেক ডব্‌কা গোপ্তিম কাগজ [illegible] বেরিয়ে ছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকে খুঁটে না খেতে [illegible]

কেষ্ট, ডাক্‌লেন, এখন কেউ কবে মর্‌বেন তাই ঠাওরাচ্চেন, কেউ খাবি খাচ্চেন। এঁদের অক্কা পাবার এক হ্যাচ্‌কানির ওয়াস্তা, একটু দুঃখ, এঁরা ছেলেদের অনেক জলখাবার পয়সা ঠকিয়ে নিলেন, লাভে হতে তারা আরো জেঠা হলো। সহৃদয় সম্পাদকেরা স্কুলের ছেলেদের এক একবার নজরে রাখবেন। স্কুলের বখার ছেলেদের আঁটা ভার, মাষ্টার মশাই তা বেস জানেন, তাদের পাল্লায় কখন ঠেকেও থাকেন, ছেলে পড়ান ঝকমারি। থুদে-মঙ্গলবারে হাবু বাবু ফক্কড়িধরের গাল টিপে ছিলেন তাতে কেউ শিশ্‌ কেউ জুতর ঠক্‌ঠকি কেউ নাকে কাঠী দিয়ে হ্যাস্য আরম্ভ কর্‌লে, হাবু বাবু রেগে টাঁই, হেড্‌ মাষ্টারের কাচে রিপোর্ট কর্‌তে যান, ছোকরারা অম্নি নেচে হাত্তালি দিয়ে হো হো হরিবোল কোরে উঠ্‌ল, টেবিল চাপড়ান আরম্ভ হল, হুড়ুমুম্‌ শব্দ হলো, হেড মাষ্টার নেউলের মতন ফুলতে ফুলতে এসে আস্ফালন কল্লেন, হাবু বাবু বাছাই কোরে বিচ্ছুদের ধরিয়ে দিলেন, হেড বাবু তাদের নীচের ক্লাশে নাবিয়ে দেন এমন সময় চতুরংয়ের গাওনা উঠল, ঘু ঘু ঘুর বুলি বেরল, শিশের হিস্‌হিসে ঘর ফেটে গেল, ক্লাশের তামাম ছোকরা 'খিনিকেষ্ট তিগিং তা' কোরে স্কুল থেকে বেরিয়ে যায়, হেড্‌ বাবুর আক্কেলগুড়ুম, হেড বাবু বেহেড হলেন ছোকরাদের বোঝালেন, হাতে ধরলেন, শেষ তাদের কাছে মাপ চেয়ে উল্‌টে হাবু বাবুকে ধম্‌কে বিদেয় হলেন। হাবু বাবু ছাদনাতলায় বরের মতন ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে রইলেন।' এ কথাটী নিতান্ত মিথ্যা নয়, এ কেবল স্কুলের শিক্ষা-প্রণালী দোষে হয়ে থাকে, স্কুলে নীতিশিক্ষা নাই, যা আছে তা পুথীগত বিদ্যানিবন্ধন বাতিল বোলে ধর্‌তে হবে। এখনকার কেতা-দোরস্ত ছোকরাদের হুড়য় বোপদেব অবাক্‌, অমরকোষ মেড়ো পড়ল, তারা বিলেতের চোর ও ফিরিওলা ব্যাপারীর মতন এক নতুন ঢঙ্গের ভাষা বানিয়েচে, তাতে নিবারণকে 'বানরণী' চোক রাঙ্গাণকে 'কচোণারাঙ্গা' বলা হয়। চলিত টেক্টের খাতিরে কেতাদার শব্দের একখান অভিধান চাই, ক্রুটির মধ্যে শব্দের ধাত (ধাতু) খুঁজে পাওয়া ভার, ইস্পেলিং দোরস্ত করাও বড় শক্ত। এখন বাঙ্গালির নাম দফায় দফায়

নতুন হচ্চে, ফাইলোলজির খাতিরে ইংরেজিতে কেউ 'ইন্দ্রা চন্দ্রা ঘোষা' সই করেন, কেউ পেন্টেলন্ কোর্ত্তা পোরে মম্মথর বানরজি হলেন, কোন মেয়ের শ্রীমতী ও দাসী ঘুচে 'কৃষ্ণ-কামিনী সরকার' হলো, কৃষ্ণের কলঙ্কটী গেল না! স্কুল-বয়রা পিদ্‌কুর পোকে পথে দেখলে সেলাম করে না, এই বেয়াদপ দেখে আলিপুরের কনিষ্ঠ হুজুর খাপ্‌পা হয়ে হেড মাষ্টারের উপর এস্তাহার জারি কল্লেন যে, যে ছেলে কসাইটলার জুরি ও অগুরটেকরদের দেখবামাত্র নেড়েকেতায় সেলাম না ঠুকবে সে শূলে যাবে। এ কথা শুনে একটী নধরগোচ থপথপে ছেলে সে দিন ভয়ে ক্লাশের ভেতর এক অপকর্ম্ম কোরে বসে, ভাগ্যিস রাস্তায় কলের জল হয়ে ছিল, তাই তার খানসামা ছেলে বাবুর কাপড়খান কেচে দেয়, বাবু উড়ানী পরেন, কলের জল না থাকলে খানসামাকে ঐ কাপড় নিয়ে বাড়ী পর্য্যন্ত নরকভোগ কর্‌তে হতো। খানসামারা এঁট সগড়ি ছোন না। কলের জল হয়ে সহরের বড় উপকার হয়েচে, ধর্‌তে গেলে এখন পাড়াগাঁ হতে কলকেতার নরকটলাও স্বর্গ, অন্য বিষয়ে এ যে নরকটলা সেই নরকটলা। বৃষ্টির সময় অভাগা চিৎপুররোড আর তারই সমান নরকের পথ, সাঁতারে বাবুর লাঞ্ছনা আর কেরাঞ্চির সোয়ারদের (শূকর) গঞ্জনা খেয়ে আরো গভীর নরকে ঝাঁপ দেয়, তাতে ঐ সাঁতারে বাবু আর সোয়ারররা খোসবোয় মাখামাখী হয়ে কল্‌কেতার শান্তিরি-রক্ষকদের ও হক্-কোমিস্-বানরকে ঐ নরকের মাঝে নুটীশে এনে তাঁদের ও তাঁদের গোষ্টিকে সেখান-কার ম্যাওয়া খাওয়াবার যোগাড় করেন। সেখানকার ম্যাওয়ায় আর নট ম্যাওয়ায় সমান।

কলের জল কেউ কেউ প্রথমে যা লুকিয়েচুরিয়ে খেতেন সস্পষ্টে পারতেন না, রিফরম্‌গোচের ধর্ম্মসভা সে ভয় ঘুচিয়ে দিলেন। এখন কলের জলে শৌচ কর, ঠাকুরকে দাও ব্রাহ্মণকে খাওয়ায়। এক এক ধর্ম্মসভার কোন কোন অধ্যক্ষ হরেক চেহা-রার ডবল দ্বিপদ। এক জন বাবু বাটপাড়ী কোরে খোসনাম লিখে চিমনিসুইপ ও মিতুয়া-সাহেবদের খয়েরখাঁ হন। চুরি কোরে আর বাসী ছ্যা ছ্যা গল্প লেখা, পুরাণ কথায় রহস্য করা, এ দেশের প্রশংসার চাল, এতে কেউ পীরপাকম্বরের পদে

উঠলেন। সরস্বতীর সপত্নীপুত্র নিবন্ধন, উমেদার ধোরে লোকের অকারণ কুচ্ছ করা, ঐ বাবুর মতন লোকের আদিক্ষেতার চাল। পুরুষপরম্পরায় দুর্নীতি সংশুদ্ধি উদ্দেশে কেউ নক্‌সা, কর্‌লে কি প্রস্তাব লিখ্‌লে এঁরা ঐ লেখকদের কুকুর নেলিয়ে দিয়ে থাকেন তার দরুণ সহরে ইতরমি, বাঁদরামি বেড়ে যায়। ভাঁড়ামির গুণ ও নকসার রস, এখনকার চেয়ে পূর্ব্বকার বড়-মানষেরা ভাল বুঝতেন, আক্ষেপ এই যে, এখনকার লোক অধিক চতুর হয়ে, অধিক পোড়েশুনে নক্‌সাভাঁড়ামি কম বোঝেন কেউ কেউ তাতে ইতরমি করে থাকেন।

বাটপাড় বাবুর বাড়ীর আবালবৃদ্ধ পর্য্যন্ত মাথা ধর্‌লে ব্রথ (মুরগীর জুস্‌) খান, বাড়ীর ভেতর হাড়ীশুঁড়ির কের্ত্তন, বাবু বড়াই কোরে থাকেন যে তাঁর আর জন্ম হবে না। এক দল খ্রীষ্টানদের ছেলের আটকৌড়ে ও গোস্তপ্রাশনে, রেবরেণ্ড বোমী সাহেব নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে এসে ছিলেন, এ ব্যাপার কল্‌কেতার ছবির সামিল্‌। আর এক টেক্কা হিঁদু, রসকেলিতে দ্বিতীয় কেষ্ট ঠাকুর। হিঁদুয়ানিতে মজা অনেক রাধিকা ঠাকরণও পাওয়া যায়, ভিক্ষেপুত্রের সেখানে জয় জয়কার! টেক্কা হিঁদু কখন মগলের পোষাক, কখন মোল্লার পোষাক কখন সাহেবি পোষাক, গায়ে লট্‌কান, আহ্নিকের সময় হিঁদু হন, প্রজা ও খাতকের গলায় ছুরী দেন, রাঁড়ী ভুঁড়ীর সর্ব্বনাশ করেন, গুণের মধ্যে তিনি দাতায় চসম্‌খোর, আর হিঁদুয়ানিতে ভক্ত-বিটেল।

রকমারি ধর্ম্মসভার রকমারি নীলে। তখন রামযাত্রা হতো, এখন আমরা এক নতুন যাত্রা আঁচ্‌চি, কেননা দিন দিন অনেকগুলি সং বেড়ে যাচ্চে, কেবল ভয়, পাছে লক্ষ্নৌর পাদসা এঁদের খপ কোরে কিনে নেন্‌, কি ওলাউঠ চাগে। লক্ষ্নৌর পাদসা জানুওয়ার ও চিড়িয়ার রাজা হয়েও তাঁর সংয়ের রাজা হতে সাধ গেছে! শুনা যায় এবার হিঁদুমহলে গরু খাবার ব্যবস্থা হবে, তা হলে একটা ষাঁড় ১৫ দিন ধরে কে কত খাও, মা ভগবতী পেটের ভেতর পুজা পাবেন, ভগ-বতী চচ্চড়ী, ভগবতী অম্বল, ঝোলে ভগবতী, ভগবতীর নাম তখন আমাদের ইষ্টমন্ত্র হবে, তাতে স্বনামখ্যাত হিঁদুদের

খাদ্যে ভগবতী ছাটনি হলে রাঁধুনী বামণীর দায়ে পার হই। হিঁদুয়ানী একখানি জাল (জালিয়াৎ) অবগুণ্ঠ টেনে বসে আচেন, সেই খাতিরে মিস্তিরজারা ধরা পোড়েও পড়েন না, ঘরেঘরে মিস্তিরজার আবার বাবা আছে। গরু খাবার ব্যবস্থা নূতন কথা নয়, পুর্ব্বে গোমেধযজ্ঞ হতো,' নেড়েরা প্রবল হয়ে গোস্তর বাজার একচেটে করাতে সেকেলে গোবে-চারা (গরুর অধম) হিঁদুরা সেই অবধি গরু খেতে ক্ষান্ত হন, আমরা সে জন্য ডালভাত খেয়ে সারা হলেম, যে কিছু বোনেদি জারিজুরী বল ছিল তা সুধু ঘিদুধের জোরে বিলেতি কুর্ত্তদের অধিষ্ঠানে সে গুড়ে বালী পড়ল, কসাইদের ব্যাপার বেড়ে গেল দেখে এক জন বামুণ শূয়র পুষেচেন. ঘোষেরপো ফুঁকো দিলেন, পিটলি দিলেন, পালো দিলেন, 'এক পো দুদে তিন পো জল' তাঁর সঙ্কেত হলো। ঘৃতয় কাঁঠালি কলা, নারকেলতেল, পোস্তর তেল রেড়ির তেল, শেষ মাছের তেল, আ'র শূয়রের চর্ব্বি মিশাবর প্রথা হলো (শূয়র পোষায় লাভ আছে :) আমরা কি করি পেটের জ্বালায় তাই খাই কি শূয়র ? না শূয়রের ঘি, আর কম্পাউণ্ড-ডাইলিউটেড্ অর্থাৎ পালো দেওয়া জলো দুধ। এমন যোত্র নাই, যে বড় দফার মাংস কিনে গায়ে জোর করি। বিলেতের ফিরৎ এক দল. বেশী রকমের ইংরেজি মেজাজের ইয়ারল্স্ ছোকরা প্যারিসে গিয়ে ছুঁচো খেয়ে ছিলেন, এঁদের ঘোড়ার 'কোৰ, আর বেরালের স্টে' ভাল লাগে পৃথিবীতে এঁদের তুল্য পণ্ডিত নাই, বিদ্যের দৌড় দেখে কে ? এঁরা এখানকার ইউনিভর সিটির ঝাঁট, বিলেতি গরু, ধাঁড়ের গোবর, বাঙ্গালিকে ডোণ্ট্কেয়ার করেন, বাংলা কথা ভুলে গেছেন আত্মীয়স্বের চিনতে পারেন না আর বানরের মতন লাফিয়ে ও হাত প ড় 'হাম বড়া' জাঁক করেন।

সাহেবদের কাছে গলাধাক্কা খেলে আমাদের সেই সময় ভারী ইচ্ছে হয়যে, এবার মাংস খেতে সুরু করি, মাংস না খেলে এ দেশের ভদ্রস্থ নাই, অমনি মনে পড়ে যে তা হবার যো নাই, কার সাধ্য পুষ্টিকর মাংস বাড়ীতে আনে ? যদিও আমি পুতুল পূজা করি না তবু ও রকম মাংস হাঁড়ীতে ওঠবার নয়, তা হলে আমার রাঁধুনী তৎক্ষণাৎ ছেড়ে যাবে,' চাকর, দাসী,

তার পেছুন নেবে, আমি আর রাঁধুনী, চাকর, দাসী পাব না। যদি বলেন কসাইকালীর ভাগামাংস খাও না কেন? ও মশাই, সে মাংস কালীতেই থাক, আর কালীর চেলাতে থাক্, কারণ তা ষাঁড়ের মাংস, পচা শোরের মাংস আর গোভাগাড়ের মাংস, বেশীর ভাগ্ তা বাসী, কোন দিন তার পচা গন্ধে নাড়ী ওঠে; কোন দিন চর্ব্বীতে ভরা। জোড়্হাত কচ্ছি ক্ষমা করুণ আর অনুরোধ করবেন না আমি পেটরোগা তা জানেন, আমার এমন মাংস হজম হয় না। আসির্ব্বাদ করুণ কালীভক্ত টৈতনচুড় মশাইরা তা জন্ম জন্ম লুসুন্। ওদফার মাংস মারা মোচনমানতর বাংঙ্গালীরা পাকেপ্রকারে চলিয়ে থাকেন্।

একজন কাপুড়ে বাবু কলমা পোড়ে, মুর্গি পুষে ছিলেন। কাপুড়ে বাবুর স্থলে মাকুঠেলা বোঝায়, কেউ কেউ ধোপা মনে কর্তে পারেন, কেননা আজ্কাল্ চাষাধোপারা বাবুর প্রধান, এই কম্পাউণ্ড ভেংয়ে এক জন চাষা আমাদের কালেক্টর্ আর একজন ধোপা রায়বাহাতুর হবে। শোনা যাচ্ছে এবার লার্ডমেও কাউকে আর বাহাতুর করতে বাকী রাখবেন না, তিনি আপনার মুখ কোন নক্লাওলা আয়নার দেখে ডরিয়ে উঠে্ আপনার হতমান উদ্ধার করবার জনে প্রতিজ্ঞা কোরেচেন যে এবার কাউকে উচু উচু (ভুঁচা) খেতাবে পটিকে দিতে ত্রুটি কর্বেন না, তা হলে আমাদের বহুকেলে কেষ্টা হাড়ি, ছোট আদালতের খোচো উকীল, হাটখোলার সভ্য সা আর পোষ্ট আপিসের প্যায়দা রায়বাহাতুর ও খাঁবাহাদুরে সাজবেন। রাস্তায় রাজার ছড়াছড়ি, শেয়াল রাজা, ইঁদুর রাজা ছুঁচো রাজা, কিচ্মিচ্ কচ্ছে। এর মধ্যে কারু হাতে খড়ি হয় নি, ঢেরাসই করেন যেন সোণার গাধা, কেউ হাটবাজার করেন, ওঁর অন্দরমহল পর্য্যন্ত ভাড়া, দেখ্তে ঠিক প্যায়দা সাহেব, কেউ দালালী করেন, গাঁতের মাল কেনেন, চুট্কির দোকানে বখরা আছে আর ইয়ারগোচের বাবুদের কাছে রকমসই ঘটকালি করেন। পথে রাজার ভিড়ে চলা ভার। একজন ইঞ্জিনিয়ার কল্কেতার জুষ্টিষ্দের পরামর্শ দিয়েচেন যে, রাজার হাড় ভেঙ্গে খোয়া কোরে রাস্তা ভয়ের হতে পারে, রাজার হাড় পাথরের চেয়ে শক্ত আর তাতে খরচ নাই। হগ্-

সাহেব তাতে রাজি হয়েচেন, এ কথা সত্য হলে এবার রাজার বাজার নিয়ে টানাটানি। রাজা হওয়া মুস্কিলের দায়।

আমি কাপুড়ে বাবুকে ছেড়ে এলেম্ ফের তাঁর নেগাল্ ধ'রি। কাপুড়ে বাবু তাঁতিও নন্ ধোপাও নন্, এঁর ভেতরে ছুঁচর কেত্তন বাইরে কোঁচার পত্তন, একেই বলে ফোতনবাবু। বাবু বড় সাখরচে একটা পয়সার মাবাপ, সোনালি রূপালি, (মুড়ি মুড়কি) জলযোগ করেন, সকাল বেলা এঁর্ পুর্ব্বপুরুষের নাম কল্লে পেটের ভাত চাল হোয়ে যেত এই ভয়ে আমরা কচি বেলায় ভুলেও ঐ মহাপুরুষের নাম করতেম না, ঐ ভয়ে তাঁর চলিত ডাক নাম ফোস্কেচাঁদ হয়ে পড়ে। কাপুড়ে বাবু বেশ্যার চরণদাস, তুমি আমি তাঁর মজলিসে খবরে আসি না সোণারবেণে শুঁড়ীর এক সানকের ইয়ার, তাদের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ, তাঁর একখানা পালকী গাড়ী আর একটা ঘোড়া আছে। গাড়ী আজকাল কারেণ্ট চাল, তবে দইব কেউ হাঁটাহঁ করেন, আমরা জানি একজন বড়মানুষ, গোছেগাছে আর পাঁওদলে গাড়ী মারেন। ইনি কারকারবারে অনেক টাকা রোজগার করেন, সঙ্গতি তিন লাখ টাকার উইথরা কোম্পানির কাগজ যা এক সময় না এক সময় কাগজ-বদলওলারাও ছোঁবে না, ও সেওয়ায় বাড়ীখানি বেচে পুঁজী কোরে মথুরা পুরীতে আড্ডা গেড়েচেন। বাবুর বড় গেরম্বারী চাল হাত দিয়ে জল গলে না। বাবু আগে আগে হাঁটুপ্রমাণ চাপকান আর হাঁটুওঠা পাজামা, বাজার থেকে, দাঁও মাফিক নিলেম কি নিমতলার দাহর ঘাট থেকে কিনে তা পোরে আপিসে যেতেন, এক দিন জনেক উগ্রপ্রতাপ ইংরেজ, বাবুর আপিসে এসে ছিলেন তিনি বাবুকে দেখে চুরট ধরাবার জন্যে দপ্তরি আগ্‌লিয়াও বলাতে বাবু গ্যাঁই গুঁই গোড়িমাসি করাতে সাহেব চোটে লাল হয়ে বাবুকে প্রাকটিক্যালি সু প্রাকটিস্ শেখান, বাবু সে অবধি একটু পোষাকের তদবির কোরেচেন। সাহেব মিউটিনির সেপাইদের হাতে ঠেকে সু প্রাকটিস শিখে ছিলেন। মশাইরা এই সুযোগে 'জুতি মারা ছোড়্ দেও' কথা মনে করবেন! পুঁজীশ্বর বাবু বেশীর ভাগ হেঁটে তার নীচে অন্যর গাড়ীর কোচবাক্সে আর কদাচ বটতলার ভাগা ছক্কড়ে কি সদরঘাটের চল্‌তি পান্‌সিতে যান। পুর্ব্বে সুবিধামাফিক ময়লাফেলা

গাড়ীতে, গরুর গাড়ী ও ছক্কড়ের পেছনে বোসে যেতেন, এক দিন গোটাকত ডানপিটে ছেলে তাঁর গায়ে থুতু দিয়ে, গাড়য়ান পেছু ভারী বলাতে গাড়য়ান তাঁকে চাবকে দেয় বাবুর তাতে মান বাড়ে আর তিনি সেই খাতিরে গাড়ীর পেছনে বসা কেমন সুখ জেনেচেন। আর একটী কথা মনে পড়্‌ল সেটিও মজাদারী, গাঁটকাটা হবাচন্দ্র উকীলের গবাচন্দ্র আর্টিকেল ক্লার্ক আছে, ক্লার্ক বাবু বড় সোখীন তাঁর একটু গরমি সয় না, নিয়মিত অট্টালিকার ভেতর মূর্চ্ছা যান, এ জন্যে তাঁর ঘরের ছাত খোলা, লিখেন খোলা, তিনি জামাতে দরজা জানলা রাখেন আর গাড়ীর খড়্‌খড়ি রাখেন নাই। ক্লার্ক বাবু নিলেমে এক খানা ময়লাফেলা গাড়ী কিনে ছিলেন, তার চারদিকে চারটে ডাণ্ডা, তার ওপর একখান ঢাকনী তুলে দেওয়া যায়, এক্কুনে এই সরঞ্জমে ঐ ঠাটের নাম গাড়ী, রাখেন। জেয়াদা বৃষ্টির সময় ঢাক্‌নীর ওপর পাল্ ঢাকা হয়, ডাণ্ডার ফাঁকের মধ্যে ছেঁড়া খোলের পরদা পড়ে, সেই সময় বাবুকে খাঁচাঢাকা এক রকম চিড়িয়া বোধ হয়। খাঁচার উপযুক্ত বাহনটীও মিলেচে, সেটী চিনে খুঁজে নিতে বাবুকে অনেক কষ্ট পেতে হয়ে ছিল, সেটী একটী ফর্‌মেজে গাধার বাচ্ছা, বাবু তাঁকে শুভ চক্ষে ঘোড়া দেখে থাকেন, তাতে কেউ তকরার কর্‌লে, বাবু তাঁকে 'তুমি কানা, তোমার কোন পুরুষে ঘোড়া চেনে না' বোলে খেদিয়ে দেন, তাতে একএক সময় বাবুর চার দিকে এত লোক ঘিরে দাঁড়ায়, এত ফুস্‌ফুসনি, গুজগুজনি, টিট্‌কিরি হতে থাকে, এত, 'লেগে যা ফেল্লেগে যা, নাচে রে মনুয়ার' বুলি ওঠে, যে বাবু তাতে সাধ্যমত চ্যালঞ্জ কোরেও শেষ সইতে না পেরে যেন 'ধুনর গন্ধে মনসা নাচের মতন ক্ষেপে ওঠেন বাবু যত ক্ষেপে ওঠেন পোড়া মিন্‌ষেরা ততই ঠাট্টামস্করা করে। বাহনটী আবার ক্ষ্যাপেন, তিনি হেল্‌তেদুল্‌তে বেটুয়ার ডুল্‌কি চালে এক পা যান্ চার পা পেছন, মধ্যেমধ্যে কোলুর ঘানি ভেবে পাক্ দেন আর থেকেথেকে গোঁ ধরেন, হয়ত একএক বার মাতালের মতন বেহুঁস্ হয়ে কুঁপোকাৎ। বাহনটী মান করলে সে মান ভাঙ্গা বিষম, কৌচমানের চক্ষুস্থির, কৌচমান গায়ে হাত বুলিয়ে, চুমকড়ি দিয়ে, মিষ্টি কথা বোল্লে, মান ভাংতে দুতীগিরি করে, বাবু তাতে যুটি দেন, পরে 'অনেক সাধ্যসাধ-

নায় বাহনটী গা তোলেন, কোচমান তার মুখ ধোরে হুড়্‌হুড়্‌ কোরে টেনে নিয়ে যায়, বাবু কোচবাক্সে উঠে রাস্‌ ধরেন। ক্লার্ক বাবু আইন দেখে অনেক ঠাউরে বেছেবেছে গাড়ীঘোড়া পেয়ে ছিলেন, তাই তিনি 'লাইসেনস্‌' আইনকে জব্দ কোরেচেন, বাবুর কাচে ঐ আইনের কোন ধারা খাটে না, এ জন্যে সাউথোড়্‌ সাহেব তাঁকে বাঘ জ্ঞান করেন। সাহেব চুরিতে বড় বেজার চুরি কেমন তা জানেন না!

এখন ৪০ টাকার কেরাণী একখান গাড়ী রেখে থাকেন, তার ৩০ টাকা গাড়ীতে যায় বাকী টাকা কল্মীশাগ আর বুক্‌ড়ি চালে 'সোপরদ্দ' হয়। একজন, কেরাণীর ভাগে গাড়ী আচে। কেরাণীরপো অনেক টাকা মাইনে পান্‌, নগদ ৫০০০০ টাকা এ ছাড়া তাঁর বখরায় একটী আড়ৎ আচে। তাঁর ছোট ভাই সেই-আপিসে ১০ টাকা মাইনে পেত, তাতে তার মাকে খেতে দিতে হতো বোলে ঐ কটী টাকাতে আঁটত না, বড় দাদা 'বাপের পরিবারকে' খেতে দেন্‌ না। এমন অনেক বড় দাদা, মেজ দাদা, আচেন যাঁরা ঐ বড় দাদার দোসর, বড় দাদার আবার বাবা আচে, তিনি ছেলেকে ভেন্না কোরে দেন আর রাঁড়ের ছেলে কি চতুর্থ পক্ষের সংসার নিয়ে বুড়খোকা হয়ে ঘরকন্না করেন, কল্‌কেতার এ একরকম নীলে। বুড়র স্ত্রী, বুড়কে জুজু বানান্‌। ছোট ভাই মাইনে বৃদ্ধির জন্যে দরখাস্ত করে, সাহেব বলেন, তার টাকার দরকার কি? সাহেবদের সংস্কার আছে যে 'আপ্নি আর কোপ্নী' এ বই পৃথিবীতে কেউ আপনার নয়। ছোট ভায়া উত্তর করে 'আমি মাকে খেতে দিই' সাহেব ব্যাঙরা শুনে তার মাইনে বাড়িয়ে দেন।

হরিবোল্‌! আমাদের সে কাপুড়ে বাবু কোথায় লুকলেন? অনেক ক্ষণ হলো আমি একজন কাপুড়ে বাবুর মুরগি পোষার গপপ কইতে ছিলেম, কইতে২ তিনি আমার হাত ছেড়ে কোথায় পলালেন, এখন তাঁকে খুঁজে পাওয়া ভার। রোসো একবার খুঁজে দেখি, এই যে গো আস্তাবোলে লুকিয়ে, এখন কি হয়? কাপুড়ে বাবু বেরুলেন। কাপুড়ে বাবুর ঘোড়াটির ব্যামো হলে, গাড়ীটি ভাংলে, তাঁর শ্বশুরবাড়ী থেকে সে সব ধার কোরে আনেন তাতে সুদ লাগে না। কাপুড়ে বাবুর শ্বশুরবাড়ী বন-

অর্ণবযানগুলি হাবভাবে মোহিত করতেছে, বিচিত্র পতাকা তাদের শীরোভূষণ হয়ে অনিল সহযোগে চারু কম্পিত, ক্ষণ বিশ্রাম প্রাপ্ত, কখন বা মনের সাধে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে, যে রকমে ইচ্ছা সেই রকমে, হেলেদুলে, ফর্ ফর্ ধ্বনিতে দোদুলমান হতেছে। জাহাজের সাজ ও পতাকার রঙ্গ দেখে বোধ হয় যেন কোন মনোহারিণী রমণী কুহকজাল পেতে বণিকদের ভাণ কোরে ডাকচে। ঐ সরসীর কূলে একধারায় শ্রেণীবদ্ধ মিশ্রবর্ণের বালহংস শ্রোতের সঙ্গে সানন্দে ও নিঃশঙ্কে ভেসে বেড়াচ্চে, বোধ হচ্চে, যেন গঙ্গার কোমল অঙ্গে হাঁসফুল ফুটে ভাসছে। বকেরা দুগ্ধফেণনিভ অতুল সজ্জায় ধীরেধীরে পাদক্ষেপণে আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কচ্চে, কখন বা আকাশপথে উঠে দূরবীক্ষণ-দৃষ্টিতে আচম্বিত জলস্থ মীনকে ধরতেছে। তটিনী তটে রাজহংস স্বগণযূথে ধবলাঙ্গ শোভায়, মদোন্মত্ত সুঠাম গতিতে মন হরণ করতঃ আনন্দে কলরব করতেছে, কখন জলে ডুবছে অমনি যেন রঙ্গ কোরে হাবুডুবু খেয়ে ভেসে উঠচে। পক্ষীর রব, বাহিত তরীর সাঁসাঁ নাদ, কলের হোঁসহোঁস্ গর্জ্জন, উড্ডীন চামচিকার কিচ্‌মিচ, ও ট্রুং প্রিং শীশ্, জলের কল্‌কল্ ধ্বনি, আর বায়ুর ফিস ফিসনি, শুনে আমার মন ভরপূর মোজে গেল। গঙ্গার অপর পারে পাদপের বাহার, শূন্যভরে নীলাম্বুর ছটা, তন্মধ্যে সূর্য্যদেবের পরিহাস ও লুকাচুরি আর তীরস্থ নব দুর্ব্বাদলের লাবণ্যে আমি ভুলে গেলেম। ভাগীরথীর অপর তীরের কলযন্ত্রের আশ্চর্য্যআশ্চর্য্য কীর্ত্তি, আমার মতন অল্পমতিকে শিখাচ্চে যে, 'দেখ, এই কীর্ত্তিরাশি তোমাদের নয়, এ যখন তোমাদের হবে তখন তোমার দেশের শ্রী ফিরবে, তখন তোমরা স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদঙ্গম করবে। যত দিন তোমরা কলযন্ত্র ও বাণিজ্যের নিগূঢ় তত্ত্বে অনভিজ্ঞ থাকবে, যত দিন উৎসাহ সাহস ও ঐক্যতার ফল সম্পূর্ণ ভোগ না করবে, যত দিন পুরুষ-পরম্পরায় নিয়ম ও সামাজিক আচারের দাস থাকবে, তত দিন কেবল দাসত্বশৃঙ্খল বহন কর।' এমন সময় সেই ঘোজের মতন নাবাল ভূমি আমার চোকে ঠেকলো, তা দেখে ভাবলেম, যে 'হায় কি দুর্ভাগ্য ! তোমার অদৃষ্টে আর কত

যন্ত্রণা আচে? আহা! তুমি যেন মাতৃহীন শিশুর মতন পোড়ে পোড়ে 'হেদুচ্চ'! তোমার পাপ কবে মোচন হবে? কবে ট্রষ্টিরা তোমার দুরবস্থার সংস্কার কর্‌বেন্? কখন্ তোমার বক্ষঃস্থল বলবীর্য্যে উচ্চ ও প্রসারিত হবে, আর তোমার আশ্রয়ে শতশত লোক নিত্যনিত্য সোজা পথে চরণ চালন কর্‌বে? এখন তুমি কেবল দুর্গন্ধ পাঁক ও জঙ্গলের আধার হয়েচ, কিন্তু তোমার অদৃষ্ট ফির্‌লে, তোমার আশ্রয়ে বাণিজ্যের সুবিধা হবে।' মনেমনে এমন কল্পনা কচ্চি, সেই সময় সেই ত্যজ্য হতভাগা স্থলে এক অদ্ভুত পদার্থ দেখ্‌তে পেলেম। জগদীশ্বর যে কখন কাকে আশার অতীত ফল দিয়ে মনের মালিন্য দুর করেন যাঁর অকৃত্রিম আশ্রয় প্রেম ও আশির্ব্বাদে আমরা দৈহিক ও মানসিক পীড়া খর্ব্ব কোরে স্নেহের মধুর রসে, ধর্ম্মের ভক্তি রসে, দয়ার আর্দ্র রসে, বিচলিত মনকে সুস্থির করি তা আমরা পূর্ব্বাহ্নে স্বপ্নেও জানুতে পারি না।

আমি যে অদ্ভুত পদার্থটী দেখে ছিলেম তা একখানা খাতা, বোধ হলো কোন অসাবধানী বণিক ভ্রমক্রমে তা ফেলে গেচে, কিন্তু তা কি, জানুবার জন্যে 'আশাবাই' তৃপ্তীচ্ছায় আমি অতি কষ্টে নীচে নামিয়া খাতাখান তুলে নিলেম, পরে ওপরে উঠে তা খুলে দেখি যে সেখান হিসাবের খাতা নয়, তার লেখা দেখে তখন বোধ হলো যে নর্‌মাল্ স্কুলের কোন ছাত্র মনের খেয়ালে নানা বিষয়িনী রচনা কোরেচে। কাল কারু দাস নয়, উল্লেখিত নানা বিষয়ে মন সংলগ্ন থাকায় সায়ংকাল যে উপস্থিত হয়েচে, এমন কি ষোড়শ কলায় সেজে নিশিপতি নিশীথিনিকে কোলে কোরে বোসেচেন, তাতে সপত্নী তারকাদল অভিমানে গাঢাকা দিয়েচে তা আমার কিঞ্চিৎ বিলম্বে স্মরণ হলো। যে মাত্র আমার হুঁস্ হয়েচে অমনি কুহকিনী যামিনীর নির্দ্দেশে মায়া-রূপ বিশাল পাশ তৎক্ষণাৎ আমার বিদ্যাবুদ্ধি চমকে দিলে, আর আমায় ঐ পাশে জড়িয়ে হড়্‌হড়্‌কোরে টানুতেং কোথায় যে নিয়ে চল্‌লো—পরে দেখি আমি বাড়ীতে এসেচি। বাড়ীতে এসে খাতাখান উল্‌টেপাল্‌টে দেখি ব্যাপারখান কি। পাত উল্‌টান য়া, ঘুমনও তা। ঘোষেদের ছেলের বড় আটা, ছেলে রাতদিন পড়ে অর্থাৎ আড়কাট না দেখে পাত ওল্‌টায়,

বাপ মনে করেন বাছার কি পড়ায় যত্ন, বোয়েতে মুখেতে লেগিই আছে। বুঝ্‌লেম পাত উলটানর কর্ম্ম নয় একটু একটু পোড়ে দেখি, ক্রমে পড়া বেড়ে যাচ্ছে, পড়্‌তেপড়্‌তে ফস কোরে বেরিয়ে পড়লো। কি? একটা মজাদার গল্প, কিন্তু কে লিখেচেন, তামাম খুঁজে কিছুই ঠিক কর্‌তে পাল্লেম না। গল্পটীর নাম 'সচিত্র গুল্‌জারনগর।' আমি ঐ পিতৃহীন অপত্যকে কুড়িয়ে পেয়ে সস্নেহে তাকে লালনপালন কর্‌তে লাগ্‌লেম, দুঃখের বিষয় অপত্যটী কারু সঙ্গে মেশে না, বড় স্বাধীন একটু অসইরণ সইতে পারে না, তাতে ভয় হয় কখন কোন্‌ ডান্‌-পিটের হাতে পোড়ে শিকেয় ঝুলে মরে। আমার এখন শেষ দসা, বেঁচে থাক্‌তেথাক্‌তে এটিকে মশাইদের হাতেহাতে সঁপে দিলেম কৃপাকোরে এর দোষ গ্রহণ করবেন না। এখন আমি বিদেয় হই আপনারা এটিকে নিয়ে ঘরকন্না করুণ।

ভাঁড়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমাদের নায়ক হাবুডুবু খেয়ে খুঁটে খেতে শেখেন।

রাত দুইপ্রহর, চরাচর প্রায় সকলেই নিস্তব্ধ, বোধ হয় কেউ বেঁচে নাই, কেবল গোচ্ছার কঠিন-প্রাণ জোনাকপোকা, উই পোকা, ঢোঁড়াসাপ, কালপেঁচা ঝিঁ২ ঝুনুঝুনু, কর্কশ ধ্বনি, ও গর্জ্জনে, রাতটা সরগরম্ করবার উদ্যোগ পাচ্চে কিন্তু তাদের চেষ্টা কাটবেরালের সাগর বাঁধার মতন বৃথা হচ্চে। দৈবাৎ কারু বাড়ী একটি কচি ছেলে বেরালের ঝকড়ার বোল্ শিখে ন্যাকা কান্না কাঁদচে, তাতে ছেলের মা 'ও আয়রে' বোলে চাপ্ড়েং ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্চেন, এক বাড়ী থেকে চাকর বাবুরা বেরলেন আর একজন চাকর পালা মাফিক্ অমনি দরজা বন্ধ কল্লে, ঐ ছোট্ট পদের বাবুরা চোলে গেলে রাস্তা একেবারে নিস্তব্ধ, খালি একজন দোকানির নাক ডাকাতে ওপরতলার বাবুর রাখিত মেয়েমানুষের ঘুম ভাঙ্গাতে বাবু এক নাদনা হাতে কোরে মারবার সাজে দোকানিকে কড়্কাচ্চেন, আর এক বাড়ীতে এক বাবু ইয়ারকির হদ্দ কোরে ফিরে এসে সদর দোর ঠ্যাংগাচ্চেন, তাতে বোধ হলো যেন ডাকাত পোড়্লো। রঙ্গভূমির এ রঙ্গটা ছেড়ে গেলে আবার সকলি নিস্তব্ধ, কেবল থেকেথেকে হেথায়সেথায় চোরের মাসতুতভাইদের হাম্বা রব শোনা যাচ্চে; চারিদিক নিবিড় অন্ধকার, ঘুরঘুটে অন্ধকার, কেবল বড়রাস্তা ফুট্ ফুট্ কচ্চে, গলি ঘুঁজিতে মূলে আলো নেই, সেখানে চোরের পোয়াবারো। রাস্তায় জনমানবের সাড়াসুড়া নাই, কেবল গলিঘোঁজে দুএকজন অষ্টরম্ভাভবিষ্যতি-গোচ বারফট্কা বাবু কি ঠাকুরদাদার বাপের বইসি আইবুড় ছোঁড়া, ফুস্-ফুস্ কচ্চে, উপরের বারণ্ডা পানে উকিঝুকি মাচ্চে, আর একবার যেন কনুভলসানের চোটে ঝেঁকেং কেতাদোরস্ত

গল্লাখেঁকরি দিচ্চে। হয়ত ঐ বারাণ্ডা থেকে 'প্রেম করা নয় মানুষ মারা' রকমারি গান উঠ্‌চে, ছোঁড়ারা সেই সূত্রে কেতাদার পাণের দোনা প্যালা দিচ্চে। কোথায় একজন পেঁচি মাতাল নর্দমায় পোড়ে খাবি খাচ্চেন, থেকেথেকে তাঁর কাচে কুকুরটা-আসটা ঘুনিয়ে এসে তাঁর মুখ চাটাতে, প্রেয়সী জ্ঞানে তিনি তাকে ধোরেচেন, তাতে কুকুরটা দুঃশীলা স্ত্রীলোকের মতন তাঁকে অনেক লাঞ্ছনা দিয়ে শেষ দন্তাঘাতে তাঁর রক্তপাত কচ্চে। সর্‌গরমের মধ্যে এই, আলোর মধ্যে জোনাকের গুহ্যের আলো, উল্কাপাতের চকিত আলো, গলি মোড়ে টিম্‌টিমে তেলের আলো। বার বছর পুর্ব্বে নগরের চিত্র এর অপেক্ষা বিদকুটে ছিল। যেখানে এ দেশের এক প্রধান কর্ম্মচারী আপন অকর্ম্মণ্য নাম স্বার্থক কচ্চে, যেখানে কীর্ত্তিস্তম্ভরূপ বিডন্‌ ইষ্ট্রীট সেই কীর্ত্তিধরকে ঠাট্টা কচ্চে, আর যা ময়লাটোলার প্রথম অঙ্গরাগের দৃষ্টান্ত দেখায়, ভেবে দেখ্‌লে কিছু কাল পুর্ব্বে ঐ স্থান কি ছিল? আমরা ঐ স্থানকে মাখনওলার গলি বল্‌তেম। ঐ গলিতে যে কত খুন, গলায় দড়ি, বিষ খেয়ে মরা, কত ভয়ানক চুরি, সিঁধ, দাঙ্গা মাতলামি, ঢলাঢলি, অবাধে হয়ে গেছে ধরাও পড়ে নাই তা স্মরণ কল্লে গা শীউরে ওটে, এমন কি কেবল বক্‌না পিয়ারীর নামে জ্বর আস্‌ত, হাবসী মাধায়ের নামে রক্ত শুকাত আর ফল্‌না হাফ্‌ হিঁদুর নামে পুঁটুকি পর্য্যন্ত চুঁকয়ে যেত। তখন ঐ স্থান স্কুলের ছোকরাদের মারামারির আড়ন ছিল, হাপসী মাধাই, খুনে গোক্‌লো, গুল্‌জার নগরের মাথালো মাথালো লোক। স্কুলের বওয়াটে ছোঁড়াদের হোতে তাঁদের ডানহাতের ব্যাপার নির্ব্বাহ হতো, সন্ধের পর তাঁরা রাস্তার রাজা, সেই সময় তাঁরা লোকের লাঠিগাছটা, উড়নীখানা, ঘড়ীটে, কেড়ে-নিয়ে, পিক্‌পকেটি কোরে, নেসা ও বদফেয়ালির খরচ চালাতেন। বড়মানুষের ছেলেরা এঁদের ছাওয়া দেখে ডরাত, কচিকাচ্‌কা ছেলেপিলের পিলে চম্‌কাত। হিন্দু স্কুলের ছোকরাদের সঙ্গে সংস্কৃত কালেজের ছোকরাদের যে দিন দাঙ্গা হয় তাতে হাপ্‌সী মাধাই হিন্দুইস্কুলের পক্ষে ছিলেন, সংস্কৃত কালেজের ছোকরারা দুজন তালপাতা সীং ভাড়া কোরে আনে, তোখর্‌ মারামারি বেধে যায়, তালপত্র সীংরা দুএকটা থাব্‌ড়া খেয়ে

ভাগেন আর তাঁদের মনীবদের টিকী কাটা যায়। হাপসী মাধাই মাখনওলার গলিতে থাকত। যে অপূর্ব্ব স্কোয়েরে আপনারা বৈকালে বসিয়া আপিসের হাঁসফাঁসানি, অলস জীবনের ঢিলঢিলেমি দূর করেন, কিম্বা হাওয়া খেয়ে বেড়িয়েচেড়িয়ে ক্ষুধা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, ঐ মনোহর স্থান তখন দ্বিতীয় নরক ছিল। তথায় কেঁদোকেঁদো বাড়ীওলানীর কার্দানীতে যমরাজ অস্থির হতেন। গলাকাটা-হরর নাম কে না শুনেচেন? বক্‌না-পিয়ারীর ময়নাপণা, দাপট্, গলাবাজী, আজও জাগরুক্ আছে। মাঠগুদমে যে খানে নিম গাছ ছিল বকনাপিয়ারীর সেই আস্তানা। বকনাপিয়ারী সে পাড়ার মোড়ল, জালজালিয়াতের মূল, আর ঝক্‌ড়া গণ্ডগোলের জাঁদরেল্। তার দাপে হাঁড়ী ফাট্‌ত, পদক্ষেপে ভূমি কাঁপ্‌ত, চিৎকারে গর্ভপাত হতো। সে চোক রাঙ্গালে পীরপাকম্বর কেঁচো হতো। বকনাপিয়ারী ঝাঁটা হাতে কোরে ছেঁচের নীচে দাঁড়ালে হাপ্‌সী মাধাই পর্য্যন্ত পালাতে পথ পেত না। জমীদারের লোকে কেঁদেককিয়ে, কখনকখন পায়ে ধোরে বক্‌নার ভাড়া আদায় কোর্‌ত তাতেও, ভাড়ার সঙ্গে দুএকটা লাথীটাআসটাও আদায় হোত। বকনাপিয়ারীর প্রজারা অষ্টমীর পাঁটা, তাদের সিকি পয়সা ভাড়া বাকী রাখ্‌বার যো নাই, বেশীর ভাগ মাস ফুরালে তা এক দিন দিতে দেরী হলে, বক্‌না ডবল্ ইণ্টারেষ্ট সমেত তা আদায় কোর্‌ত। একখান বড় আঁশবোঁটি পিয়ারীর ব্রহ্মাস্ত্র ছিল, ঝকড়ার সময় পিয়ারী ঐ বোঁটি জারি কোর্‌ত এ ছাড়া গালাগালি, কীলকীলি, ভেঁউচন, খেংরাণ, ৫৬ পুরুষ তোলা, মন্ত্র পোড়ে বিষ ঝেড়ে দেওয়া, বুকে হাঁটু, থুতু দেওয়া, চুলের মুটি ধরা, খিম্‌চান, আঙ্গুল মটকে গাল দেওয়া, প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র আবশ্যক মতে ব্যবহার কোর্‌ত। দোকানীপসারী বকনাপিয়ারীর নামে লাভ কোর্‌ত না, যদি কেউ অজ্ঞানত খারাব জিনীস দিত তা হলে তার বাপের রক্ষা ছিল না, তাতে বিবাদ হলে বক্‌নার যে জিত হতো তা আর বিচিত্র কি?

বকনার কেমন চেহারা, আপনাদের মনেমনে জান্‌তে ইচ্ছে হচ্চে। বকনা পিয়ারী দীর্ঘে সচরাচর স্ত্রীর মতন কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, আড়েলম্বায় একুনে কাল্লী কোরে সে তিলভাণ্ডেশ্বরের ন্যায় মোটা,

যাঁরা ঐ আশ্চর্য্য অবতারের দর্শন-সুখে বঞ্চিত আছেন তাঁরা পিয়ারীকে একটা মাংসপিণ্ডের ঢাকাই জালা কল্পনা করুণ। বকনাপিয়ারী ঘাড়েগর্দ্দানে এক, তার ঘাড়ে এক থাবা মাংস কুঁচকে শোভা পাচ্ছিল, মাথার চুল প্রায় ভালুকের লোমের ন্যায় মোটা ও খসখসে, কপাল সেঁধন—ভ্রূং—চোখ কুটুরে, খাঁদা-নাক, আবার সেই নাকের নীচে বেস একটু শূয়াকাঁটার মতন গোঁপ, আর তার দাড়িতে একটী ভাঁটার মতন আব ছিল। তার দাঁতগুলি আমাদের দাঁতের দুণ, ঠোঁটজোড়া আধ ইঞ্চি পুরু, যুগল পাদপদ্ম কুড়ুলের মতন গড়ন সুধু তার চেয়ে ডেড়া লম্বা আর ডবল চৌড়, আর রং কুচকুচে আঁধারে।

রাত দুইপ্রহর, বকনাপিয়ারীর এলাকার মধ্যে এক জীর্ণ কুঁড়েতে বকনাপিয়ারী হাতপা নেড়ে চোখমুখ রাঙ্গিয়ে আস্‌-ফালন্‌ কচ্চে, পোকাখেগো ভাঙ্গা এঁবো তক্তাপোষে হাড় পাঁজরা বেরণো শুষ্ক মাংসের এক নরাকার অসাড় পদার্থ পোড়ে আচে. নিকটে একটী রুদ্যমান বালক বক্ষঃস্থলে হাত দুটী রেখে মাথা হেঁট কোরে দাঁড়িয়ে রয়েচে। ক্ষণ বিলম্বে এক অস্ফুট কর্কশ স্বর শুনা গেল,—'হা অদেষ্‌-ট— ছেলে-র কে-উ নেই, এত কষ-ট—ঐ কে? উঃ উঃ খুন কল্লে তো-ও-ম্‌-রা-আ—'ভগ্ন-স্বরে এই বলতেং সেই জীর্ণ দেহ তক্তাপোষ হতে যেমন ওটবার উপক্রম কর্‌বে অমনি ধুপ্‌ কোরে সেই তক্তাপোষের ওপর পোড়ে গেল, আর কোন শব্দ নাই,সকলি স্থির, ঐ মনুষ্যের দেহ মাত্র পোড়ে রইল, জীবন পরলোকে পলালো। আর সেই দণ্ডে যে বালক এত ক্ষণ কেবল কুকুরেং কাঁদ ছিল, পাপীয়সী বাড়ীওলা-নীর তর্জ্জনগর্জ্জনে যার মুখে একটী কথা ছিল না, যে তার প্রত্যেক ভৎর্সনায় শিহরে উঠ্‌ছিল, সেই বালক সকল ভয় অগ্রাহ্য কোরে ঐ গতায়ুঃপ্রাণিকে সস্নেহে আলিঙ্গন কোরে উচ্চৈঃ স্বরে কেঁদে বল্‌লে 'বাবা আমায় ফেলে তুমি কোথায় যাও? আমার দশা কি হবে?' বলতেং ধুলায় লুণ্ঠিত হতে লাগল। সেই সময় সেই পাষাণ-হৃদয় স্ত্রী যে জন্মাবধি শোক কাকে বলে, স্নেহ কাকে বলে জানে না, ধর্ম্মের কেমন মহিমা ঐ সময় সেও স্তম্ভিতা হলো, কিন্তু তার বজ্রের ন্যায় কঠিন হৃদয় আর্দ্র হলো না আর সে নিজ মূর্ত্তি ধোরে 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা' দিতে

লাগল। ঐ দুশ্চরিত্রা কর্কশ স্বরে বোলে উঠল 'বেরো, চুপ কর বোল্‌চি নইলে তোকে তোর বাপের পতে পাটাব।' বালক ক্ষান্ত হল না, ঐ পাতকিনী তা দেখে জ্বলে উঠল এবং আক্রোশে পিতৃ-হীন বালকের নড়া ধরে টেনে সরোষে বল্‌তে লাগল যে,'তুই তোর মরা বাপকে এখুনি বের্‌ কোরে ফ্যাল্‌ বোল্‌চি, নইলে নাতীয়ে তোর সিরডাঁড়া ভাংবো।' তখন বালকের হুঁস্‌ হলো পিতার সৎকার্য্য কর্‌তে হবে, কিন্তু উপায় কি? একে একা, তাতে এক পয়সা নাই, বালক বকনাপিয়ারীর পায়ে ধরে বল্‌তে লাগল 'আমার কেউ নেই গো, কিছু নেই গো, তুমি আমার মা, এ বিপদে রক্ষে কর, বাবার যাতে সৎকার হয় তা কোরে দাও এই ভিক্ষে চাই—বাবাগো কোতায় গেলে?' (রোদন) তখন ঐ দুষ্টার উগ্র-মূর্ত্তি দেখে কে? ক্রোধ ভরে তার সর্ব্ব শরীর স্পন্দিত হলো চক্ষু দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরতে লাগল, দাঁত বজ্রের মতন কড়মড় কর্‌তে লাগল, লোচন চক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান, নিশ্বাস কামারের জাঁতার মতন বেগে বহিল, আর সে মারবার সাজে ধম্‌কে উঠল, 'যা যা মড়া নে দূর-হ, তোর ন্যাক্‌রামি রাখ্‌, জানিস্‌ তোর বাপের কাচে চোদ্দ দিনের ভাড়া পাব? তার আদায়ের সঙ্গে খোঁজ নেই ছোঁড়া কি না বলে ওর বাপের শ্রাদ্ধ কর্‌, আমলো।' সৌভাগ্যক্রমে এই গোলযোগে জনেক প্রতিবাসীর ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে, তিনি গোলযোগের কারণ জান্‌তে পেরে দয়া করে বালকের হাতে কিছু টাকা দিলেন আর জনকত দেশী মুর্দ্দফরাশ (বৈষ্ণব) ডেকে মৃত দেহের সৎকার্য্য করালেন।

পর দিন সকালে বালক পিতার দাহাদি সাঙ্গ কোরে ফিরে আস্‌চে, আস্‌তেআস্‌তে ভাব্‌চে, 'কোথায় যাই, কি করি, আমার বাসায় যাবার কোন উপায় নেই, গেলে বাড়ীওলানী এবার খুন কর্‌বে, যিনি বিপত্তির সময় এমন উপকার কল্লেন তিনি সুখে থাকুন, আমি কোন্‌ লজ্জায় আর তাঁকে ধরি, উপায় কি? দেখি ডাকুবাবু যদি কিছু দয়া করেন।' ডাকুবাবুর বাড়ী সিমলে, বাবু ম্যাক্‌-কাট্‌-গ্রোটের বাড়ীর মুচ্ছুদ্দি, হৌসে আম্‌দানীর কাযটা বেশী, রপ্তানী না থাকার মধ্যে, এজন্যে বাজারে একটা কাঁটা হলে, বাবুর সরকার, চাকর-বাকর, গোঁসাই, প্রভৃতি পাত

চোরে মসুরি বাঁটার দরুণ কারু টিকের কড়ীও হয় না। ডাকুবাবু বৈঠকখানায়. (সাক্ষাৎ ভেটেরাখানা) ময়লা, তুল বেরণ, ছারপোকাপোরা তাকিয়ে হেলান দিয়ে হুঁকয় একটা বড় ভেঁপুর মতন কলাপাতের নল লাগিয়ে ভড়্২ কোরে তামাক খাচ্চেন, একএকবার কাস্‌চেন, আর ঘরেই থুতু ফেল্‌চেন, কাছে একটী দস্তার নস্যদান আর একখান ভাঙ্গা চস্‌মা পোড়ে আচে। বাবুর বয়েস কিচু পাকল হওয়াতে মাথার চুলগুলি রূপবাঁধান তার মাঝে থেকে একটী নারকেলের শীশের মতন বোঁটা, বেরিয়ে ঘাড়ের দিকে পোড়েচে, দাঁতগুলি অধিক খসে পড়েচে বাকী সর্‌লেই হয়, তাঁর নাকে তেলককাটা। একজন খোসামুদে অন্তরঙ্গ (অন্তর্ভেদী ঘরসন্ধানে) 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লে হয়ে ফব্বল্‌দালালি কোচ্চেন আর অন্যের ফি কথায় ঠোকর মাচ্চেন, জনকত ছুকড়া গাড়ীর বেহেঁজ মড়াখেগো দালাল, তিসির নমুন খুলে বসে আচে, ওর মধ্যে একটা বাঙ্গাল, শিক্ষেনবিস্‌দালালদের সরিয়ে দিয়ে বরকোনের মতন বাবুর হাতে হাত দিয়ে দুএকবার ফিশ্‌ফি্‌শ কোল্লে, ভদ্র লোক তা হঠাৎ দেখ্‌লে মনে কর্‌তে পার্‌তেন বাবু বুড় ইয়ার, দালালের সঙ্গে, তাঁর কিচ্ছু রকমসকমের ইসারা চল্‌চে। বাইরে কতকগুল যাচনদ্দার, তৌল্দার, মুটের সর্দ্দার, বস্তাবন্দ, ওগায়রহ হুজুরের হুকুম প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আচে, এমন সময় বালক বাবুকে নমস্কার কোরে যোড় হাতে দাঁড়াল। বাবুর নজর লাগে না, অনেক ক্ষণ পর বাঙ্গাল দালাল 'ক্যাও তুমি?' বোলে বালককে জিজ্ঞেস্‌ কল্লে, বালক সজলনয়নে সকাতরে পরিচয় দিলে, যে সে বাবুর চাকর, মনসারাম দালালের ছেলে, তার বাপের কাল্‌ হয়েচে, তার কেউ নাই, কিছু নাই, বাবু তার মা-বাপ (এককালে) তার বাবু মাত্র ভরসা। পরিচয় শুনে বাবুর বিস্ময় হলো, বাঙ্গালকে জিজ্ঞেস কল্লেন, 'মনসারাম আবার কে?' বাঙ্গাল উত্তর কল্লে, 'ওঃ অয় কুর্ত্তা, মুইযে জানি মুশাই, মনুসারাম বুলে স্যাই নোম্বা, গোর বন্ন, অ্যা সোংসারে দালালির ওমেদার ছিলো, ক্যান্তু স্যা কাযকোর্ম্ম কিছু জানুতু না।' বাবুর তবু মনে পড়ে না, বালককে জিজ্ঞেস কল্লেন, 'তোমার নাম কি? বালক 'হেমাঙ্গ বসাক' বল্‌বা মাত্র বাবু মুখ সেঁট্‌কালেন। তখনকার মুচ্ছুদ্দিরা ভারী হিঁদু ছিল, বিদ্যের

স্থানে অনুস্বার বিরাজ করায় বামণাই ফলান তাঁদের কাচে সহজ ছিল, তাঁদের হৌসে অনেকগুলি বোল্‌দে বামুণ মশায়ের পুষ্যির মধ্যে কেউ বাবা, কেউ বোনাই বোলে, সেঁধয়ে কোম্পানির চাকরির মতন চিরকাল প্রতিপালিত হতো। দোষের মধ্যে মুচ্ছুদ্দিরা কুড়ের সদ্দার আর খোসামদের বস ছিলেন, বাবুর রায়ে যে অম্লান মুখে পদেপদে ডিটো দিতে পার্‌তো তারই কপাল জোর। ডাকুবাবু বালকের পরিচয়ে মুখ সেঁটকানতে তাঁর দয়ার দৌড়্ প্রকাশ হলো, বালক ব্রাহ্মণ হলে বাবুর কাছে গ্রাহ্য হতো, কায়স্থ হলে কিঞ্চিৎ ভরসা থাক্‌ত, কিন্তু নবশাক জাতির জন্ম কি হেয়? বাবুর মুখে কথাটী নাই, বালক কিঞ্চিৎ প্রার্থনা কর্‌তে উদ্যত এমন সময় আপিসের দরয়ান এক চিটী নিয়ে উপস্থিত। ডাকুবাবু চিটী পোড়ে দালালকে খিচিয়ে উঠে বল্‌লেন, 'সাহেব মাল তদারক কোরে লিখেচেন যে পাঁচ পরসেণ্ট যা সওদা হুয়ে ছিল তাতে আট পরসেণ্ট খাদ বেরিয়েছে, আচ্ছা গ্যারাণ্টি আছে শেষে টের্‌টা পাবে।' দালাল জেনেশুনে চোরের মতন হয়ে রইল, বাবুর যে সওদাতে গূঢ়ত্ব আছে, তা ছাড়া বাবুর আত্মীয়দের ওজনসরকারের, আর পুষ্যির মধ্যে ব্রাহ্মণের, যেমন কোরে হোক্ কিছু চাই, দালাল তা সব জানে, মহাজনত লোক্সান কর্‌তে ব্যবসা করে না সুতরাং মাল যে ৫ পরসেণ্ট না হয়ে ৮ পরসেণ্ট হবে তার আর বিচিত্র কি? যা হোক্ ডাকুবাবু যদিও সাহেবের চাকর নন, বাবুর টাকায় সাহেবের আপিস্ চলে (বাঙ্গালী এমন অব্যবসায়ী) তথাপি বাবু হাঁফাতেহাঁফাতে মাল তদারক কর্‌তে চল্‌লেন, যেতেযেতে বাবুর কাছা খুলে গেল আর সেই সময় বাঙ্গাল দালাল লগ্নমাফিক হেঁচে ফেলাতে বাবুর রাগ বরদাস্ত হলো না—বাঙ্গালকে শকার বকারে একাকার কোরে, কেঁয়েরাম সার গদিতে গেলেন। বাবু যদি গেলেন বাবুর গয় গবাক্ষগুলিও ভাগ্‌ল; আর বাবুর খানসামা হেমাঙ্গকে তাড়িয়ে দিয়ে বৈঠকখানা বন্ধ কর্‌লে।

ডাক্তর জনসন বল্‌তেন যে বন্ধু মলে কেউ কিছু কুলের পিটে কম খাবে না। পেট এক দারুণ জমীদার, এমন পাপিষ্ঠ অনেক আছে যে স্ত্রীপুত্র খেতে না পান্ আপনার পেট্‌টা ভর্‌লেই

হলো, পেট নীলকরদের চেয়েও ইন্দ্রিয়ের উপর অধিক পীড়ন করে, পেটের জ্বালায় জাতমান ধর্ম্ম কিছুই থাকে না। তান্‌সানের গানে, অরফিয়সের তানে, কি নারদের বীণায়, ঔদাস্যের গ্লানি উৎসন্ন হতে পার্‌ত, কিন্তু পেটের জ্বালা কিছুতেই নিবারণ হয় না, এ জ্বালা পুত্রশোকের বাড়া। ক্রমে বেলা হচ্চে, হেমাঙ্গ বসাক শোক পেয়েও ক্ষুধায় কাতর, গৃহস্থের বাড়ী যান সেথা দুটী চাল দিতে চায়, বড়মানুষের বাড়ী যান্‌ দরয়ান গলাধাক্কা দেয়, অনেক ঘুর্‌তেং বেলা হয়ে গেল, শেষ তিনি সেপাই-পাহারা এক বাড়ীতে ঢুক্‌তে যান সেপাই টুক্‌টুকে ছেলেটী দেখে তাঁর দাড়ি ধরে 'কেয়া লেড়্‌কে! রেণ্ডিউণ্ডি মাংও?' বোলে ইয়ারকি কোরে তার ভাই ব্রাদরানুকে ডেকে খিল্‌খিল্‌ কোরে হাস্‌তে লাগ্‌ল। হেমাঙ্গের ক্ষুধায় প্রাণ; ওষ্ঠাগত সে সময় ঐ ছোটলোকদের হাসিমস্করায় আরো দুঃখিত হলেন, তাঁর নয়ন, জলে ভেসে গেল, দেখে কাটখোট্টাদের হাসি থাম্‌ল, তাদেরও দয়া হলো, কিন্তু কি করে রাজাবাবুর ভিখিরী যেতে দেবার হুকুম নেই সুতরাং তারা মনীবের খুব সম্ভ্রম বাড়িয়ে হেমকে বিদায় কল্লে। হেমাঙ্গ সেখান থেকে অন্যত্রে চল্‌লেন, যে খানে যান হেমাঙ্গের মান বাড়ে, এমন কি তা উত্তরোত্তর বেড়েই চল্‌ল, ক্রমে ধম্‌কানী গালাগালি, গলাধাক্কা, পালা মাফিক চল্‌তে লাগ্‌ল, কোন জায়গায় তাঁকে এক মুটা চাল দেখান হলো। গুল্‌জার নগরের সেরা দাতব্য চাল, এতে পাড়া গাঁ লজ্জা পায়! সমস্ত দিন নিষ্ফলে যায় শেষে এক বাড়ীতে কাঙ্গালি বিদায় হচ্চে শুনে হেমাঙ্গ বসাক ঐ বাড়ীতে বিস্তর ঠেসাঠেসি, ঘুষাঘাষা, এ সেওয়ায় ছেলে-বুড়র পর্য্যন্ত ছড়ী খেয়ে সেঁধলেন, বাড়ীতে ক্রমে হাঁফ ফেলবার জায়গা রইল না, কাঙ্গালিদের খালি মাথা দেখা যাচ্চে, ঠেসাঠেসিতে একটা ভয়ানক চিৎকার হলো, শব্দ উঠ্‌ল, এক মাগী ঠেলের চোটে প্রসব হয়ে পড়েছে, প্রসব হয়েই ছেলে সুদ্ধ ভিড়ে চটকে মলো, কিন্তু কোথায় এ বিঘ্ন হলো কেউ খুজে পায় না. মাগীর উপর কত মিন্‌ষে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েচে, ভিড়ের ভিতর অনেক ফলারে বামুন ময়লা কাপড় পোরে কোমরে পৈতে গুঁজে কাঙ্গালি সেজেচেন, আমাদের মতন হিঁদুদের দৌরাত্ম্যে এঁদের আর কলামূলও যোটে না, এখন বাচ-

ন্দারী কাঙ্গালিগিরিতে ঠেকেছেন, আরো বা কি হয় ? মুসল-মানদের আমলে এ দেশ এক রকম গুল্জার ছিল, জাঁহাগীরের মত্ততা ও লাম্পট্যো আর ওরাংজেবের ধর্ম্মদ্বেষে যদিও অনেক অত্যাচার হয়ে ছিল, সে অত্যাচারে সাধারণ প্রজার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, ঐ সময়ের সঙ্গে বর্ত্তমান কালের তুলনা কর্‌লে স্থির প্রমাণ হবে যে, এখনকার সাধারণ লোক সমধিক নিপীড়িত, সমধিক দুঃখী, নির্ব্বল, নিরুপায়, হীনসাহস ও অল্পায়ু। কারণ ? রাজার উৎপীড়ন—শোষণ ব্রত।

বেলা গেল, গ্রীষ্মের তীব্র উত্তাপ আগুনের মতন। পবন দেব সাক্ষাৎ দশানন বড় সাহেবের ভয়ে তাঁর সঙ্গে সিমলে পাহাড়ে চর্‌তে লাগলেন। কাঙ্গালিগুলো এ গরমিতে পুড়ে যাচ্চে, সপাল বড় সাহেব এদিকে ঠাণ্ডা হাওয়া খাচ্চেন আর পাহাড়ের চূড়ায় বসে নিষ্কণ্টকে জবরদস্ত আইন কর্‌চেন। রাত এল, কাঙ্গালি বিদেয়ের সুরু হলো, হেমাঙ্গ কায়কষ্টে বেরিয়ে পড়্‌লেন। এত যন্ত্রণার পর কি পেলেন্ ? সিকি মাল্‌সা চিড়ে মুড়্‌কী। এতে কর্ম্মকর্ত্তার দোষ নাই একে দুর্জ্জয় কালের রাজ্য তাতে ভিখিরীর দল বৃষ্টিধারা মতন বেড়ে যাচ্চে হেমাঙ্গ কি করেন, সেই এক মুট জলপান আর গঙ্গার আময়দা ঘোলা জলে পেট শীতল কল্লেন। খাওয়াত যত হলো তো বুঝ্‌লেন্ এখন শোওয়া চাই, ঘুম আর এক জন খাতক, সে রাজারও নয় সেথেরও নয়। এদিক-ওদিক খুজে শেষে তাঁর নীমতলা ঘাটের চাঁদনী মনে পড়্‌ল, হেম সে খানে চিৎপটাং হলেন। উদরের জ্বালায়, আর চিড়ে মুড়কীর ফুট ফাটে হেমাঙ্গের নিদ্রা হলো না, তিনি চম্‌কে চম্‌কে উঠতে লাগলেন, একটু নিদ্রা এলে দুঃস্বপ্ন দেখ্‌তে লাগলেন, মধ্যে২ কলের ঘাটের কুকুরগুল ঘুরিয়ে এসে তাঁর কাণের কাচে গোঁগ্‌রাতে লাগল চোরের, মাসতুত ভাই পোঁদে লাগলেন, 'কোন্ হ্যায়্‌রে উঠ উঠ্ অ্যাশা ডাণ্ডা লাগাওএগা' বোলে দণ্ডের বাড়ী দুএক ঠেলাঠুল দিলেন, বসাকজী ধড়মড়িয়ে উঠে বস্‌লেন, পাহারাওলার হাতে ধল্লেন, পায়ে পড়্‌লেন, পাহারাওলার খাতির নদারৎ, তিনি নেমকের চাকর (কাজের সময় তাঁর চুলের টিকী দেখা পাওয়া যায় না) তিনি গরিবগুরবের যমরাজ, আর ঠক্ সাহেবের পিরীতের পুত্তুর। হেমাঙ্গ অসহ্য তাড়নায় তটস্থ হয়ে সেথা

হতে উঠ্‌লেন, চল্‌তে যান পা জড়িয়ে পড়ে এত দুর্ব্বল যে খানিক গিয়ে মাঝরাস্তায় বসে পড়্‌লেন, আর উঠ্‌তে পারেন না। সারজন সে সময় রোঁদে বেরিয়ে ছিল, তিনি হেমকে বড়শীতে গাঁথলেন, চোর মনে কোরে, 'তোম্ কোন্ হ্যায়' বোলে তাঁর—নড়া ধল্লেন। বসাকজী সারজন্‌কে দেখে ভয়ে আড়ষ্ট—তাঁকে এক লম্বা সেলাম ঠুকে বুঝিয়ে বল্লেন যে তিনি রাস্তার কাঙ্গালি, তাঁর কেউ নাই। ট্যাস তাতে ভারী গরম, তিনি হেমাঙ্গকে সত্যি চোর সাজিয়ে ফটকে পূর্‌লেন। তাঁকে যে ঘরে রেখে ছিল তা দেখ্‌লে বমি ওঠে, মেজেতে আট আঙ্গুল ধুল ধোঁয়াতে দেয়াল ও খাটাল ভাতের হাঁড়ীর তলার মতন। খাটালের ছিদ্রে-ছিদ্রে তালচটার বাসা, তারা মধ্যেমধ্যে কিচ্‌মিচ্ কচ্চে, আর তাঁর গায়ে সুরকির গুঁড়, ঢিল, ঘাসের কুট ফেলে দিচ্চে। খাটালে ঝুলের ঝোপ এম্‌নি গাঢ় যে দেখ্‌লে বোধ হয় থোলো-থোলো কদাকার ভীষণ পোকামাকড় ঝুল্‌চে, তালচটক এক একবার নড়াতে রাশিরাশি ঝুল হেমাঙ্গের কোমলাঙ্গে পড়ে তাঁর বেশভূষার সূত্র তুল্‌লে, তাতে বসাকজী ক্রমেক্রমে এখনকার বিপরীত সৃষ্টি আর সৃষ্টিছাড়া রাজ্যের খাতিরে, প্রজাপতি থেকে গুটিপোকা, গুটিপোকা থেকে শূয় পোকা, শূয়পোকা থেকে ঋক্ষরাজ, সেজে বস্‌লেন। ঘরে চাম্‌সা গন্ধে নাড়ী ওঠে দুএকটা নাম মাত্র জানালা আচে তাঁদের হাওয়ার সঙ্গে কস্মিন কালে সন্দর্শন হয় না, আশ্বিনের ঝড়ের সময় একবার পবন ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে সাক্ষেৎ কর্‌তে এসে ছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর ছুর্দ্দিগর্ম্মি হওয়াতে সেই অব্‌দি তিনি নাকেখত দিয়েচেন আর এমন কর্ম্ম কর্‌বেন না। থেকেথেকে ইঁদুরের পাল সুর্‌ তুলচে, ঘোড়্‌দৌড় কচ্চে, আর মাটি চাল্‌চে, কখনকখন বন্ধুত্ব ভাবে বসাকজীর গায়ে উঠ্‌চে। তাঁকে মশাতে খুলে খেলে, আঁরসুলার দল পাখনা উড়িয়ে ফর্‌ ফর্‌ কোরে তাঁর গায়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। হেমাঙ্গের কি অধর্ম্ম! পিপাসায় তাঁর ছাতি ফাট্‌চে, তিনি ঘামেতে ভিজে গেলেন, তাঁর সর্দ্দিগর্ম্মির লক্ষণ, নিশ্বাস কষ্টে বেরুতে লাগল মাথা ঘুর্‌ল, শরীর টল্২ কর্‌তে লাগল দমসম, যাতনায় যায় প্রাণ হেমাঙ্গের মুর্চ্ছা। হেমাঙ্গ কতক্ষণ অচেতন ছিলেন কিছুই জানেন না, দারুণ রাত অজ্ঞানত মাথার ওপর

দিয়ে কেটে গেছে, ভোরের বেলা চৌকিদাররা তাঁর চারদিক ঘেরেচে, তারা এত ক্ষণ চুপ কোরে ছিল, তিনি চাইবা মাত্র তারা তাঁকে উঠ্‌তে বল্‌লে, পিপাসায় তাঁর শুষ্ককণ্ঠ, তিনি এমনি নির্জ্জীব যে কথা কবার ক্ষমতা নাই, কেবল ইশারায় দেখিয়ে দিলেন যে তিনি জল খাবেন, এক লোটা জল এল, তিনি জল খেয়ে সহজে উঠ্‌তে পারেন না। চৌকিদাররা তাঁকে ধরাধরি কোরে সারজনের কাচে নিয়ে গেল, সারজন তাঁকে দেখে ভয় পেলেন, হেমাঙ্গ পাছে মরে যান গোমেষের শঙ্কা হলো, ট্যাশ্‌ তাঁর কাপড় ঝাড়া নিয়ে যখন দেখলেন কিছুই বামাল বেরুল না, তখন তাঁকে 'ওয়ারন্‌' কোরে 'ডিস্‌চার্য্য' কল্লেন। চৌকিদার তাঁর হাত ধোরে রাস্তায় বের কোরে দিলে। হেমাঙ্গ নড়েন এমন শক্তি নাই, তিনি প্রাণের দায়ে অতি কষ্টে হাটখোলার এক মহাজনের দরজাতে বস্‌লেন। বেলা হয়েছে, দ্বারে একখান গাড়ী এসে লাগ্‌ল, সইস্‌ তাঁকে জোর কোরে তাড়িয়ে দেয় এই অবসরে একটী বারাঙ্গানা গাড়ীতে উঠ্‌ল—গাড়ী চলে গেল। বসাকজী ব্রোসে, দরয়ান এসে তাঁকে 'উঠোউঠো' বল্লে, তাতে হেমাঙ্গের কাকুক্তিতে তার দয়া হলো—আমাদের দরয়ান হলে তা হতো না, মহাজনদের লোকজন, কল্‌কেতার নবাবদের আমলার চেয়ে কিছু ভদ্র, তার কারণ এই বাঙ্গালবাবুরা আমাদের নবাববাবুদের চেয়ে কিছু ভদ্র, অর্থাৎ সাহস্‌হীন, কিন্তু এ আর থাকে না, বাঙ্গালের ঘরে 'ইস্‌মিশ্‌ডিস্‌' খৈ ফুট্‌চে, সাহেবের দূর্‌ছাই নকল ঢুকেচে। বাবুর সঙ্গে মুলাকাত কর্‌তে বসাকজির ওপর দরয়ানজির হুকুম হলো, হেমাঙ্গ উপরে বাবুর বৈঠকখানায় গেলেন। বাবু চেয়ারে বসে একখান বস্তার ওপর পা দিয়ে আলবোলায় তামাক টানুচেন, কাছে একটা নেড়ীমারা কুকুর শুয়ে আচে। বিবির চেহারা, জগদ্ধাত্রীর চেহারা, মাটির গণেশ, কেঠো সিঁধুক, মার্‌বেলটপ্‌ টেবিল, স্প্রিংকুশানকৌচ, লাল বনাতের ওপর কার্চপের কাযকরা হরিনামের কুঁড়জালী, এক ডিবে দুর্গন্ধ মমেটম্‌ (পমেটম্‌) জুতর কালী, হেয়ার বুরুস্‌, রাংতার কাযকরা বাঘনক্সার ২খান দিশী আয়না, ছোট এক ঘটি 'চন্নামেত্তর' মাটির ধুনচি, চারটি ধুন, একখামা চিত্তিরকরা ধূলায় ধূসরিত টানাপাখা, ঐ অবস্থার দেয়ালগিরি, তিন

রংয়ের, তিন গড়নের ৩টে ঝাড়, তার কারু দুট ফানস ভাঙ্গা, কারু একটা ডাল ভাঙ্গা, কারু কোন গেলাসে মেজিণ্টা গোলা, ঘরের এই আস্‌বাব। বাবুর নাকে তেলককাটা, চুল ফেরাণ, জেকেট আস্তিনের চাইনাকোট গায়ে, বার্ণিশ ইস্পিংয়ের জুত পায়ে, দাঁতও বার্ণিশ করা, বাবু বাহার দিয়ে টেবিলের উপর একখান এক্সচেঞ্জ গেজেট গদ্‌গদ ভাবে দেখচেন, তাতে আমাদের সেই পাড়ার শাণ্ডেলমশয়কে মনে হয়। আহা! শাণ্ডেল একরকম ছিল ভাল, শিবকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যের দৌরাত্ম্যে তিষ্ঠতে পারলেন না। ইনিই আউলসনের বাড়ী 'মদনছাবা' খেয়ে ছিলেন পরিচয় দেওয়াতে, বিট্‌লে বাঁড়ুয্যে তাঁকে চাব্‌কে দেন, সেই পাপে তাঁকে পুলিপালান যেতে হয়। এখন সেই পুংইর পুতের বিবরণ শুনুন, বাঙ্গাল বাবুর নাম চতুশ্চরণ সাহা, চারচরণ-সা-মশয়, (Four-Fected Sir-Knight.) 'শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মী-নারাণ জিউর প্যার্‌সাদে মহাজুনি দ্যানা পান্নার কারবার কোরতেছ্যান' বৈঠকখানার দ্বারের মাথায় এই লেখাটীতে তাঁর কাযের ব্যাওরা পাওয়া গেল। বসাকজী, স্যার চতুষ্পদকে নতুন কেতার বৈরিগী ঠাউরে, 'দণ্ডবৎবাবাজি' বোলে নমস্কার করাতে সা-চরণ বেআড়া রকম হেসে গড়ালেন, আর 'আমাকে ক্যান্ বাবাজী বুল্‌ল্যে' বোলে বসাকজীর সঙ্গে রসিকতা করেন এমন সময় সিঁড়ীতে দুম্‌দাম কোরে লোক উঠতে লাগ্‌ল, বিশজন মুটেতে বিশ থোলে টাকা নিয়ে ঝমাৎঝমাৎ শব্দে তা বৈঠকখানায় ফেল্‌তে লাগ্‌ল, বৈঠকখানা কেঁপে উঠ্‌ল, হেমাঙ্গ অবাক, তিনি কখন এত টাকা দেখেন নি, তিনি হাঁ কোরে চেয়ে দেখচেন, গোমস্তা এসে তাঁকে বার কোরে দিলে। হেম অনেক মিনতি করাতে গোমস্তা টাঁক থেকে দুট পয়সা দিয়ে তাঁকে বিদেয় কল্লে। হেমাঙ্গ সেই দুটী পয়সায় চিড়েমুড়কী দধি কিনে ফলার কল্লেন, পরে এরওর বাড়ী ভিক্ষে কোরে সমস্ত দিনে আর পয়সা পেলেন না। বড় বাড়ীতে দরয়ান দাতব্যের পথ রোধ কোরে আছে, গৃহস্থেরা চাল দিতে পারে, একজন 'তুমি বাবা ডব্‌কা ছেলে, তোমার মৌতাতের সময় হয়েছে' তাঁকে বোলে বোস্‌ল, কেউ বল্‌লে যে তিনি রাগ কোরে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেচেন। গোটাকত বাচ্ছাছেলে 'ওহে ইয়ার তোমার

গান গাইতে আসে' বোলে তাঁর কাছা ধরে টানতে লাগল। বসাকজী কলকেতার সভ্যতা দেখে অবাক হয়ে ভাবতে লাগ্লেন, ভাবতেভাবতে তিনি এমন একটা গলিতে ঢুকলেন, যে তার 'ইন্দিরছিন্দির' (ছিদ্র) নাই। গলির ভেড় হাত ওসার, গলি লম্বা হয়ে দেদার চলেছে, তাতে সন্ধের ঘণ্টাদুই আগে থাকতে সেথা থেকে ভূতপেত্নী পলায়, গুলজারনগরের এই একটী চিত্র আর বদমাইসদের লুকবার একটী কল। গলির ফেঁকড়ী ব্রাঞ্চ গলিই কত তার নিকেশ নেই, হেলথ-অফ্-শূয়র ঢিপনি খাবার ভয়ে প্রাণান্তেও এ সব গলিতে সেঁধন না। হেমাঙ্গ খুজেও গলির নিকেশ পেয়ে বেরতে চান, না 'পুনর্মূষিকো ভব' যেখানে সেঁধিয়ে ছিলেন ফের সেই খানে উপস্থিত। গুলজার নগরে এমন 'গোলকধাঁদা' অনেক আচে। পথের দুএকজন লোক কোন্ দিকে যাচ্চে জিজ্ঞেস কল্লে কেউ চুপ কোরে চলে যায়—কাউকে অন্ধকারে দেখাই যায় না,—কেউ এমন পথ দেখিয়ে দেয় যে তা খুজে পাওয়া ভার। হেমাঙ্গ দময়ন্তীহারা নলের ন্যায় পথহারা হয়ে শেষ এক তেমাথা গলির মোড়ে বড় একটা অশ্বত্থগাছের তলায় বোসে সর-আইজেক নিউটানের মতন 'ক্যালকুলেসন' কচ্চেন। অশ্বত্থগাছের চতুর্দ্দিক গাঁথা ছিল, অনেকক্ষণ পর এক বাড়ী থেকে একখান পাল্কী বেরুল, হেম ঐ পাল্কীর পথ ধোরে সদর রাস্তায় পোঁছলেন, দেখেন দলবদ্ধ লোক একটী বৃহৎ বাটীতে ঢুকচে, তার বারাণ্ডায় বেললাণ্ঠানের আলো, পাশে নবৎখানায় নবৎ বাজচে। মন এক বিষয়ে নিরত থাকলেও একটা অভিনব কাণ্ড দেখতে অভিলাষ হয়, হেম ঐ বাড়ীর ফটকের গোড়া থেকে উক্ত ঘটনা দেখচেন, এই কালে একজন নিমন্ত্রণের কাপড়পরা, জুতহীন ভদ্রলোক 'চল না কি দেখচ' বোলে তাঁকে ঠেলে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেল। হেমাঙ্গ এর কিছুই ভাব বুঝতে পাল্লেন না, কেনই বা এলেন তাও জানেন না, এমন সময় বরকন্যা ছাদনাতলার ফিরং দালানে বিবাহ করতে উট্‌ল। বিবাহ হয়ে গেল, হেমাঙ্গ খানিক বোসে প্রস্থানের পথ দেখচেন এই সময় 'মোশাইরা গা তুলেন' এই নুটীশ এল, হেমাঙ্গ গোলমালে পলাবার উদ্যোগ করেন, তাতে তাঁর সঙ্গী তাঁর হাত ধোরে 'আরে তুমি তো ভারী আহাম্মক, জুত এর

পরে আছে, এখন এস' বোলে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল। উপরে চকের ঘরে পাত হয়েছে, সকলে বসলেন, তাঁর সঙ্গীও বস্‌ল, তিনি কেবল দাঁড়িয়ে, তাঁর সঙ্গী তা দেখে এক ধম্‌কানি দিয়ে বল্‌লে 'আরে বোস না হে এর পর পাত পাবে না।' বসাকজী সভয়ে পেটের দায়ে পেট ভোরে খেলেন, তাঁর সঙ্গী এক মোট মিষ্টান্ন তুল্‌লে, হেম বাইরে আসেন এমন সময় দেখলেন তাঁর সঙ্গী বৈঠকখানা থেকে একজোড়া ভাল ইংরেজি জুত পায়ে দিয়ে ভিড়ের ভিতর দিয়ে পলাল। বসাকজির চক্ষু ফুট্‌ল, তিনি কল্‌কেতার নীলে ক্রমে বুঝতে পাল্লেন, কিন্তু ঐ বাড়ীটী কার জানবার অভিলাষ হওয়ায় তিনি জিজ্ঞেস কোরে টের পেলেন যে সে সোণারবেণের বাড়ী। হা ধর্ম্ম! জাতিভেদ কি দারুণ সামাজিক নিয়ম? যে ফোত বসাক অন্নের জ্বালায় লালাইত হয়ে জাত্যভিমান বিসর্জ্জন দিয়েছেন তিনি নিকৃষ্ট জাতির বাড়ী মিষ্টান্ন খেয়ে মনোমধ্যে ধিক্কার বোধ কল্লেন। যা হবার তা হয়েচে এর পরে তাঁর অদৃষ্টে আরো কি হয়। হেমাঙ্গ পুর্ব্বোক্ত তেমাথা পথে অশ্বত্থ গাছের তলায় শয়ন কল্লেন। হেমাঙ্গ পর দিন খাজনা সাধ্‌তেসাধ্‌তে মালীবাগানের গলিতে এক ধনপতির বাড়ী উপস্থিত। বেলা আটটা, নাচঘরে খেম্‌টা নাচ হচ্চে, অল্পবয়সী হরেক ফেশানের বাবুর দঙ্গল নাচঘরে সেঁধচ্চেন, সুযোগ পেয়ে হেমও তথায় প্রবেশ কল্লেন। গৃহপতি তরুণবয়স্ক, তাঁর বয়স ২৫ বছর, চেহারা আরমানীর মতন সুডৌল ও সুচারু, তাতে পাঁত্তাই দাড়ি রাখায় তাঁকে আরো সুশ্রী দেখাচ্চে। দাড়ি রাখা এখনকার বাহাল ফেসিয়ান্‌, তাতে কাউকেকাউকে খোদার খাসী, কি মোল্লার পো দেখায়। গোঁপও তেম্নি, কারু কারু ঝাউগেছে গোঁপ রাখ্‌তে সাধ যায়, কারুর সখের প্রাণে মরবার বয়েসে গোঁপ বার্নিস করা রোগ আছে। গৃহপতির স্বভাব কুলবধূর ন্যায় বাহ্যেক লজ্জাশীল, বাক্য সরস, ও মিষ্ট, শরীর স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, নাম নীরদ চন্দ্র, বাবু হটুরাম চন্দ্রের পুষ্যি পুত্তুর। হেমাঙ্গ বসাক নাচঘরে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। নাচঘরে ফুলের মালার ছড়াছড়ি, ২১বাতি ঝাড়েতে আর গণ্ড ও কেরসাইন ল্যাম্পে, পাখার ঝালরে, যেখানে সেখানে ফুলের মালা ঝুলচে। শ্যাম্বল্‌, বছরাই গোলাবের জলে ঘর আমোদ

কোরেচে, খেমটাওলানীদের কাপড় ভিজে গেছে, পানের দোনা পানের খিলী গোলাবজলের সঙ্গে যেন শিলাবৃষ্টি হচ্চে, টানা-পাখা চল্‌চে, এ সেওয়ায় ৩।৪ জন রওয়ানী বেহারা বড় হাতপাখাতে বাবু ও বিবিদের গায়ে বাতাস কচ্চে, বিবিদের বুকেপিটে অবিশ্রান্ত টাকা পড়্‌চে, হাসির গট্‌রা ও ইয়ারী চিৎকারের হল্লায় বাড়ীর বোনেদ সুদ্ধ ফেটে যাচ্চে। এই সময় একজন নাচুনী নাচ্‌তেনাচ্‌তে চিতিয়ে পোড়ে পায়রা লুট্‌তে লাগ্‌ল, বাবুর দল থেকেথেকে তার গায়ে টাকা ফেল্‌তে লাগ্‌লেন, নাচুনীর কোল টাকায় ভোরে গেল, 'বাহবা বাহবা বেস' বোলের খৈ ফুট্‌তে লাগ্‌ল, নাচুনীর ওপর দিয়ে অনেক বেআদপিও হলো, সভ্যতা, 'দেখুনতির লাজ' পেয়ে চাষাদের গ্রামে সেঁধলেন। এর মধ্যে কোন জানয়ার ক্ষেপে উঠে এক বিবির গলা ধোরে একঠ্যাংয়ে নাচ্‌তে লাগ্‌লেন, চড়ক ও হাসন্‌হোসেনের বাজনা জোড়েতারে বাজ্‌তে লাগ্‌ল, জানয়ার 'ভেনাক্‌ ডেভাং ভ্যাং' বোলে হাত্‌তালি দিয়ে তালেতালে নাচবার চেষ্টা কল্লেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ পায়ের দোষেই হউক কি 'উঠনের দোষেই' হউক তিনি অধিকবার বেতাল হয়ে মাতালের মতন টলে টলে পড়্‌তে লাগ্‌লেন। 'বাহবা' 'মেরিজানের' ধ্বনি উঠ্‌ল, মেরিজানের পোঁদদে জান বেরচ্চে। জানয়ারবাবু, 'খুলে বল চাঁদবদনি কারে তুমি ভালবাস' গান ধল্লেন, আড়্‌খেমটা বাজতে লাগ্‌ল, বাবুর রাগ যখন সপ্তমে চড়্‌ল তখন নর্ত্তক বাবু সমের ঘরে একেবারে বেতাল হয়ে বিবিজানকে নিয়ে মুখ থুবড়ে পোড়ে গেলেন, ভারী এক হাত্তালির আওয়াজ উঠ্‌ল, 'বহুৎ আচ্ছা সাবাস্‌ সাবাস' চিৎকারে কাণে তালা লাগ্‌ল সকলে ঘোড়ার মতন 'চিহিঁহিঁ' কোরে উঠ্‌লেন, হর্‌রার ধুম দেখে কে, রাস্তায় বিশ হাজার লোক জড়, নীরদ চন্দ্র ভারী খুশী হয়ে নর্ত্তকবাবুকে অনেক কৌশলে ঠাণ্ডা কোরে তাকে একটা হীরের আংটী আর বিবিজানকে আপনার গলার মতির কণ্ঠি বক্‌সিস্‌ কল্লেন। মেকেব্‌ ক্লকে ১০টা বেজে গেল, নীরদ বাবু অপর খেমটাওলানীদের প্রত্যেককে তাঁর পিতামহের আমলের সঞ্চিত একএক আকবরী মোহর আর ভেড়ুয়াদের এক এক হাফ্‌ গিনি দিয়ে বিদেয় কল্লেন। একেই বলে পা দিয়ে

লক্ষ্মী ঠেলা! বসাকজী হাঁ কোরে বাবুর পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, বাবুর তা নজরে পোড়্‌ল। হেমাঙ্গের বয়ক্রম ১৫ বছর—খুব গৌরবর্ণ দুধে রং, তাতে একটু আলতার আমেজ আছে—চুলগুলি চিকন ও কোঁকড়ান হয়ে ঘাড়ের দিকে এম্নি বাহারে ছড়িয়ে পড়েছে যে মাথাটী যেন কত তদ্‌বির করে প্যানচুট কোরে সাজান হয়েছে। হেমাঙ্গের কপালখানি দীর্ঘ ও উঁচু, ভ্রূযুগল শশীর অষ্টকলার ন্যায় গোল, তা সমানরূপে ক্রমেক্রমে এম্নি সরু হয়েচে বোধ হয় যেন তা তুলি দিয়ে আঁকা। হেমাঙ্গের চক্ষুদুটী বেস্‌ টানা আর বড়, ঠোঁটদুখানি পাতলা আর এম্নি রাঙ্গা যেন রক্ত ফুটে বেরচ্চে, ক্ষুদেং দাঁতগুলি গজদন্তের মতন শাদা ও চক্‌চকে, আঙ্গুলগুলি কিছু দীর্ঘ ও গোল। হেমাঙ্গের গড়নও রাজযোটক মিলেচে, না হবে কেন? কথায় বলে 'যে সুন্দর তার সব সুন্দর' যে কুৎসিত তার ওল্কামুখ, খাঁদা নাক, ছাড়া 'অর্‌গুণ নেই বর্‌গুণ' আচে। বিধাতা, হেমাঙ্গের অঙ্গের সৌষ্টব সাধনে বিস্তর যত্ন পেয়ে ছিলেন, তাতে যেখানে যে উঁচনীচ আবস্থক তা সাধ্যমতে বিন্যাস কর্‌তে ত্রুটি করেন নাই। হেমাঙ্গ যে নয়ন-বিমোহন বালক, যিনি সৌন্দর্য্যের মহিমা জানেন তিনিই তাঁর রূপের মর্যাদা অনুধাবন কর্‌তে পারেন। যদি ধূলায় অঙ্গ মলিন, রূক্ষ কেশ, অপরিচ্ছন্ন বেশ তথাপি তাঁর প্রাকৃত কান্তি কে অপনয়ন করে? সেই তরুণকে নির্নিমেষনয়নে আপনার প্রতি কটাক্ষপাত কর্‌তে দেখে নীরদ চন্দ্র তাঁকে নিকটে ডেকে জিজ্ঞেস কল্লেন 'তুমি কে?' হেমাঙ্গ বিনম্র ভাবে বল্‌লেন যে তিনি অনাথদরিদ্র,—কিছু যাচ্‌ঞা করেন, তাঁর নাম হেমাঙ্গ বসাক। বাবু শুনে মুচ্‌কে হেসে ইয়ার-দের বল্লেন, 'রূপের মতন নামটী হয়েচে বটে' বাবু তাঁর অবস্থার বিষয় আরো জিজ্ঞেস করায় হেমাঙ্গ উত্তর কল্লেন, 'ধর্ম্মাবতার! আমাদের পৈত্রিক বিষয়াশয় ছিল, বাবা কার-বারে তা নষ্ট করেন, পরে তিনি এলেন-ডেবিলের বাড়ী দালালী কোরে হেদর ধারে একখান ছোটখাট বাড়ী কেনেন, এলেন-ডেবিলরা ফেল হওয়াতে বাবা নাচারে পোড়ে ফের দালালীর চেষ্টা করেন, কপাল হোতে আর দালালী যুট্‌ল না, দায়ের ওপর দায়, মা ওলাউঠয় মলেন, বাবা পেটের দায়ে-আর দেনার

জ্বালায় বাড়ী বেচে মাখমওলার গলিতে এক কুঁড়ে ভাড়া কোরে থাকেন। আমি ডব সাহেবের স্কুলে পোড়্‌তেম, বোয়ের দাম না যোটাতে আমাকে স্কুল ছাড়্‌তে হলো। বাবা কাট খোটের বাড়ীর মুচ্ছুদ্দিবাবুর কাচে একএকবার দালালীর চেষ্টায় যেতেন, তাঁর বাঁদা দালাল থাকাতে বাবার কিছুই হোত না, ক্রমেক্রমে আমাদের দিন চালান ভার হলো, শেষ খুব কষ্টের সময় বাবা জ্বর বিগারে মলেন, সেই অব্‌দি আমার এই দশা। নীরদবাবু জিজ্ঞেস কল্লেন 'তোমার আর কে আচে?' হেমাঙ্গ বল্লেন 'আমার এক খুড় পশ্চিমে কর্ম্ম কত্তেন, তিনি কখনকখন বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌তেন্। বাবা দুঃখের সময় তাঁকে পত্র লেখাতে তিনি বাবাকে মধ্যেমধ্যে কিছুকিছু দিতেন শেষ তাঁর কর্ম্ম যাওয়াতে তিনি সেই অব্‌দি কোথায় আছেন কিছু খবর পাওয়া যায় নাই। আর আমার মা একবার দুঃখের সময় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কি কথা বল্‌লেন তাতে বোধ হলো আমার ভাই ছিল তাতে আমি তাঁকে সে কথা জিজ্ঞেস করাতে তিনি বল্‌লেন, 'তোমার আর কেউ নেই বাচা যদি এক্‌টা উপযুক্ত ভাই থাকতো তবু তোমাকে স্নেহআত্মী কর্‌তো'। নীরদ চন্দ্র এই ইতিবৃত্ত শুনে হেমাঙ্গকে আর কিছু না বোলে একটী টাকা দিয়ে বিদেয় কল্লেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হেমাঙ্গ বসাকের শিক্কেনবিশি ও নীরদ চন্দ্রের ইয়ারবকসিগণ।

টাকাটী যত দিন ছিল আর ভিক্ষায় যা কিছু পেয়ে ছিলেন হেমাঙ্গ তাতে দিনকত কাটান্, যখন রেস্ত ফুরাল তখন এক দিন নীরদ বাবুর বাড়ীতে ঢোক্‌বার চেষ্টায় যান অম্নি গলা-ধাক্কা খেলেন, দৈবাৎ সে সময় বাবুর খানসামা উপস্থিত।

হেমাঙ্গ যে দিন বাবুর কাছে পরিচয় দিচ্ছিলেন খানসামা সেই সময় হাজির থাকাতে হেম যে বাবুর চোখে লেগেচেন সে তা বুঝতে পেরে ছিল। খানসামারা রকমারি বাবুদের চেয়ে সিয়ান, তারা বাবুদের সেক্রেটরি—সকল কর্ম্মের ম্যানেজার ও রিসিভর, তাদের সুপারীস ভিন্ন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া বাবুর কাছে কায হাসিল করা ঠাকুরমশয়েরও সাধ্য নাই, কেবল রকমারি স্ত্রীলোকের পক্ষে অবারিত দ্বার। খানসামা, বসাকজিকে দেখে 'কি হে, আবার কি মনে কোরে?' বলাতে হেমাঙ্গ 'আজ্ঞে বাবু মশয়কে দর্শন কত্তে এসেচি, হুকম হয়ত একবার দেখা করি' বল্লেন। খানসামা, 'আচ্ছা আমার সঙ্গে এস' বোলে তাঁকে বৈঠকখানার দ্বারে পৌছে দিয়ে, খাপ্‌চিমেরে দাঁড়াল। হেমাঙ্গ বাবুর সম্মুখে নমস্কার ঠুকে দাঁড়ালেন, আর 'আমি খেতে পাই না, মশয় কাঙ্গালগরিবের মাবাপ, অনাথকে প্রতিপালন করুণ' বল্লেন। বাবুর দয়া হলো, দয়ার সঙ্গে ইয়ারকিও চল্‌ল, বাবু, তাঁকে জিজ্ঞেস কল্লেন, 'কেমন হে তোমার গানটান আসে?' বসাকজী মনে কল্লেন বাবু ঠাট্টা কর্চ্চেন, পূর্ব্ব ঘটনার ডানপিটে ছেলেদের কাছা খুলে দেওয়া তাঁর মনে পড়্‌ল, বাবুরও বুঝি তাই হুকুম হয় এই ভেবে তিনি মৌন হলেন, বাবু এক জন মোসাহেবকে 'ছোকরাটী বেস্ টুক্‌টুকে হে' বোলে উঠ্‌লেন। এই সময় গা খোলা, সুধু পা, কাঁধে ছুচট্ ফেলা, হাড় পেকে দুশমন চেহারার রিপুকরের বেশে মাথায় পাগড়ী ভ এসে 'বাবুর বোল্‌বোলা হোগ্' বোলে উপস্থিত। বাবু 'আরে কে রে শঙ্কর ভট্ট যে' তুই আজও বেঁচে আছিস্ বোলে অভ্যর্থনা কল্লেন। ভ মশয় ভট্টের সদ্দার এঁর ভয়ে লোকের বাড়ী বিবাহ শ্রাদ্ধশান্তি হওয়া ভার, এঁর জন্যে আগে মুড়ীটী রাখ তবে কোপ কর, কিছু না দিলে ইনি ছড়া কেটে, গাঁগা কোরে শাপ দিয়ে সহর ফাটিয়ে বেড়ান। বড়বড় বাবুরা দরআন লেলিয়ে দিলে, ভ, মায় দল, রাস্তায় গাল দিয়ে, ভূত ভাগানু, তাতেও না ক্ষান্ত হয়ে এবাড়ী সেবাড়ী কোরে বাবুদের নামের এমন এক ছড়া গেয়ে বেড়ান যে এমন জানয়ার নাই যে বাবুরা তার মধ্যে নন, আর এমন নরক নাই বাবুরা যার মধ্যে মায় ৫৬ পুরুষ না পচেন। ভাটেদের গুণের মধ্যে তাঁরা বাবুর নাড়ীনক্ষত্রের বিষয় আগমনি গেয়ে

তাঁকে সদ্যঃ স্বর্গে তোলেন, অথচ বাবু নেশা ও রাঁড়েতে ডুবে আছেন। ওঁকে দেখে বাবুর মনে হচ্চে 'এ বেটা বেরুলে বাঁচি, কোথা থেকে পাপ মর্‌তে এল' ও নেকড়ার আগুন ছাড়বার পাত্তর নন তিনি বাবুর ঠিকুজি আওড়ালেন, শেষ 'ফোড়ার বুক্‌নি নোক্‌নী, বদ্‌নার বুক্‌নি টুক্‌নী, ঘোড়ার নকল গাধা, বেশ্যার নকল রাধা' ছড়া কাটালেন। এই সময় একজন রঙ্গদার লোক ওঁর মুখের গোড়ায় 'ডুবড়ুবাডুব' কোরে বাজালে ও বুঝলেন এদের দল ভারী হলো, তাঁর আর কল্কে পাওয়া ভার, অতএব অম্নি চেপে গেলেন, বাবু তাঁকে চার গণ্ডা পয়সা দিয়ে বিদেয় কল্লেন।

নীরদ বাবু হেমাঙ্গকে ফের জিজ্ঞেস কল্লেন, 'কেমন হে ছোকরা তোমার গানটান আসে' বসাকজী বুঝলেন বাবু সত্যিসত্যি জিজ্ঞেস কচ্চেন, কিন্তু তিনি গানের 'গ'ও জানেন না, 'আচ্ছা তুমি গান শিক্‌তে পার' নীরদ জিজ্ঞেস করাতে হেম তাতে নিম-রাজী। হেমকে গান শেখাতে বাবু ওস্তাদজীকে বোলে দিলেন, আর দেওয়ানজীর ওপর হুকুম হলো যে হেমাঙ্গ, বাবুর বাড়ীতে খাবেন আর বৈঠকখানায় শোবেন। নীরদ বাবুর এই বদা-ন্যতা দেখে তাঁর পারিষদেরা ধন্যধন্য কোল্লে, কিন্তু তারা মনেমনে কর্‌ছিল যে 'এ বেটা কে আবার ভাগীদার এল, বাবুত মেলাই বরাখুরে যোটালেন, আমাদের দশা কি হবে।' চন্দ্র বাবুর পারিষদেরা সকলেই স্বস্ব প্রধান, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ, আর সকলেই রূপেগুণে কুলেশীলে 'বলি হারি যাই'। আষাঢ় মাসে আঁবকাঁঠালের গন্ধে যেমন মাছী ভেণ্‌ ভেণ্‌ করে তেম্নি ছেলেবেলায় বিষয় হাতে পল্লে বওয়াটের পাল যোটে। বাবুর প্রাইম মিনিষ্টারের চেহারা কিছু নাতুসনুতুস্‌,—রং বড় কালও নয় বড় গোরও নয়, ছেলেবেলায় তাঁর মা তাঁর নাকে নকল পরিয়ে দিত বোলে তাঁর নাকের ডাঁটিতে একটী ছেঁদা আচে,—গড়নপেটন গেঁটাগোটা, বেঁটেখেটে —গলায় এক গোচ্ছা বিলিতি সুতর ধবধবে পৈতে—মাথার মাঝে টেরি ফেরাণ,—চার আঙুল চৌড় কালাপেড়ে ধুতি পরা, তার কোঁচার ফুলটী পেটের নীচে গোঁজা আর তাঁর কাণে পায়রার পালক দেওয়া। বাবু ভারী খোশমেজাজী, তাঁর হাতে

একখান টোয়ালে আছে তাতে রাদ্দিন ঘাম পুঁচ্‌চেন আর তাতেই বাতাস খাচ্চেন, কুড়ের সর্দ্দার এজন্যে নীরদ সখকোরে তাঁকে 'বাদসাই কুড়ে' খেতাব দিয়েচেন। বাদসা বড় বুদ্ধিজীবি এজন্য তিনি বাবুর কাছে ভারী প্রতিপন্ন, বাবু তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না কোরে কোন কর্ম্মই করেন না, বাবু যা বলেন বাদসার তাতে সুধু 'হুঁ' নয় এ সেওয়ায় একটা অলঙ্কার দেওয়া অভ্যাস আচে, বাবু যদি বলেন 'কেমন হে ঐ দেলখান কালো না' বাদসা তাতে 'আজ্ঞে কালো বই কি আবলুসের মতন কালো' বোলে বাবুর ওপিনিয়ন কন্‌ফারম্‌ করেন, এর দরুণ বাদসাই কুড়ের পোষকতা একএক সময় এম্নি উপহাসজনক হয়ে উঠ্‌ত, আর তাতে অন্য মোসাহেবরা এত ফোড়ং দিত যে তাতে বাদসাই বুদ্ধি লজ্জা পেত।

চৈতন্যফক্কা বাবাজী, বাবুর দ্বিতীয় পেয়ারের দোসর, বাবাজী বাবাজীর মতন ওল্‌কামানে; টিকীওলা, তেলককাটা, আর তাঁর গলায় ৪।৫ ফের মোটা মালা জড়ান। বাবুর এত দেশ থাক্‌তে বেসেরেস্তার বাবাজীকে মোসাহেব করায় পলিশি আছে, বাবাজী হতে অনেক রকম কায আদায় হয়, যেখানে ছুঁচ প্রবেশ কর্‌তে পারে না সেখানে দাদা ঠাকুর, গোঁসাই-বৈরাগী অঘটন ঘটিয়ে থাকেন, বাবাজী এক কর্ম্মের গোয়েন্দা, এর জন্যে বাবু তাঁর ভারী ন্যাওটো। অনুষ্ঠানের ত্রুটির মধ্যে বাবাজীর সঙ্গে অন্য মোসাহেবদের চিড়ে কাঁচকলার সম্বন্ধ।

ভেড়াকান্ত নাগ B.A.B.L. (BigAss+Bedlamite at Law.) নীরদ চন্দ্রের সাবেক স্কুল ফ্রেণ্ড এখন পেটের খাতিরে ইয়ারের দলে ফ্রিএড্‌মিশন পেয়েছেন। নাগ মশায়ের শরীর রাতজেগে পোড়ে মুখস্থ কোরে পুঁয়ে নাগের মতন,—পুঁয়েপাওয়া ছেলের মতন, পাকিয়ে গেছে,—এঁড়েলাগা ছেলের মতন পেটটি পীলেতে গ্যাঁড়্‌গ্যাঁড়্‌ কোচ্চে,—হাত-পা খড়্‌কের মতন লিক্‌লিক কোচ্চে, মাথা চাপ্‌ড়ালে ধূল ওড়ে,—চোকদুট নেবাতে হলুদ-পণা, তার কোলে রক্ত নাই,—অন্তরের গ্লানিতে শরীর গর্ভিণী স্ত্রীর মতন আইঢাই কচ্চে,—গায়ে হাত দিলে খড়ি ওটে নিশ্বেস ফেল্‌বার অবকাশ নাই, কেবল পড়া কেবল পড়া, এজন্যে বোকা পাঁঠার মতন তাঁর চাঁপদাড়ি গজিয়েছে। নাগ বাবু প্রাই-

ভেট টুইসনে ২৷৹ সিকে মাইনে পান,—এরতার বাড়ী অন্ন মার্‌তে-ও এলেন না, তবু উকীলি, মুনসেফি, ছাড়া কেরাণীগিরি কি স্কুলমাষ্টারি করা হবে না। তিনি দিনকত ছোট আদালতে প্রাক্‌টিস্‌ কর্‌তে গিয়েছিলেন. সেখানে কেউ তাঁকে পোঁছে না—ডিক্রু চ্‌ গোমেষ, মাণকে, রামকেষ্টার মেলা! তিনি এক দিন বাবুর কাছে ইংরেজি ইস্‌পিচ্‌ করাতে বাবু মুখ ফিরিয়ে বোসে বল্লেন, 'আমি ইংরিজি বুজি নি, বাংলা জান তো বল নইলে দুর হও।' নাগমশয় 'সকলেই আমার মতন রে' বক্‌তে বক্‌তে সেই ইস্তক ছোট আদালতের দিক দিয়েও চলেন না। সবর্ডিনেট ও ছোটআদালতের দুচারজন জজ্‌ বাস্তবিক্‌ বিশুদ্ধ ইংরেজি বুঝতে পারেন না। ভেড়াকান্তর কাযের মধ্যে নীরদ বাবুর মজলিসে কোন প্রসঙ্গের উত্থাপন হলে তিনি সুবিধামতে লগ্নমাফিক ওপিনিয়ান দেন ও নজির দেখান্‌,—হরহরির আকারের মতন ইংরেজি-বাংলা দোআঁশলা কথা কন, সময় বিশেষে তার মাথামুণ্ড থাকে না, নাগ বাবু সাক্ষাৎ গোবরগণেশ!

আচাভুয়া ডাঁশ, আর একটী মোসাহেব, আচাভুয়ার চেহারা দেখ্‌লে তিনি যে কিষ্কিন্ধ্যায় জন্মে ছিলেন সকলে সহজেই স্থির কর্‌তে পার্‌তেন। ডারউইন সাহেব বলেন, মনুষ্য প্রথমে শামুক, গুগ্‌লী, থেকে জন্মে ক্রমে শিয়ালযোনি প্রাপ্ত হয়ে, তাঁর পূর্ব্বপুরুষ বানরে ঠেকে শেষ মনুষ্যত্বে দাঁড়ান, ডারউইনের এ কথা অলৌকিক ও কৌতুকজনক হলেও তাঁকে নিতান্ত উন্মাদ বলা যেতে পারে না, ভেবে দেখ্‌লে অনেক বানরাকার নর আছে যাদের পূর্ব্বপুরুষ পিথেগোরাশ ও প্রাচীন ঋষিদের মতে বানর ছিল। আচাভুয়ার মাথা তেলপলা, কপাল বড়, ভ্রূর নীচের হাড় উঁচু, নাক থাঁদা, গাল সেঁধন, চোখ মিট্‌মিটে ও কটা, তিনি একুনে ঠিক বানরটী, কেবল তাঁর নেজ নাই। যাঁরা চিত্রবিদ্যার মর্ম্ম জানেন তাঁরা বুঝতে পারেন যে একটা দুশমনু চেহারা, কি থুথুড়ে বুড়ো আঁকা কেমন শক্ত। আচাভুয়ার 'হাত নড়নড়ে, পা সরুয়া, পেট গজন্দর' মুখটা খালি 'ফুলুয়া' না হয়ে কতক ঝুলুয়া গোচ হয়েচে, দেখে বোধ হয় যেন তিনি কত কাল খেতে পান নি। তিনি যখন চলেন তখন তাঁর শরীরটা এম্নি নগজবগজ করে, যে অন্ধকারে ছেলেপিলে দেখ্‌লে আঁৎকে ওঠে, তখন তাঁকে

ঠিক পিশাচের মতন দেখায়। আচাভুয়ার শরীর এম্নি বিকল আর খাটোখোট যে তাঁকে আট বছরের ছেলের চেয়েও ক্ষুদে দেখায়, তিনি এম্নি অদ্ভুত বাউনে, তাতে যদি মুখ না পেকে যেত, কার্‌ সাধ্য ঠাওরায় যে তাঁর বয়স অধিক। আচাভুয়ার গুণের মধ্যে বাবুর অন্য পারিষদেরা তাঁর সঙ্গে ঠাট্টাঠুট্টি কল্লে, আচা তাদের সে সব বেহিসেবি ঠাট্টার মর্ম্ম না বুঝে তাদের রঙ্গে গোড়্‌ দেন; তাতে বাবু বড় আমোদে থাকেন।

চন্দ্র বাবুর একটী ওস্তাদজী আচে তিনি বাবুকে—বাবুর বিবিকে গানবাজনা শেখান, ওস্তাদজীর নাম ভঁয়রো মিশ্র, ইনি উচক্কা বয়সে 'সবলোট' ছিলেন, প্রবীণ হয়ে 'উড়তে না পেরে পোষ মেনেচেন।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হেমাঙ্গ বসাক 'নিষ্কলঙ্ক' কর্ত্তাভজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হুটুম গোঁসাই ও বটুক সাঁই।

হেমাঙ্গ বসাক নীরদ চন্দ্রের ওস্তাদের কাছে খেয়ালটপ্‌পা এমন শিখেছেন যে গেয়ে মোহিত কর্‌তে পারেন, বাবু তাতে খুশী হয়ে তাঁর মাসে ৩০ টাকা বরাদ্দ কল্লেন। হেমাঙ্গকে পেটের দায়ে বাবুর মন যোগাতে হতো তাতে তিনি যার-পর-নাই ক্ষুণ্ণ হতেন, তিনি বয়াটেম, জেঠাম, লাম্পট্য ভারী ঘৃণা কর্‌তেন, তাতে পেটের দায়ে তাঁর সম্মতির মধ্যে কাষ্ঠহাসি আর হুঁ হাঁ প্রকাশ পেত। তিনি এক দিন সন্ধ্যার সময় প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের বৈঠকখানার বাগানে বেড়িয়ে ফিরে আস্‌বেন দেখলেন, একটী বাবু একটী কোড়ে-রাঁড়ী আর একটী আধ-বুড়ীর সঙ্গে ঐ বাগানের এক ঘোঁজের ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরুলেন। রাস্তায় বাবুটি একটু আগে চল্‌লেন, স্ত্রী দুজন একত্রে চল্‌ল, হেম স্ত্রীদের পেছনে থেকে শুন্‌লেন তারা বলাবলি কচ্চে যে আজ শুক্রবার 'নিষ্কলঙ্ক

কর্ত্তাভজাদের' পরব কচ্চে-রাঁড়ীটির ঐ দলে হাতেখড়ি হবে। হেম নীরদ বাবুর কাছে থেকে কর্ত্তাভজাদের অনেক গল্প শুনে-চেন, কিন্তু নিষ্কলঙ্ক কর্ত্তাভজাদের এক নতুন রকম ধর্ম্মসভা হয়েচে তাঁর বোধ হলো। বাবুটী পাথুরেঘাটার এক গলিজ গলিতে সেঁধলেন। ঐ গলি প্রকৃত কুচনীপাড়া, তথায় বোধ হয় ভদ্রলোকের বসতি নাই, রাজ্যের জুআচোর, হপ্তবলুমে খুঁটআঁ য়, জালখোতে, বর্ব্বলে, আড্ডা গেড়েছে, হেটোরাঁড়ে চারদিক গিজগিজ কচ্চে, যেখানেসেখানে পাইখানা ও নর্দ্দ-মার দুর্গন্ধে গা ঘিণ্ ঘিণ্ করে, ওর মধ্যে একআধটা আস্তাবল-ও আছে, একখান জঘন্য বাড়ীর দ্বারের মাথায় টিনের একটা ভাঙ্গা হাতলাণ্ঠন ঝুলচে; বাবুটী ঐ বাড়ীতে সেঁধন এই সময় হেমাঙ্গ তাঁকে মিনতি কোরে বল্লেন, 'মশয় কর্ত্তাকে দেখ্তে আমার বড় ইচ্ছে আছে, যদি অনুগ্রহ কোরে নিয়ে যান।' বাবুটী বড় খুশী হয়ে তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন আর কর্ত্তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কোরে 'ইনি আমার পরম বন্ধু' বোলে হেমাঙ্গকে ইন্‌ট্রোডিউস্ কল্লেন অথচ তাঁর নামও জানেন না। কর্ত্তা শান্ত-মূর্ত্তিতে হাসিহ মুখে হেমাঙ্গকে অভ্যর্থনা কল্লেন। কর্ত্তার বয়ঃক্রম ৫০সে পৌছেচে, বুলবুলী কুরুচে বস্‌লে যেমন পালক ঝোরে যায় কর্ত্তার চুল তেম্নি অনেক ঝরে গেছে, মাথাটী তার দরুণ টাক্-বুটকাটা, যা কিছু চুল আছে তার অনেক পেকে ধব-ধব কচ্চে, বাকী ডাঁশিয়েচে, আর একুনে সব রুক্ষ ও রোগা। কর্ত্তা সাধ কোরে একটী চৈতনচুট্‌কি রাখ্‌তে বিস্তর যত্ন পেয়ে ছিলেন, খেদের বিষয় তা যতবার রাখেন ততবার সেটী বকুল ফুলের মতন শীগ্‌গির ঝোরে পড়ে, শেষ তিনি ত্যক্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা কোরে বস্‌লেন যে তিনি নিজেও টিকী রাখ্‌বেন না আর শিষ্যদেরও রাখ্‌তে দেবেন না। কর্ত্তার পূর্ব্বে ঝাঁটাপ্রমাণ সৌখিনতর গোঁপ ছিল, টাকপোকার দৌরাত্ম্যে তার মধ্যেমধ্যে প্লেগ্ন্ হবার সূরুতে কর্ত্তা গোফজোড়া রেগে মুড়িয়ে ফেলেন কিন্তু তিনি সে আইন বিবেচনা কোরে শিষ্যদের মধ্যে চলিত করেন নাই। কর্ত্তার এম্নি হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, গালদুট মাংসে এম্নি টেপো, চোক্‌দুট তার ভেতর এম্নি সেঁধিয়ে গেছে যে দূর থেকে বোধ হতে পারে যে কর্ত্তা একরকম নিচোখো জানয়ার।

কর্ত্তার নাকটী বিশেষ স্থূল, আর তার ডগের দিকে থোব্না-গুলা, কেবল দাঁতগুলি বেশ, আর একটিও পড়ে নাই। তাঁর হাতপা এম্নি খর্ব্ব যে যদি না নাক থাকত তাঁকে ঠুঁটো জগন্নাথ বোলে ভ্রম হতো। কর্ত্তার পেটটী দশমেসে পোয়াতির মতন, তাতে ইলা রাজার ইতিবৃত্ত মনে পড়ে, কর্ত্তা বেঁটেখেটে গুরুতুম্ব,—সাক্ষাৎ হস্তি-অবতার আর সত্যিকের আহ্লাদে বুড়। কর্ত্তা ঢুপা চল্লে হাঁফিয়ে মরেন, তাতে তাঁর এমন গলৎঘর্ম্ম হয় যে বোধ হয় যেন তিনি গরম জলে নাইলেন। বাবুটীর সঙ্গে যে আধ-বুড়ীটী এসে ছিল সেটী কর্ত্তার ছোটদিদি, কর্ত্তা তাঁকে ছোট দিদি বলেন, তাতে সকলে তাঁকে ছোট দিদি বলেন, তিনি সব্‌চিন্‌ ছোটদিদি। ছোট দিদির নাকটী নতিয়ে পড়েচে, তাতে ভেলকটি বেয়ে পড়্‌চে, রং ফুটে বেরুচ্চে, বয়স কিছু লম্বা. ছোট দিদি একুনে যেন পাকা আঁবটী,—যেন দুদ-টুকু মোরে ক্ষীরটুকু হয়েচেন। ছোট দিদির স্বভাব অতি মৃদু ও পবিত্র, দেখ্‌লে ভক্তি হয়। কর্ত্তার প্রতিবাসীরা কেউকেউ বলে যে কর্ত্তার সব জালিয়াৎ, কর্ত্তা ভক্তবিটেল আর ছোটদিদি বুড়ো ময়না। এ কেবল প্রতিবাসীদের কথা, প্রতিবাসীরা কত অন্তরঙ্গ সকলেই জানেন। হটুম গোঁসাই একখান ছোট শতরঞ্চেতে বোসে আছেন, সে আসনে আর কেউ নাই, কর্ত্তাভজার মতে কর্ত্তার আসনে কেউ বস্‌বার যোগ্য নয়। কাছে ছোটদিদি বোসে কর্ত্তাকে বাতাস দিচ্চেন, তাঁকে সর্ব্বদা বাতাস কর্‌তে হয় এজন্যে তিনি ছোটদিদিকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসেন, এ ছাড়া ছোটদিদির বিশেষ একটু গুণ আছে, যেমন সে-কালে 'ছেলেধরা' ছিল ছোটদিদি তেম্নি মেয়েধরী, ছোট-দিদি না থাকলে গোসায়ের এতগুলি মেয়ে শিষ্য যুটত না, বিশেষতঃ ছোটদিদি রকমারি মেয়েমহলের মিশনরি, তাঁর কাছে বিবি মিশনরিরা কল্কে পায় না, ছোটদিদি ময়নাপণা, সোহাগ উচাটন, বশীকরণমন্ত্রে কামাখ্যার ডাকিনীর চেয়ে ওস্তাদ। আঁতুড়ে ছেলের বালসায় ছোটদিদি না হলে হয় না, দ্যাখনহাসির স্বামী ঘরে শোয় না তা ছোটদিদির গুণ নইলে সার্‌বে না। ছোটদিদি 'বরের ঘরের মাসী কনের ঘরের পিসী' ছোট-দিদি ঝোলেও আছেন ঝালেও আছেন, অম্বলেও আছেন,

এ সেওয়ায় কারু একজন চাকরাণী চাই, (চোদ্দ আইনের দরুণ তার অভাব নেই) কেউ গহনা কিনবে কি বিক্রী করবে কেউ কন্যা দেখাবে, এসব বিষয় ছোটদিদির ঘটকালি নইলে মঞ্জুর নয়, এ ছাড়া ছোটদিদির সুপারিস অকাট্য, ছোটদিদি একরকম জ্যান্ত ভিক্টনারি আর কল্পতরুর মতন ফলপ্রদা। কর্ত্তাভজাদের চিকিৎসা করা ধর্ম্মের অঙ্গ। বিবি মিশনরির যেমন দাতব্যে পড়ানো, পশমবোনা শেখানো, দলভারী করবার ফন্দী, ছোটদিদির তেম্নি ঔষধ আর গুণগান, মেয়ে মজানর কল। হুটুম গোঁসায়ের সম্মুখে একখান পাটীতে বটুক সাঁই বোসে গাঁজা টিপ্‌ছেন, তান্ত্রিক মতে যেমন 'কারণ' করবার বিধি আছে, তেম্নি গাঁজা টানা, কর্ত্তাভজার বিধি। বটুক সাঁই হুটুম গোঁসায়ের প্রধান শিষ্য, তাঁর হুটুমের কাছে ভয়ানক মান, এমন কি বটুকের ক্ষমতা অধিক কি হুটুমের ক্ষমতা অধিক, হুটুম বটুকের শিষ্য না বটুক হুটুমের শিষ্য, একএক সময় এ ছোট দিদিও মীমাংসা করতে পারেন না। বটুক, অটল লাহিড়ীর পুত্র, তাঁর পিতা ভারী চাকরে, এ সেওয়ায় তাঁর উপরি (চুরি) আছে, তাতেকোরে অটল, বলদে ব্রাহ্মণদের ১০টাকা দিয়ে থাকেন, আর পুজাআচ্ছায় ১০টাকা খরচ কোরে থাকেন, এ ছাড়া তাঁর বারমাস চণ্ডীপাঠ (গোলেমালে) স্বস্ত্যেনশান্তি আর ডাক্তরের খরচ লেগেই আছে। বাড়ীতে বিগ্রহ (নিগ্রহ) আছে, অটল লাহড়ী সপরিবার মায় বাছ্‌কেনে ছেলে তাঁর আতপ চালের ভোগ প্রসাদপান, বাড়ীতে মাছ আনিবার হুকুম নেই। অটল শূদ্রেয় বাড়ী জলগ্রহণ করেন না, একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা আছে তিনি তার বাড়ী মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। অটলের বৌমার অন্তর্ভেদী পীড়া হয়, অটল তাঁর আলাপি স্ত্রীর সুপারিসে হুটুম গোঁসাইকে আনেন, গোঁসাই এক পান হস্তেলভস্মে আর ঝেড়েঝুড়ে বটুকের স্ত্রীকে আরাম করেন, সেই অবদি হুটুম গোঁসাই অটল লাহড়ীর কাছে ভারী প্রতিপন্ন, আর সেই অবদি বটুক লাহড়ী হুটুমের দলভুক্ত হয়ে সেই খাতিরে হুটুমের নিকট 'সাঁই' খেতাব পেয়েচেন। কিন্তু যে অবদি হুটুম গোঁসায়ের নিকট বটুক সাঁইয়ের হাতেখড়ি সেই অবদি বটুকের চেহারা এক রকম অর্থাৎ খারাব

রকম ফিরেচে, আর তাঁর মানসম্ভ্রম গিয়েচে। দুষ্ট প্রতিবাসীরা কাণাকাণি করে যে এ সকলের কারণ গাঁজা, কেউ বলে 'সুধু তা নয় আর আফিম' অপরে বলে তার সঙ্গে কিছু 'গোচ' আছে। এ প্রতিবাসীদের কথা, তারা যা বলে তা একেত সত্যি নয় আবার তারা কিছু ডাক্তর নয় যে ডাএগ্নসিস্ কোরে চেহারার কারণ নখদর্পণের মতন দেখিয়ে দেবে। কর্ত্তার আস্তানায় ঢুকে বটুকের শরীর খাক্ হলো, চোখের নীচে কালী পড়্ল, রং কালীমেড়ে গেল, মারকুলীর প্রভাবে দাঁতের কণ্-কণানির খাতিরে দাঁতে মিশি দিতে হলো, আর তিনি 'দুদের ছেলে বুড়্লেন।'

বটুক সাঁই গাঁজার টিপ্ সেজে হুটুম গোঁসাইকে দিলেন। কর্ত্তাভজাদের বখার নিয়মের উচ্ছন্ন ধারায় লেখে, যে শিষ্যেরা গাঁজা সেজে তা আগে কর্ত্তাকে না দিয়ে টান্‌বে না। গোঁসাই গাঁজায় যেমন টানমারেন অম্নি হাঁফিয়ে দমসম, তাতে কাসী এসে তাঁকে 'ধূঁদ্রো ফুল' দেখিয়ে দিলে। তাঁর দুটীচক্ষু কপালে উট্‌ল, ঝরঝর কোরে ঘাম পড়্ল, গলা ঘুঙড়ি বালসার মতন রকমরকম বোল বের কল্লে তার ভেতর ঘড়্২ ঘড়ড়্-ঘোঁ শব্দে রথ চল্ল, গায়ের সির যা কখন দেখা যেত না দেখা দিলে, চোক বেয়ে টস্২ কোরে জল পড়্ল, মুখে ফেণা কাট্‌ল, শিষ্যেরা মনে কল্লে বুঝি গোঁসাই শ্রীকৃষ্ণ ডাকেন, কেউ কেঁদে উট্‌ল, কেউ 'ও মা গোঁসাই যে কেমন করেন' বল্লে, বটুক সাঁই বল্লেন, 'ও গো মাসকল (ওঁ বিষ্টু) ও গো ভাই ভগ্নীরা ভয়' নাই, গোঁসাই ভক্তির মহিমে দেকাচ্চেন, কষ্ট না হলে ধম্ম হয় না, গোঁসাই মোনে কল্লে কষ্ট হোতে মোক্ত হোতে পারেন, গোঁসাই তা কোর্‌বেন না, গোঁসাই ছার শরীরের ভাল চান্ না, গোঁসাই ইন্দিরীয় সুক অগ্রাজ্যি করেন, গোঁসাই দিষ্টান্ত দেকাচ্চেন, যে ধম্ম কাঁটাবোন আর অনেক কষ্টে কর্ত্তাকে পাওয়া যায়, কর্ত্তা যে কি বস্তু তা গোঁসাই দেকেচেন, আর এই সোমায় যে সোমায় তোমরা অন্দকায় দেকচ, গোঁসাই অন্দের নড়ী কির্‌প্রণের ধোন কর্ত্তাকে দেকে প্রাণ ঠাণ্ডা কচ্চেন' এই বোলে গাঁজাতে দম দিয়ে

'গাঞ্জাতে দম লাগিয়ে লাক টাকায় এক কিনুব হাতী'

বোলে গান ধর্‌লেন। হেমাঙ্গ বসাক ছটুমের দশা দেখে কাতর হচ্ছিলেন বটুকের আশ্বাসবাক্যে কিছু ধৈর্য্য হলেন, গোঁসায়ের কিন্তু চক্ষুস্থির, শেষ এমন হলো যে তিনি নড়েনও না চড়েনও না, খালি থেকেথেকে তাঁর এক দীর্ঘশ্বাস বেরুচ্চে অনেক ক্ষণ পর গোঁসাই একবার চাইলেন, অম্নি চোখ বুজ্‌লেন, আবার কাস্‌লেন, ফের 'রিলাপস্' হলো, এক জন নবীনা স্ত্রী গঙ্গাযাত্রার পরামর্শ দিলে, এমন সময় গোঁসাই ফের চাইলেন, আবার চোক বুজ্‌লেন, একবার মাথা নাড়্‌লেন, বটুক সাঁই 'ধন্যিধন্যি আপ্নি ধন্যি জন্মেছিলেন' বোল্লেন ছোট দিদি 'ও বোন ভেব না' কত্তা সামান্যি বস্তু নন্ ওঁর নীলেয় যে মোজেচে সেই বুজেচে' বোলে মেয়েদের শান্ত্বনা কোরে একটু কান্ট-কান্না কাঁদলেন; তখন গোঁসায়ের চেতন হতে সুরু হলো, ক্রমে তা গজিয়ে উঠ্‌ল, শেষে যখন তা বোল আনায় পোঁছুল তখন গোঁসাই এক 'হাঃ' কল্লেন, বটুক কাঁদতে লাগলেন, তাঁর ভারী ভাব লাগ্‌ল, গোঁসাই অক্কা থেকে আক্কেলে এলেন। ধন্যির ধনি লেগে গেল, 'ভিটে তোল' 'বুজুম—বুজ্‌তাবুজুম' বোলে খোলখত্তাল বেজে উঠ্‌ল, বাবাজী চেহারার শিষ্যেরা কর্ত্তার সঙ্গে 'এ রি, আ আ' সুর টান্‌লেন্,—সুর জোমে গেলে কর্ত্তা বাউলের সুরে এই গান ধল্লেন ;—

'সহজ মানুষ আলেক নতা
আলেকে বিরাজ করে বাইরে খুঁজ্‌লে
(ভোলা মন বাইরে খুজ্‌লে) পাবে কোতা ?
আলেক দুনিয়ার মাজে,
আলেকে সাঁই বিরাজে,
আলেকে খবর নিচ্চে, আলেকে কয় কতা।
দেখ আলেক গাছে ফুল ফুটেচে,
ও তার সৌরভে জগৎ মেতেচে,
আলেক হয় গাছের গুঁড়ি, ডাল ছাড়া রয়েচে পাতা।'

গানের ধূম লেগে গেল, ভাক্ত পুরুষরা হরেক রকম হেঁড়ে গলায়, স্ত্রীরা কেউ বামা স্বরে, কেউ নাকি স্বরে, কেউ ঝুমুরের স্বরে, আশর মাৎ কোরে তুল্লে, ধূমধড়াক্কা রগড় লেগে

গেল, গোলমালে মেয়ে পুরুষের মধ্যে ইশারাআস্‌টা—এর গায়ে ওর ঢোলে পড়া, দৈবের দোষ দিয়ে হতে লাগ্‌ল। বটুক সাঁই কুঁদেকুঁদে 'ধেইধেই তাধেই, তাতাধেই' কোরে তুড়ী দিয়ে নেচে 'গৌর প্রেমে কত্তায় মজ' বোলে গৌরের প্রেমে মেতে নেড়ানেড়ীর কেত্তন আরম্ভ কল্লেন, মেয়েদের মাঝে হুড়াহুড়ী আর অন্ধকারে কত রকম ঢেলাফেলা খেল্লেন, নানা রকম আওয়াজ ছাড়্‌লেন, কেঁদে ফাটালেন, গোঁগাঁ কল্লেন, জানালেন যে তাঁর স্কন্ধে কর্ত্তা চেপেছেন, শেষ সপ্তমে চোড়ে সামাল্‌তে না পেরে এক মাগীকে নিয়ে ঘুরে পড়্‌লেন। হুটুম গোঁসাই ঘুমন্ত স্বপ্নেদেখা-গোচ এক রকম নিঝ্‌ঝুম গান গাচ্চেন, অর্থাৎ তিনি যাত্রার অধিকারীর ন্যায় কাণে হাত দিয়ে চুপিচুপি সুর ধরিয়ে দিচ্চেন, তাঁর এর বেশী হবায় সাধ্য নাই। গান থাম্‌ল, পাড়াপড়সী বাঁচল, বটুক সাঁই গাঁজা সাজ্‌লেন, হুটুমকে দিলেন, হুটুম 'নেম রক্ষে' গোচ আল্‌গা টান টেনে বটুককে দিলেন, বটুক কোল্কেফাটা গোচ টেনে আমাদের সেই বাবুটিকে দিলেন। কোন্ বাবুটি? যে বাবুটি হেমাঙ্গকে কর্ত্তার কাছে নিয়ে যান। বাবুটি গাঁজা টানেন না চরস টানেন, বাবুর নাম সোণারচাঁদ, তিনি রসিকতায় যাত্রার ছকুবাবু, বুদ্ধিতে ঢেঁকী, আর কুমন্ত্রণার গোড়া। তাঁর নিবাস সেই অঞ্চলের আঁস্তাকুড়ে, তাঁরা পুরুষানুক্রমে কোম্পানীর কাগচের দালালী করেন, আর তিনি নিজে উকীল মল্লীক কোম্পানীর আর্টীকেল ক্লার্ক। বাবু একটি সেতারে অস্থিরপঞ্চক গত্ বাজাচ্চেন, বাবুর এম্নি ধূন্ হাত যে তাতে সঙ্গত চলে না, তাতে অরসিক শ্রোতারা বুঝতে না পেরে 'এ কেঁইমেই বাজনা থামলে বাঁচি' মনেমনে করচে। সেতার থাম্‌ল, হুটুম গোঁসাই এক 'হাঃ' কল্লেন, সকলে চুপ, বটুক সাঁই চোখ বুজে বুকে হাত দিয়ে ভক্তিভাব প্রকাশ কল্লেন, হুটুম গোঁসাই টিম আওয়াজে মেয়েলি ঢংয়ে ভজনা আরম্ভ কল্লেন।

'বুড়ীর নত হারিয়েচে বুড় খুজ্‌তে যাচ্চে' মেঘ ডাকলে অবোধ ছেলে এই বুঝে থাকে, ভেবে দেখ এতেও গূঢ়ত্ব আছে, শিশু যদিও মার প্রতারণায় ভুলে যায়, তবু তার এমন জ্ঞান

হয় যে ঐ শব্দের কোন কারণ আছে, যেমন আধার না থাকলে আধেয় থাকতে পারে না, যেমন অগ্নি না থাকলে পর্ব্বতে ধূঁয়া হতে পারে না, শিশু তেম্নি সেই মহাপ্রভুর চমৎকার মহিমায় মনে করে যে আকাশে কারু হতে কি কাণ্ড হচ্চে। ধর্ম্মের মর্ম্ম স্বভাবতঃ জন্মে; গুরু উপদেশে তার মলা কেটে যায়, গুরু বিনে গতি নেই। ধর্ম্ম না থাকলে রাজ্য ছারখার হতো, (কোন্ না হয়েচে ?) দেখ একটা কাককে মাল্লে হাজার কাক জড় হয়, এতে আমাদের চোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখান হয় যে, ধর্ম্ম আছে বই কি, আর দেখ আমার শ্বাস হওয়ায় কে না কাতর হয়েছিলেন ? আপনাদের মধ্যে কেউকেউ আমার দলে আসেন নাই, বোধ করি আসবেন, (বটুক, 'তার সন্দ কি') আপনারা ধর্ম্মতঃ বলুন তা দেখে আপনাদের দুঃখ হয়ে ছিল কি না ? ('হাঁ হয়ে ছিল' বো'লে সকলের সায়) তা হবেই, আমি তা দেখিচি, আমার চোক বুজে ছিল, আমি তাতেও দেখিচি, আমি কি দেখি কর্ত্তাই দেখান্, বোধ করি আপনাদের দেখাতে পারেন (বটুক ঘাড় নেড়ে 'ঠিক') কিন্তু তা বড় সহজ নয়, কথায় বলে 'যত্নে রত্ন মেলে' ঘুমন্ত যিনি দেখান্, ঘুমন্ত যিনি চেয়ান্, তিনি কি সামান্য রত্ন ? তিনি কি টাকা, না কড়ী না পয়সা ? যা মোট বোয়ে আনতে পার,—ভিক্ষে কোরে আনতে পার,—আল্‌টপ্‌কা পেতে পার। সে রত্নের কিম্মৎ নাই, জহুরী তা চিনতে পারে না, কেউ তা হাতে পেয়ে হেলায় হারায়। লোকে মনে করে 'মনে কল্লেই কর্ত্তা পাওয়া যায়' এ কত বড় ভ্রান্তি ? যোগেন্দ্র, মুনীন্দ্র (দেবেন্দ্র, কেশবেন্দ্র ফাঁক গেলেন !) যাঁকে যুগযুগান্তে ধ্যানে পান নাই তিনি কি হুকুমে হাজির হবেন ? তিনি সকল জায়গায় আছেন, (অঙ্গুলি নির্দ্দেশে) ঐ পেতেনেতে আছেন, (সকলের পেতেনে নজর আর বটুকের কান্না) ঐ দেখ তিনি কুলুঙ্গীতে এসে বসলেন, (সকলের তথায় দৃষ্টি) আহা ! কি রূপ, কি ভঙ্গিমা, যেন কত শতশত পদ্মরাগমণি জ্বেলে দেচে, কি মধুর হাসি, কি নটবর ঠাম,—কি মোহন মূর্ত্তি ?—দেখে প্রেমী জনের মন কেড়ে ন্যায় ! নয়ন জুড়াল, ঐ বনমালার কাছে মল্লীকে ফুল ঝক্‌মারে, আহা ! তোমার প্রেম-রসে মন

উল্লাস হচ্চে, এমন মধুর প্রেমে যারা মাখা হয়েচে তারাই জানে আর তুমিই জান প্রেম কি পদার্থ! যে দিগে চাই সব অন্ধকার, সব মায়া জড়ান ভোজবাজীর খেলা, মায়ায় মোজে আমাদের সুখ নষ্ট হলো, পরের জন্যে কাতর হয়ে— পরের মন যুগিয়ে পিঁজরের পাখীর মতন পরের বশে থেকে আমরা আশা সুখ সকলি খোয়ালেম্। আমরা একদণ্ড স্বাধীন নই, কেউ আমাদের নয় তবু আমারআমার কোরে অসুখেতে দিন গেল। আমাদের ধর্ম্ম প্রেমময়, তাতে কাঁটা নাই, খোঁচা নাই, মাচ্‌কোফের নাই, মন এর গোড়া, সরলতা এর পাতা, দয়া, দান, ডাল পালা, আর ভক্তি এর গুঁড়ি। পরের সোণার জিনীস মাটির মতন দেখ, পর পুরুষকে ভায়ের মতন দেখ, পরস্ত্রীকে ভগ্নীর মতন দেখ আর সকলি প্রেমময় জান।

'মহাত্মা দুলাল পাল এই ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। পাল মহাশয় পুর্ব্বে এমন দুঃখী ছিলেন যে কখনকখন তাঁর দিনান্তে অন্ন যুট্‌ত না, এক দিন তিনি এক ফকীরকে গাঁজা খাইয়ে সন্তুষ্ট কোরে তাঁর কাছে কিছু সার বস্তু প্রার্থনা করেন, ফকীর ভাত খেতে চান, দুলাল ভাত আন্‌লে তিনি তাঁকে সেই ভাত গঙ্গার অপর পারের আর এক ফকীরকে দিতে বলেন, দুলালের পেরুনির কড়ী নাই, ফকীরের চমৎকার মায়ায় তিনি স্বচ্ছন্দে হেঁটে গঙ্গা পার হন। দুলাল ওপারের ফকীরকে ভাত দিলে ফকীর ক্রোধে জ্বোলে উঠে তাঁর সঙ্গে এপারে আসেন, এ পারের ফকীর তাঁর পায়ে জড়িয়ে পড়েন, তাতে ওপারের ফকীর এক সুড়ঙ্গতে সেঁধন, এপারের ফকীর তাঁর পেছুন ধোরে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেন। দুলাল মনে কর্‌লে তাঁদের সঙ্গে নির্ব্বাণ পেতেন, তিনি তা না কোরে প্রথম ফকীরের স্থানে কোন সার বস্তুর যাচ্ঞা করাতে ফকীর তাঁকে এক ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে বলেন, যে তিনি ঐ কাঁথায় বোসে যাকে যা বল্‌বেন তা নিশ্চয় সিদ্ধ হবে। সেই কাঁথা আমাদের সর্ব্বস্ব, ঘোষপাড়ায় দোলের মেলায় তার একখানা নকল মাত্র পাড়া হয়। কর্ত্তা-ভজারা সামান্য কথায় বলে যে 'মেয়ে হিজ্‌ড়ে পুরুষ খোজা তবে হবে কর্ত্তাভজা' আজকাল কালের কুচক্রে ঠেকে এ কথা উপহাসের মধ্যে হয়েছে, আত্মতত্ত্বই এই ধর্ম্মের সার, আত্ম-

জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, পরমাত্মা এই দেহ-স্বর্গে বিরাজ করেন, কর্ত্তা-ভজারা এই স্থির কোরে 'এই দেহই পুণ্যক্ষেত্র, 'অহং কর্ত্তা' আমি আত্মারই ধ্যান করব' মনে কোরে, রূপ কল্পনা না কোরে আত্মতত্ত্বেই মগ্ন ছিলেন। পরে কালেতে অজ্ঞানতা দোষে জীতেন্দ্রিয় লোকের অভাবে আমাদের উপাসকেরা সারতত্ত্ব ছেড়ে ইন্দ্রিয়-সুখের পরতন্ত্র হয়ে, ধর্ম্মের পথ অধর্ম্মে রোধ করে। আমি তাদের দুর্নীতি সহিতে না পেরে সকলের মনরঞ্জক এই ধর্ম্ম স্থাপন কোরেছি, তাতে ঘোষপাড়াওলাদের সঙ্গে আমার মতান্তর ও মনান্তর হয়। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ কি গৌরাঙ্গের উপাসনায় আপত্তি করেন না, জগন্নাথের বিষয়েও আপত্তি নাই, বাবা-ঠাকুর আর ঋষি-কেষ্টর' বিষয়ে তাঁদের ভারী আপত্তি, আমার মতে কিছু ভেদাভেদ নাই, কি হিঁদু, কি খৃষ্টান, কি ব্রাহ্ম, কি নাস্তিক, (ব্যলীক নয় ?) কি আঁতুড়ে ছেলে, আমাদের দলে ভুক্ত হতে পারে, এতে কালেতে এই ধর্ম্ম পৃথিবীতে একাকারে ব্যাপ্ত হবে (তা হয়ে এলো)। জগন্নাথ দেব কর্ত্তাভজাদের প্রথমে পথ দেখান, তাঁর রাজ্যে জাতিবিচার নাই। চৈতন্য, জগন্নাথের মত সূক্ষ্ম জেনে তাহা প্রবল কোরে তোলেন। পঞ্চানন্দ জন্মস্থানের গোলযোগে যদিও সে মতে চলতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁর হতে সকলের সমান হবার উপায় হয়েছে, বাবা ঠাকুরকে ভ্রমে পূজা করে, তাঁকে ভক্তি কল্লে যদি দোষ হয় তবে হিঁদু মাত্রেই দোষী। কার বাড়ীতে না বাবার পূজা হয় ? বিয়ে হলে বাবা—ছেলে হলে বাবা—অন্নপ্রাশনে কর্ণবেধে বাবা—শাপমন্যু মেগে নেবার বেলা বাবা—তোমরা একবার বল বাবা ('বাপা' বোলে শিষ্যদের প্রণাম) কোন্ পোয়াতি না বাপাকে ভয় করে ? বাপা কাঁচাখেগো দেবতা (বটুক—'তার সন্দ কি ?')। ঋষিকেষ্টর ধর্ম্মে আহারের বিচার —জেতের বিচার নাই, যথার্থ এই ব্রাহ্মধর্ম্ম।'

হুটুম গোঁসাই এ প্রকারে ভজনা সাঙ্গ কোরে থর থর কোরে কেঁপে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন, সকলে 'হাঁহাঁ' কোরে তাঁকে ধোরে ফেল্লে, 'ওগো বাতাস দাও, জানলা ছাড়' বোলে কেউ আঁচল, কেউ কোঁচা, কেউ পাখা দিয়ে তাঁকে বাতাস করতে লাগল, এক মাগী 'ও মা কি হলো' বোলে ডাকছেড়ে কাঁদতে

বোসল,গোঁসাই ঐ মাগীর কিছু ধারেন্‌। ছোটদিদির বুকখান দড়াস কোরে বেজে উঠ্‌ল; বটুক গোলেমালে চণ্ডীপাঠ কর্‌চেন, তিনি আপ্‌নার কর্ম্মেই ব্যস্ত, বসাকজী পলাবার পথ দেখ্‌চেন সোণারচাঁদ বাবু, উইল ও এড্‌মিনস্ট্রেশন্‌ নিয়ে পড়্‌লেন, কীর্ত্তনে বাবাজীরা গঙ্গাযাত্রায় ফুরাণ আঁট্‌চেন, এমন সময় 'ভিড় ছাড় ভিড় ছাড়' বোলে ছোটদিদি সকলকে সরিয়ে দিয়ে গোঁসায়ের মাথা কোলে তুলে তাঁর চোখেমুখে জলের ছিটে দিতে লাগ্‌লেন আর ক্রমিক বাতাস কল্লেন্‌, বাতাস কর্‌তে-কর্‌তে গোঁসাই একবার চম্‌কে উঠ্‌লেন, এক বাবাজী 'বুঝি হলো' বোলে উঠ্‌ল, গোঁসাই একটু নড়্‌লেন, এক মাগীর ঘাড়ে পা তুলে দিলেন, মাগী চাপা পড়্‌ল, মাগী 'ও মাগো' বোলে গোঁসায়ের পা দুম্‌ কোরে ফেলে দিলে, গোসায়ের চেতন হল, গোসাই 'কর্ত্তা হে তোমার ইচ্ছে' বোলে উঠে বস্‌লেন। সিন্নির আয়োজন হলো, শিষ্যরা সিন্নির উপলক্ষে, কেউ পয়সা, কেউ সিকি, দুআনী, টাকাটা, দিতে লাগ্‌ল, এক বাটী দুধে ময়দা, বাতাসা, গুড় দেওয়া সিন্নি সকলের হাতে বাঁটা হলো, বড় এক খোরা দুধ আর বড় এক গোছা রুটী আর গোটা-কত বাটী এলো, ফি বাটীতে দুধ রুটী ও চিনি দেওয়া হলো, আর তার এক বাটী এক জন, এক বাটী দুজন, একবাটী তিন চারিজন কোরে ভাগ কোরে নিয়ে একত্রে বোসে হাপুরহুপুর কোরে খেতে লাগ্‌ল, হেমাঙ্গ কর্ত্তার অনুরোধে একটি বাটী নিলেন, কর্ত্তার প্রসাদ কেউকেউ সাধ কোরে খেলেন। খাওয়া হলো, গাঁজা চল্‌ল, নতুন কোড়ে-রাঁড়ী ভর্ত্তি হলেন, কর্ত্তা ও বটুক সাঁই হেমাঙ্গকে মহা সম্মান কোরে 'মশয় আমাদের যেন ভুলবেন না, আবার যেন দর্শন পাই' বোলে বিদায় কল্লেন, আমার কথাটি ফুরাল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাইকেলের উদ্যোগ।

নীরদ চন্দ্র রমেশ্বরী টেনে গোলাবীগোচ নেশা কোরে বোসে আছেন, তাঁর মনে হঠাৎ খেয়াল হলো যে তিনি কুড়ে হয়ে-

চেন, দিন-পাঁচ-ছয় হেলায় হারিয়েচেন, ঐ কয় দিন কত রগড়, আয়েস, গটরা, ধূমধাম, খুমখারাব হতে পারত, এতে তাঁর মনে কি সাধারণ আপ্‌সোস হয়? তিনি আর আলসেম সইতে না পেরে বাদসাই কুড়েকে বল্লেন, 'ওহে আমাদের পাঁচ-ছ দিন যে হেলায় গেল, মনে কর এতে কত মজা হতো।'

বাদসা। 'এই ক'দিন মজা রং তামাসায় মাত্ করা যেত সুদ্ধু মজা।

(নাকে কাঠীদিয়ে হাঁচতেং চৈতন্যফক্কার প্রবেশ।)

(ফক্কার প্রতি) 'আরে কে হে ওলপরামানিক যে. দেখো যেন আমাদের গায়ে হেঁচ না, আঃ কি বেআক্কেলে লোক, ভদ্দর লোক বোসে রয়েচে না নাকে কাটীদিয়ে হাঁচি।'

এই সময় বাবাজীর নাক চার-ব্যারল্ রিভলভার হয়ে নাক দে মুখদে পোঁদদে আওয়াজ বেরল।

ভঁয়রো। 'মোশাঁর হলো না বাঁকী আচে?'

বাদসা। (নীরদের প্রতি) 'মশয়' দেখলেন কি আক্কেল?'

চৈতন্য। 'আরে রও, খুব ইয়ারকি শিকেচ, আমার বুজি মানুষের প্রাণ নয়, বাবা একদণ্ড হাঁচবার যো নেই।'

বাদসা। 'তুমি জন্মজন্ম হাঁচ, এখন মাথার নুন্নুড়ীটি ছেড়ে এসে কথা কও।'

চৈতন্য। 'মোরে যাই, আহা! হেসে যে অজ্ঞান।'

নীরদ। বাবাজি! আমরা এই মাত্তর বলাবলি কচ্ছিলুম যে পাঁচছ দিন অব্যর্থ, (?) গেল, এতে কতনাকত মজা হতো—(বাদসার প্রতি) কেমন হে?'

বাদসা। 'ঐ যে বল্লুম, মজা ছেড়ে রংতামাসায় সহরটা ফুঁপিয়ে দিতুম।'

চৈতন্য। 'এত দেশ থাকতে ফোঁপাম কেন? আমাদের তো মাবাপ মরার দায় পড়ে নি, কি অলুক্ষুণ!'

কোনকোন লোকের এম্নি স্বভাব যে আপনার আহাম্মকিতে অপ্রতিভ না হয়ে যখন দেখে যে এড়াবার যো নাই তখন কথার ফেরে—উল্‌টে চাপ দিয়ে কি রেগে—নয়ত গাল দিয়ে আপনাদের দোষ ঢাকতে যায়। কেউ আবার ওপরচালাকী কোরে আপনার অসঙ্গত কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। বাদসা

তাদের মধ্যে একজন, বাবাজী তাঁর ছল ধরাতে তিনি, জবাবের আর পথ না পেয়ে 'আমরা আমোদআহ্লাদকে ফোঁপানো বলি আমরা হাঁওয়া চিবিয়ে খাই, ওরে তুই চন্নামেত্তর কি বিষ্ণুপাদুকা না খেয়ে বাড়ী থেকে বেরুস নে, তোর ভারী বুদ্ধি হয়েচে দেখিস যেন কেউ দিষ্টি দেয় না।' বোলে আপনার আহাম্মকি উড়িযে দিলেন।

চৈতন্য। 'এমন না হলে কি ছেলে, ছেলে মাকে বাপের পরিবার বলে, বাবাকে বাড়ীর সরকার বলে, আর বিষ্ণুপাদোদককে পাদুকা বোলে আপ্নি খায়।'

আচাভুয়া। 'বাবাজি, কি হলোহ? আমি তোমাদের কতা কিচুই বুজ্‌তে পারি নি, হাওয়া কি আবার চিবান যায়?'

(সকলের খিলখিল কোরে হাসি)

বাদসা। 'তা নইলে তোমায় আচাভুয়া বোল্‌বে কেন, (আচার দাড়ি নেড়ে) ঠিক বোলেচ বাবা।'

চৈতন্য। (বাদসার প্রতি) 'ওরে গণ্ডমুখ্‌খু কাপড়ে কি আগুণ ঢাকে? বাবা এবার তুমি কোতায় যাও, তোমার ডেস্কনারিতে ফুঁপনকে হাসি বলে, কাসন্দীকে গুড় বলে।'

বাদসা। 'আর আমার ধাস্কনারিতে বাবাজীকে মুদ্দফরাস বলে'।

নীরদ। 'যা হোগ বাদসা, বাবাজী তোমায় বড্ড নিচ্চে।'

আচা। 'আজ্ঞে মা কৈ বাবাজী ওঁয়ার গায়েও হাত দেন নি।'

(হাসিগট্‌রা)

বাদসা। (আচার প্রতি) 'তুমি কেন মিথ্যে কইলে? বাবাজী আমায় মার্‌লে বই কি।'

আচা। 'আমি ধম্মতঃ বল্‌চি,—বাবাজী আবার কখন্ মাল্লেন?'

ভেড়াকান্ত। (নীরদের প্রতি) 'দেখ্‌চেন, আচার কি শাদা মন, পোয়েটরা বোলেচেন যে, মন এমন transparent যেমন বরফ।

সকলের এতে হা হা কোরে হাসি, সকলের বিশেষ প্রীতি হলো, পরে নীরদচন্দ্র বল্লেন, ওহে একথাসেকথায় আসল কথা যে চাপা পড়ে, নতুন একটা মতলব খাটানা যাগ, চল কাল বাগানে গিয়ে একটু আয়েস করি।'

বাদসা। 'মশয়, এবার কি রকম আয়েস বলেন, বাবাজীর মালপো-ভোগ গোচতো নয়? কি বেসেরেস্তা লোক, তা বল্লেই-তো হতো যে আমার পয়সা জোটে না, তা নয় কতকগুল চেলের গুঁড়ির পিণ্ডি আমাদের ভাগ্যে ছিল।'

নীরদ। 'কেন আর বাবাজীকে লজ্জা দাও।'

আচা। 'সত্যি কতায় লজ্জা কি মশয়?'

চৈতন্য। 'মশয়, আমাদ্দের অনেক দিন মাইকেল্ হয় নি, (হা হা হা সকলের হাসি) বাগানে এক দিন মাইকেল—' (হাসির ধূম)

বাদসা। ওঁর জ্ঞান টন্‌টনে, ইনি মাইফেল্‌কে মাইকেল বলেন।'

নীরদ। 'সত্যি হে, বাবাজীর কথা আমার বড় মনে লাগ্‌চে, কাল চল বাগানে মাইফেল দেওয়া যাগ, বসাকজীর মওলা মজ্‌লিসে নেওয়া যাগ—(হেমাঙ্গের প্রতি) কেমন হে তুমি কি বল?'

হেম। (আতুআতু কোরে) আজ্ঞে, আমি মজ্‌লিসের যুগ্যি নই।'

আচা। 'তুমি আবার যুগ্যি নও, তো আমি বুজি যুগ্যি? তোমার চেহারাতেই যে আসর মেরে রেকেচে।'

আচার কথায় সকলে হেসে খুন, সকলে তাক্ হয়ে রইলেন, নীরদচন্দ্র বল্লেন, যে, 'আচার একএক সময় আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়।'

ভেড়া। 'তা আশ্চর্য্য নয়, মেণ্টাল সায়েন্‌সে লেখে যে, পাগলেরও একএক সময় lucid moment হয়ে থাকে।'

বাদসা। 'রামরাম! তোমার নিজের ছিটের কসুর কি? বাবা গেলেম, এবার ন্যায়শাস্ত্র না কি সায়েন্‌স পোড়ে ইয়ারকি দিতে আসবো।'

আচা। 'তুমি রাগ কর কেন? উনিও তো শাস্ত্রের কতা কোচ্চেন।'

চৈতন্য। 'তা নয় হে, যাকে বলে ভাজাচাল তাকে বলে মুড়ী।'

বাদসা। 'নাও, কোথায় 'ধান ভাংতে শিবের গীত' ওরে তুই মনসার ভাষাণ শিক্‌তে পারিস্ তা গেয়ে ভিক্ষে কল্লে পয়সা হয়, বাবা ইয়ারকিতে পা দিও না, পিচ্‌লে রেখোরে মারা যাবে।'

আচা। মনসার ভাষান ওস্তাদ্‌জী তো জানেন।'

ভঁয়রো। 'হামায় লিয়ে টানুচ কাহে?'

ভেড়া। (নীরদের প্রতি) লর্ড বেকন লিখেছেন যে, বাগান শরীরের স্বাস্থ্যবিধায়ক, এর Scenery রমণীয়, গাছপালা, ও ঘাসের গ্রীণ রংয়ে, চক্ষু ঠাণ্ডা হয়, মনের স্ফূর্ত্তি হয়, তাতে কোরে স্বাস্থ্য বিধান করে।'

বাদসা। 'একেই বলে 'ধান ভংাতে শিবের গীত' নেজ পাস্‌-করা বাব, আর কি পুথী আওড়াবেন, না আপনার এই পর্য্যন্ত পুঁজীপাটা? তোমার মতন বিদ্যে হলেই গেচি আর কি।'

চৈতন্য। 'তোমার কেমন রোগ হে, সকলের পোঁদে লাগা, আপনার বিদ্যেতো চার-চেরা?'

বাদসা। 'বহুৎ আচ্ছা বাব'—এর ভেতর চেরার কথা কেন? চেপে যাও বাবা, চেপে যাও।'

চৈতন্য। 'থাম্ থাম্ তোর আর জেঠামতে কায নি, হরি হরি!'

বাদসা। 'বাবাজীর হরির সঙ্গে কতক্ষণ ইয়ারকি সম্পর্ক ঘুচ্‌ল?'

চৈতন্য। 'হ্যা-হ্যা-হ্যা! মনে কর ভারী কথা কচ্চি, তোমার মুখের মতন ✻✻✻ হয় তবে খেদ যায়' (বোলে বাবাজী উঠে যান।)

নীরদ। 'আরে চট কেন, ইয়ারকি বোজ না?' (বাবাজীকে হাত ধোরে বসান)

বাদসা। 'মশয়, যেতে দিন ও এ মজ্‌লিসের যুগ্যি নয়।'

চৈতন্য। 'তোর বাবা এ মজ্‌লিসের যুগ্যি নয়।'

নীরদ। 'আর বাবাজীকে ঘেঁটিয়ে কায নেই, আজ এক পালা আচ্ছা গাওনা হলো, রংয়ের হেঁপায় আমার প্রোপো-জেল্‌টি মাঠে মারা যাচ্চে।'

আচা। 'গাওনা কৈ আর হতে দিলে? ওস্তাদজীতো এসে-ইচেন, তা যে গোল তাতে গাওনা কর্‌বেন কি।'

বাদসা। 'আরে বাবু ক্ষান্ত হ, কি বুজতে কি বোজে, বাবুর নবরত্নের সভা, তার মধ্যে বাবাজী টেক্কা হয়েচে।'

এইখানে বাবাজী আর না সইতে পেরে দাঁড়িয়ে উঠে বাদসার পিঠে এক কেঁৎকোরে লাথী ঝাড়িলে,—সকলে হেপ-

হো কোরে উঠল। নীরদ চন্দ্র বাবাজীকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা কোরে এই স্থির কল্লেন, যে, পরদিন প্রাতে তাঁরা নৃসিংহ নগরের বাগানে যাবেন, তার জন্যে কুকের বাড়ীর ৭০ খানা জুড়ীগাড়ী—ছাঁচড়া-গাজীর রাইবাঘিনী বাই, আর এক সম্প্রদায় কন্সার্টওলার বায়না হলো। কন্সার্টওলারা বায়নার কথায় তো জ্বোলে উঠে ছিলেন, শেষ রকমসকম কোরে তাঁরা থার্ড পার্টির হাতে বায়না এক্সেপ্ট কল্লেন, তাঁদের আর বাইজীর দলের জন্যে বটতলার চতুর্দোল বরাদ্দ হলো। এ ছাড়া মিঠাইওলা, ময়রা, গোয়ালা, যে যার বায়না পেলে। উৎকৃষ্ট জ্যামেকা রমেশ্বরী, সাম্পেন সেরী, মায় ধান্যেশ্বরী, এ সেওয়ায় ষোড়শোপচারের উপযুক্ত সিদ্ধি মাজম, গুলি, গাঁজা, চরস, প্রভৃতি ছয় রাগ,—আর মিঠে, কড়া, মিঠে-কড়া, ভেলসা, খাসঅম্বুরি, ইরাণী, মোগোলি, মাণিক-মুক্তজোরা, বাদসাই, প্রভৃতি ছত্রিশ রাগিণীর ফরমাজ হলো, পরে হুকুম হলো যে, এর উপযুক্ত পানযন্ত্র, তোড়যোড়, মেরুলুট্কি, যেন পৌঁছয়। বাবুর বাড়ীতে একটা টেকলে বাছুর ছিল, বাবু বিবেচনা কল্লেন যে, 'নিতিনিতি পাঁটা খেয়ে অরুচি হয়েচে, বড় দফার মাস উইল্সনের বাড়ী না হলে হয় না, তবে যা রামপাকী, বক্‌বকম্, হাঁসটা, মাজেমাজে চোলে থাকে। টেকলে বাচুরটি আচে, থাকতে কেন ক্লেশ পাই, তবে পাচে বাড়ীর ভেতর টের পায়, তা এমন গোল কোরে দেব যে বাচুরটা যেন ছুট্টকে পালিয়েচে' এই মনে কোরে সইসের উপর হুকুম হলো যে আস্তাবলের ৪টে মোরগ আর বাছুরটা পরদিন জবাই কোরে বাগানে পাঠায়।

বাবুর ছেলে-পিলে নাই, (বড়মানুষের তা অল্প ঘোটে থাকে) পাড়ার একটি টুকটুকে ছেলে ধারকোরে তার সঙ্গে ভাইপো পাতিয়ে তাকে নেমন্তন্ন কর্‌তে পাঠান হবে, কিন্তু তার সঙ্গে এক জন সিয়ানা লোক চাই,—তার অভাব নাই, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, সকলেই বর্ত্তমান। বাবুর বাদসার উপর ভার হলো, বাদসা তাতে নারাজ, বল্লেন, 'আমার পেট ফুট্‌ফাট্ কচ্চে' বাবাজী অম্নি যো পেয়ে ঠোকর মাল্লেন, 'হ্যাঁ এর বেলা পেট ফুট্‌ফাট্ কর্‌বে, কাল কচুরী খাবার বেলা দেখা যাবে।' বাদসা কর্ম্মের বেলা বেস উপস্থিত ওজর সংগ্রহ

কোরে রেখেছেন। বাবু শেষ মকর-গঙ্গাজল-গোচ ভাইপোর সঙ্গে বাবাজীকে পাঠালেন। 'নিমন্ত্রণর ফর্দ্দে ইয়ারগোচের জ্ঞাত-কুটুম্ব,—আসর-জমকাল মজলিসি গাইয়েবাজিয়ে বাবু, সৌখীন চোরাগোপ্তানু পেসাদার বাবু, আদালতের ফেরৎ যোচ্চোর কেরানী—এ সেওয়ায় বাবুর ল্যাবেণ্ডার ইয়ার, স্কুলের অ্যাণ্ডা-বাচ্ছা চুণেপুঁটে চ্যাংড়া ছেলে কেউ বাদ গেল না। পরে যাযা বাকী ছিল সব ঠিক হলো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মাইকেল্।

শনিবারের প্রভাত বুড় বয়সের ছুকরী স্ত্রীর মতন প্রিয়-দর্শন। শুক্রবারের রাতটি যেন বিয়ের রাতের মতন হেসেখেলে পোহায়, সুর্য্যদেব স্কুলের ছেলে,—বিশেষ কোম্পানীর আপি-সের কুটের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে, আর মাতালের দরখাস্ত মঞ্জুর কোরে বোধ হয় যেন হিমাংশু হন, কেবল, চিনেবাজারের দোকানদার আর মারচ্যাণ্ট আপিসের কুটেরা কাযকর্ম্মের বাজার বজায় রাখেন, তাঁদের এরবার অবকাশ নাই। কাগের যজ্ঞিতে যেমন কাকগুল দলবেধে কাকা কোরে মাত্ কোরে তোলে, ঘড়ীতে ২টর ঠং ঠং ঘা পড়্লে স্কুলের ছেলেরা তেম্নি নাচ্তেনাচ্তে ফলারে বামুণের নেমন্তন্নর মেজাজে, দলবেঁধে 'হো হো হৈ হৈ' কর্তেকর্তে বাড়ীতে এসে। গবর্ণমেণ্টের কেরানীরা ফেলা যান না, আজকাল কোম্পানীর আপিস স্কুলের বাড়া, হেড সাহেব হেড মাষ্টারের বেহদ্দ হয়েচেন। কেরানীগিরিতে আর রস নাই। কেলেসোণা, আঁধারেমাণিক, গোষ্ঠীর তিলকরা শুন্‌তে মোটামোটা মাইনে পান, কিন্তু তাঁদের গাড়ীর খরচে, মদের খরচে, বাকী মেয়ের বিয়েতে 'ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে কুলায় না' শেষে বাড়ী বাঁধা পড়ে। মদ সেকেলে এড়ুকেটেড্ (জুজু কেতার) নেটিবদের সভ্যতার চিহ্ন, আর ছেলের বিয়ে এখনকার বিষয় করবার দাঁও!

শনিবার নীরদচন্দ্র সকালসকাল উঠে বাদসাই কুড়েকে তলব কল্লেন, তিনি ঢুলতেঢুলতে এলে নীরদ তাঁকে বল্লেন, 'সব হলো কেবল পানের খিলী আর বড়বাজারের মেওয়ার বায়না হয় নি, তুমি যদি যাও।' বাদসা উত্তর কল্লেন, 'আমি গেলে বাগানে ম্যানেজ্ করে কে? কেন আচাভুয়াত আনা নেওয়ার কর্ত্তা?' নীরদ উত্তর কল্লেন, 'কর্ত্তা আবার কি? নড়েভোলা সব সময় মজ্‌লিসের যুগ্যি নয়, তাই তাকে দিয়ে ফাই-ফরমাজ খাটিয়ে নিই।' নীরদ খিলী ও মেওয়ার ভার আচার উপর দিলেন। এদিকে তাঁর ইয়াররা জড় হলো, তাঁর চৌঘুড়ী, বেরুচ, ব্রাউন্‌বেরি, ফেটিন, ক্যারাকেল্, বগী, এ ছাড়া ভাড়াটে গাড়ী, গহনার লৌকার মতন পঙ্গপাল বোঝাই হলো। চৌঘুড়ীতে ছাতে, পেঁছনে, কৌচবাক্সে, শেষ কোলে বসিয়ে লোক চাপান হলো। ইয়াররা কেউ ধোপদস্ত কাপড় ভাড়া কোরে, কারু ময়লা কাপড়ই সই, কেউ ভাড়া সাল, বনাত, র‍্যাপার, গায়ে দিয়ে ছাতে বোসে রাজাউজীর, ছক্কাইপঞ্জাই, মাচ্চেন আর বেশ্যাদের দেখে 'আজ আমরা এক জন' মনে কোরে ভারী হর্চ্চেন।, গাড়ীর বেগেকে তাঁদের শরীর এম্নি নপজ্‌বগজ কোরে ঢুলচে বোধ হয় যেন তাঁরা তার-ওপর-তা নাকখত দিচ্চেন কি নামাজ কচ্চেন। গাড়ীর গড়্গড়্—ঘোড়ার টকাটক শব্দে রাস্তা কেঁপে উঠ্‌ল, মুটেমজুর গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের চাবুক খেয়ে পিঠ গেল। এই অদ্ভুত প্রোসেশন্ দেখতে রাস্তায় লোকারণ্য। এর মধ্যে আজকালের কতিপয় উঠ্‌তি লোক পশ্চাৎ বাদানুবাদ কল্লেন—

রামকান্তে। 'হ্যাদ্দেকচুস্ অ্যারা বুজি অং দ্যাকতে যাচ্চেন।'

ছিস্টে। 'দুর মেন্‌ষে পুষ মাসে অং কি রে? বাবু গোঙ্গাযাত্তরায় যাচ্চেন।'

নিধে। 'বাবু ঠ্যায় জেলে বোসে ওয়েচন্ তা গোঙ্গাযাত্তরা কি বলুস্? বাবু খোড়দ্রায় ছেনান্‌যাত্তরায় চোলেচন্।'

ভোদো। 'তা নয় রে তা নয়, অরা চিত্তেশ্বরীর আস্‌দ্যাকতে যাবুন।'

ক্রমে বাবুরা বাগানে উপস্থিত। আজ বাগানের কিবা শোভা!

দেশবিদেশী ফুলগাছের কেয়ারি কিবা চিত্তরঞ্জক! কুসুমগুলি শ্বেত পীত নীল পাটল লোহিত হরিৎ হিঙ্গুলী বেগুনী সিন্দূরী অঙ্গরাগ, যথাস্থানে স্তবকেস্তবকে মেখে সেজেগুজে আপনাপন অঙ্গের বাহার দেচ্চে,—কেউকেউ প্রিয়-সমীরণ-সহায়তায় সৌরভ বিস্তার কচ্চে। অদ্ভুত-অর্কিড্ তরুর থলোথলো ফুল,—চিনের ঘাস,—পুষ্পবতী লতাবাটিকা—পুষ্করণীতে পদ্মের দল,—সবুজে সিঁদূরে সোণালী মাছেভরা শিল্পরচিত হাঁসের ফোয়ারা,—প্রতিমূর্ত্তি, পরী,—কৃত্রিম বনস্থলী,—সুবিস্তীর্ণ সেতুবাঁধা ঝিল,—স্থানে স্থানে ফুলগাছে-ঘেরা নবীন তৃণাঙ্কুরে সাজান বাদামে, ত্রিকোণ, গোল, আটকোণা, বিশ্রাম-স্থল,—গোলাকার স্তরে স্তরে সাজান ফুলের টব,—লৌহ জালমোদা চিড়িয়াখানায় হীরামন নুরী মদনা কাকাতুয়া মুণিয়া বিহঙ্গম, আর গ্লাশে ...লগাছে বাগান আলো করেছে। বৈঠকখানায় বিখ্যাত ঢাকা ধু... ...লিব চেহারার বড়বড় গিল্টিকরা ইংরেজ মোগল বাদসা ও বাঙ্গা...[illegible] ...চিত্রপট,—বৃহৎ-তস্বির,—রেফেল্, রেনল্ড, টর্নরের আঁশ্চর্য্য চিত্রপট,—বৃহৎ বৃহৎ গিল্টি আয়না,—হরেক রকম এন্গ্রেবিং,—কার্পেট ও পুঁতির ছবি,—যথাস্থানে সাজান আছে। গোল, ধূদ্রো-ফুলে, ঘসা, স্ফাটিকের সুগঠন ঝাড়,—বিশ-ডেলে প্রকাণ্ড সেজ, ছ-ডেলে দেয়ালগিরী,—হরেক রকম ল্যাম্প্—বাতি-দান,—থামওলা বৃহৎ খাটে জরীর বুট্টাদার রেসমী মশারি তার কিম্খাবের চাল, আর বিলেতী জরির কাযকরা মকমলের শয্যা—তদ্ভিন্ন টেবিলে সাজান পোর্সিলেন্ জগ্, ডিকেণ্টর, ভাস্, ফুলদান,—গ্লাশকেসে সাজান সোণারূপার ও রেসমি ফুলগাছ, পাখী, শাদা পাথরের ফলফুল, পরী, মূরদ্, জানোয়ার, আহ্লাদে পুতুল, খেল্না, শোভা কর্তেছে; ঘরের কার্নিস মর্গল ও ছড়্, শিল্পপারিপাট্য ও গিল্টেতে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছে। কার্নিসের নিম্ন ভাগ মাল্যাকারে আর, দ্বার খড়্খড়ে চারিদিক লতাপাতা ফুলে চিত্রিত। আসরে বহুমূল্যের উত্তমউত্তম কার্পেট, তদুপরি স্বচ্ছ মছনদ্ পাতা, তার মধ্যেমধ্যে কার্চ্চোপের কাযকরা তকিয়া পড়েচে, আর নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র ছড়ান রয়েচে। এই সকলেতে উদ্যান সাক্ষাৎ অমরভবন হয়েচে, যে দিকে নয়ন ফিরাই সেই দিকে একএক রমণীয় পদার্থ মনকে পুলক-বিপুলে মোহিত

করে, এমন কি বোধ হয় এ সকল দেখে ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

নীরদ চন্দ্র সবান্ধবে বাগানে স্নানাহার কোরে মাইফেল ও খানার তদ্বির করতে লাগলেন। ক্রমে শিয়ালগুল নেমন্তন্নর গন্ধে নরক গুলজার হয়েচে দেখে 'ও হে হুয়া' বোলে দূরস্থ বন্ধুদের খবর পাঠালে, ইঁদুররা তার দরুণ ধেইধেই কোরে নাচতে নাচতে চাল্লি করতে লাগল, পেঁচারা ফিলোজফারের গাম্ভীর্য্য ছেড়ে বেরুল। শীতকালের বেলা দেখতেদেখতে অবসান হলো। পাখীরা কলরব করতেকরতে নীড়ে আসতে লাগল, দিগাঙ্গনাগণ বাবুদের বেআদপির ভয়ে পূর্ব্বাহ্ণে নিবিড় তুসারে গা-ঢাকা দিলেন, কুমুদিনী সরসজ্জায় হা-প্রত্যাশায় প্রাণনাথের পথ পানে চেয়ে আছেন, পত্নীপ্রাণ শশাঙ্ক প্রাণেশ্বরীর বিরহ-যাতনা অপনয়ন আকাঙ্খায় হাসতেহাসতে আসছিলেন, দিগাঙ্গনাদের ইঙ্গিতে বুঝলেন যে তাঁকে বাবুদের মাঝে লজ্জা পেতে হবে অতএব তিনি তাড়াতাড়ি মানেমানে ঘনাবরণে সেঁধলেন, তবে প্রাণকান্তা একেবারে হতাশা না হন এই কারণে থেকেথেকে মেঘের অন্তরাল থেকে প্রণয়িনিকে দেখতে লাগলেন।

নিমন্ত্রিত লোক, গাইয়ে বাজিয়ে, জড় হলো। নীরদ গল-লগ্ন-বাসে সকলকে অভ্যর্থনা কচ্চেন, বাদসাই কুড়ে তাতে এসিষ্ট কচ্চেন, কিন্তু বাবু চোখের আড়াল হলে তিনি গোঁজামিলন দিতে কসুর কচ্চেন না, 'ওরে তামাক দে—বাবুদের পান দে—রামা কোথায়?' বোলে চেঁচিয়ে যত হয় সব ম্যানেজ কচ্চেন। বাদসা টোয়ালে হাতে কোরে পেটের নীচে কোঁচার ফুলটি গুঁজে গেরম্ভারী চালে কর্ত্তৃত্ব কর্চ্চেন। ক্রমে ক্যাঁকোঁ প্রিংপেড়াং ধ্বনিতে এসরাজ তানপূরা তবলা মৃদঙ্গের স্বর বাঁধা হলো। ভঁয়রো মিশ্র রামের যজ্ঞে অধিষ্ঠিত বাল্মীকির লবকুশের ন্যায় হেমাঙ্গ বসাকের সঙ্গীতবিদ্যার পরিক্ষা নিতে জাঁকিয়ে বসলেন। হেমাঙ্গ চুলটি খোট্টাইকেতায় বাবরি কোরে আঁচড়ে, একখান কাশীপেড়ে ধুতি তেকোঁচা কোরে পোরে, সবুজ বারাণসী সাল, কিনখাবের চাইনাকোট, গায়ে—মাথায় তারই একটি টুপী টেরচা কোরে দিয়ে, একটি হীরের আংটি আঙ্গুলে এঁটে, হাঁটুগেড়ে বসেচেন, এতে তাঁর রূপ এম্নি খুলেছে

যে এত চমৎকারহ জিনীস থাকতে তামাম লোক নির্নিমেষ নয়নে তাঁকে দেখচে। নারায়ণ মোহিনীর বেশে যেমন আশুতোষকে ভুলিয়ে ছিলেন হেমাঙ্গ বিনা মোহিনীর বেশে সকলকে তেম্নি মোহিত কোরে রেখেছেন। কি ভঙ্গি! কি হাবভাব! অপাঙ্গের কিবা চোরাদৃষ্টি! কিবা অভুঅভু হাসি—মধুমাখা কথা! কি শীলতা! কি নির্ম্মল অকপট মন! এতে হেমাঙ্গ সকলকে চিত্রপুত্তলির মতন স্থির ভাবে রেখেচেন। তিনি ওস্তাদজীকে প্রথমে, অন্য গুরুজনকে তৎপরে প্রণাম কোরে প্রথমে দেশ ভাষায় এই পদ গাইলেন,—

(সখীর প্রতি রাধিকার উক্তি।)

সখি! 'শ্যামলি ধবলি' ফুকুরে কানাই
মোহন মধুর স্বরে মন হরে লয়।
শুনে বাঁশরী আ মরি! চঞ্চলিতা হলো
চকরী, চকর আশে আশাপথ চেয়ে!
হেরি বঙ্কিম ভঙ্গিম সুঠাম সুরূপ
শয়নে স্বপনে,—মদনে মজাল দিয়ে
কলঙ্কের ডালি, তাই, কালা-কলঙ্কিনী,
শ্যাম বিনে এ যৌবনে উন্মাদিনী সখি!

হেমাঙ্গের গান শুনে সকলে 'বাহবা বহুৎ আচ্ছা জীতারহ বাবা' বোলে তাঁর প্রশংসা কল্লেন, তাঁর প্রাণতোষিণী সঙ্গীতিতে, মধুময় স্বরে, ললিত তানলয়ে, চিত্ত-বিমোহন হাবভাবে, প্রাঞ্জল স্বভাবে, মজ্‌লিসের যাবদীয় লোক তাঁকে ভুয়োভুয়ঃ আদর কল্লেন, সকলে একবাক্য হয়ে বল্লেন যে, তিনি একজন উত্তম সংঙ্গীতজ্ঞ হয়েচেন, ওস্তাদজীর তাতে বিশেষ গৌরব বাড়্‌ল, তিনিও গানে আপনার ক্ষমতার শেষ দেখালেন। পরে ফেলো, পাঁদাড়ে, বিদ্যেভুড়ভুড়ি, প্রভৃতি দেশওয়াল,—আর আগা খাঁ, বগা মিশ্র, প্রভৃতি পশ্চিমে কালোয়াৎ, কেউ মৃদঙ্গে ধুপুড়ধাপুড় কোরে, ঘরফাটানে ধ্রুপদ গেয়ে,—কেউ আগাগোড়া বেতালা হয়ে,—কেউ সেতার স্বরৎ তাউস্ এসরাজ বীণ ফুলুট, শেষ খঞ্জনী পর্য্যন্ত বাজিয়ে আপনাপন শিরোপা নিয়ে গোঁফে চাড়া দিয়ে বস্‌লেন, পারসি মিশান হিন্দির বোলে ছয়লাব, কোনকোন বাবু

সেই বোলের খাতিরে মোছনমেনে পোষাকে মিঁয়া-সাহেবের কেতায় বসেচেন। এদিকে মুহুর্মুহুঃ পাণতামাক চলতে লাগল, বাইওলানী মজলিসে এলো, সে সারঙ্গ-সহায়ত্তায়, নিরবচ্ছিন্ন কটাক্ষপাতে, বিপুল হাস্যে, বেশভুষার চটকে,—নাচের ভঙ্গিতে, —হস্তসঞ্চালন-পারিপাট্যে, ও ললিত স্বনে, সকলকে তুষ্ট কর্‌তে লাগল। কেউ টাকার-উপর-টাকা দিয়ে তাকে গাঘেঁষা কর্‌চেন, বিবির গানে সকলে মোহিত, একটী ভট্‌চার্য্যি তাতে ভারী বিরক্ত হচ্চেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই গ্রামে থাকেন, এজন্য নীরদ চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রতিবাসীত্ব সুবাদ, ক্রমে তিনি তা থেকে 'পুষির মধ্যে' ভর্ত্তি হন, ভট্‌চাযের তাতেও সানে না, তিনি ফুলের সাজীতে বাগানের কলামূলা পার্‌ কর্‌তেও ভয় করেন না,—কেউ আবার ব্রহ্মচারী হয়ে হোমের ঘি চুরি করেন, ইনি মড়া এলেন না। ভট্‌চায্‌ ট্রাইআঙ্গেল্‌ কেতায় পাতুখান মুড়ে খেলো হুঁকায় তামাক টান্‌তেটান্‌তে ভেড়াকান্ত নাগের সঙ্গে সঙ্গীতশাস্ত্রের বিচার কর্‌ছিলেন। ভেড়াকান্ত বল্লেন, 'গানের নোট্‌ (ধ্বনি) অতি সুশ্রাব্য, ইতর ভাষায় স্বরকে সুর বলে, বাস্তবিক তা স্বর।'

ভট্‌চায্‌। 'সঙ্গীতশাস্ত্রে স্বরও যা রাগও তা, রাগ যে ব্রহ্ম, তাতে সুশ্রাব্য হবে না?'

ভেড়া। রাগ আলাপ কল্লেই যে harmonious অহো! সুশ্রাব্য হবে তার মানে নাই, Pope. লিখেছেন,—

"Tis not enough no harshness gives offence,
The sound must seem an echo to the sense.
Soft is the strain when zephyr gently blows
And the smooth stream in smoother numbers flows
But when loud surges lash the sounding shore
The hoarse rough verse should like the torrent roar."

ভেড়াকান্ত ফড়্‌ফড়্‌ কোরে আরো আওড়ান, ভট্‌চায্যি তাতে হেসে ফেলে তাঁকে সতর্ক কোরে দিলেন যে, তিনি আপনি ইংরেজি জানেন না। ভেড়াকান্ত অনেক ভেবেচিন্তে ঘোর্‌ফের কোরে বাংলা কোরে বুঝিয়ে যখন দেখলেন ভট্‌চায্যি মজাল্‌ বুঝবেন না, তখন সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন, যে রূপমাধুরী বর্ণনে blooming beauty অর্থাৎ বিকসিত সৌন্দর্য্য—প্রমোন্মত্তের অভিলাষ

স্থলে flame of desire অভিলাষের অগ্নিশিখা—কোন বিষয়ে বিশেষ ঔৎসুক্যে fever of excitement. ঔৎসুক্যজ্বর, আর পঞ্চভূতের গোলযোগে strife of the elements অর্থাৎ 'ভূতসমস্তের বিবাদ' বর্ণন করা কর্ত্তব্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বর্ণনার এই সকল রসে প্রবেশ করতে না পেরে, বিশেষতঃ ভূতসমস্তের গোলযোগ বুঝতে ভারী গোলযোগে পোড়ে নাগমশয়কে তার বিশেষ ব্যাখ্যা করতে বল্লেন, নাগ মশয় তা 'নেজে গোবরে' কোরে শেষ এম্নি সমস্যায় ঠেকলেন যে 'কুটকচালে' সমস্যাগুলি কবিবর পোপের সঙ্গে মারা গেল। নাগমশয় শেষ এই মীমাংসা কল্লেন, যে 'গান কি কবিতার ভাব যেখানে যেমন সেখানে ঠিক তার প্রতিরূপ হবে, ভীমের আস্ফালন বর্ণনে মেঘ কি ঝড়ের নাদ, —সুন্দরী স্ত্রীর লাবণ্য স্থলে বিদ্যুতাভা—আর ঐ স্ত্রীর ঘাড় বর্ণন স্থলে সোয়ান্ পক্ষীর ঘাড়ের উপমা দেবে।' ভট্‌চায্যি সোয়ান পক্ষী দেখেন নাই, সুতরাং তিনি সুন্দরী স্ত্রীর ঘাড়ের মর্য্যাদা না বুঝতে পেরে অরসিক হয়ে রইলেন। ভট্‌চায্যি বাইজীর ক্রমিক পারসি মিশান হিন্দি গানে চোটে সভার মাঝে বোলে উঠলেন, 'আরে এ কর্ম্মের অধ্যক্ষ কে হে, এ যে কেবল কেঁইমেই, বলি ঠাকরুণ বিষয়ের গীতটিত কি নেই? রামরাম!' এতে মজলিসসুদ্ধ লোক হেসে উঠল, গোটাকত ফচ্‌কে ছেলে তাতে যো পেয়ে আস্তেআস্তে ভট্‌চায্যির টিকীটি টেবিলের পায়ায় বাঁধতে লাগ্লে। এ দিকে ভট্‌চায্যির আসির্ব্বাদে বাইজীর গাওনা বন্ধ হয়ে ছিল, সে ফের তান মারে এমন সময় নীরদ চন্দ্র বোলে বসলেন 'সত্যিইতো ভট্‌চায্ ঠিক বলেচে, নিছক হিন্দি বুলি, তা হবে না বাবা, তোমায় পীরের গান গাইতে হবে' বোলে বাইজীকে কড়্‌কে নিলেন। বাবু মাঝারীগোচ নেশা কোরেচেন, কেউ ক্রমে চতুরং হয়ে আসছেন, সিদ্ধির ওড়ায়, গাঁজার ঘোরায়, গুলির চুল্‌কান ও ঝিমনয়, মদের দাপট আর হরবোলার বোলে আসোর গুলজার। ভট্‌চায্যিগোচের লোকেরা বেআড়া কারখানা দেখে মানেমানে বিদায় হলেন। বাইজী কি করে বাবুর হুকুমে আর পেলার খাতিরে পীরের ছেড়ে সাপুড়ের গান পর্য্যন্ত গাইতে ক্ষান্ত হল্যো না। এই সময় পাশের এক ঘর থেকে একটা ভূত আসাতে বাইজী আঁউমাঁউ

বোলে দড়াম্ কোরে পোড়ে গেল, ভেড়ুয়ারা যে যার যন্ত্র ছেড়ে চোক উল্‌টে মড়ার মতন আড়ষ্ট হলো, আগা খাঁ আল্লানাম আর বগা মিশ্র রামনাম জপ্‌তে লাগ্‌ল, সৌখীন বাবুদের কুঁপোকাৎ, মেড়াকান্ত-গোচ ক্ষীণজীবিরা মূর্চ্ছা গেলেন, ডানপিঠে ছেলেরা ভয়ে কুঁকড়িসুকড়ি হলো, সকলেই স্তব্ধ, কারু মুখে 'রা' নাই, চৈতন্যফক্কা বাবাজী আঁৎকে উঠে পাড়ুট চেয়ারের ওপর তুলে দিয়ে চিৎপাত হয়ে পোড়ে আছেন, আছেন কি মরেছেন, তার স্থির নাই, কেউ এক টেরে চেয়ারে বোসে গেলাশে কোরে গলায় মদ ঢাল ছিলেন, হঠাৎ এই প্রেতযোনিকে দেখে দাঁতকবাটি লাগিয়ে চেয়ার থেকে ঘাড়মোড় মুচড়ে পোড়ে গেলেন, গ্লাশটা হাত থেকে পোড়ে গেল। নীরদ চন্দ্রের পর্য্যন্ত জ্ঞান নাই, দৈবযোগে বাগানে একজন রোঝা উপস্থিত ছিল, সে আচম্বিতে ভয়ানক চিৎকার শুনে ভূতের গন্ধ ধোরে সরিষা পড়ায় তার পালাবার পথ বন্ধ কোরে বৈঠকখানায় সেঁধল। রোজা অনেক মন্ত্রপোড়ে ঝেড়ে, জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে, শ্মেলিং শল্‌ট পর্য্যন্ত ব্যবহার কোরে ক্রমেক্রমে সকলকে চেতন কল্লে, সকলে চোখ মেলে দেখেন ভূত তখনও তাঁদের শাসন করবার জন্যে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে সকলকে দেখ্‌চে, রোজা ভূতের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে লাগ্‌ল, রোজা যত মন্ত্র পড়ে ভূত তত কাটিয়ে দেয়, ক্রমেক্রমে রোজার মন্ত্রতন্ত্র বেবাক ফুরাল, রোজা চোরের মতন মুখ চুণ কোরে দাঁড়িয়ে, ভূত হুপ্ পেয়ে তার স্কন্ধে চেপে তাকে 'ফুস্‌মন্ত্রের চোটে' বাদসাইকুড়ে বানিয়ে দিলে, রোজার কর্ণের একঘ্নীর ন্যায় শেষ একটি মন্ত্র ছিল, রোজা সেই মন্ত্র পোড়ে ভূতকে বাইরে নিয়ে গিয়ে, তার মুখে জলের ঝাপ্‌টা মারাতে ভূত নিজ মূর্ত্তি থেকে আচাভুয়ার মূর্ত্তি বার কল্লে, পরে ভূতেতে রোজাতে ভাব হয়ে এই নিষ্পত্তি হলো যে, ভূত আচাভুয়া আর রোজা বাদসাইকুড়ে হয়ে থাক্‌বে। তখন সকলের ভ্রম গেল, বাবাজীর কেবল চেতন হয় নাই, তিনি এখনও পোড়েপোড়ে গোঁগোঁ কচ্চেন, অনেক কোরে তাঁর জ্ঞান [illegible] না। এই ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব এই যে, আচাভুয়া না [illegible] পা[illegible]টের সময় পানের খিলী ও মেওয়া তোয়ের কো[illegible] হয়ে পাশের ঘরে ঘুমচ্ছিলেন, বাদসা তা টের

পেয়ে তাঁকে বিলক্ষণ কোরে ভূত সাজিয়ে দিয়ে একটী ছেলেকে দিয়ে তাঁকে উঠিয়ে, বোলে পাঠান যে, বাবু তাঁকে ডাকচেন। নীরদ বাবু এই রহস্যে বাদসার ওপর ভারী সন্তুষ্ট হলেন, বাইজীর গাওনা ভেঙ্গে গেল, কন্‌সার্টওলারা একবার কেঁকা কল্লেন, তা বড় লাগ্‌ল না, সকলে ওস্তাদি গাওনা শুনে, রাত হওয়াতে তাঁদের মজ্‌রো বন্ধ কোরে দিলেন, তাতে ঐ ওস্তাদে দল একেবারে মাটি হয়ে গেল।

এদিকে খানার সারিসারি পাত পড়্‌ল, কৈলে পোলাও, কৈলে ইষ্টিক, কৈলে কট্‌লেট্‌,—রামকালিয়ে, রাম টিক্‌লি, রামপাখীর পুর দেওয়া বেগুণের দম,—কপি, গল্‌দা চিংড়ীর কালিয়ে, ভেট্‌কী মাছ চচ্চড়ী, খাটা মাছ ভাজা, পাঁপড় খাস্তার কচুরি, লুচি, পরেটা, মিঠা গজা, অমৃত-জিলিপী, তাজফেণী, সীতাভোগ, লেডি-কেণিং, লর্ড হুট্‌পাট, মনোহরা, গোলাবী পেঁড়া প্রভৃতি সন্দেশ, ক্ষীরের মিষ্টান্ন, ছানার পায়স, ক্ষীর দধি, কম্‌লা লেবু, আঙ্গুর, বেদানাদি, টক মিষ্ট চাটনি ও মোরব্বা, হরেক রকম সরবৎ প্রভৃতিতে ছয়লাপ, কে কত খাবে। খাওয়া হলো, পরে মদের ধূমধড়ক্কা লেগে গেল, 'হুট্‌পাট্‌ অট্‌লট্‌' বুলিতে কাণ পাতা ভার, 'ধিন্তাধিনা' গোচ রঙ্গকের্ত্তন কামড়াকামড়ি, খেউড় গাওয়া, পচাল পাড়া, কাঁসারির সংয়ের চেয়েও বেআদপি সং সাজা, ঝাড় ভাঙ্গা, মাথা চালা, বমি করা, ফর্‌ফর্‌ কোরে ওড়া, অম্নি হাতপা ভেঙ্গে পোড়ে যাওয়া, উড়র হোর্‌রা, চিৎকারের হল্লা, শিয়াল ডাকা, প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ে নরক গুল্‌জার। শেষ কারু হাড়গোড় ভাংলো, কারু নাক কাম্‌ড়ে নিলে, কারু সাল, কাপড়, ছিঁড়ে ফাঁদ্‌রা ফাঁদ্‌রা; তবুও তামাম রাত গ্লাশ চল্‌চে,—'দেদার ঢাল' আওয়াজ বেরচ্চে। পরদিন কাউকে পাঁজাকোলা কোরে মড়ার মতন তুল্‌তে হলো; কাউকে পুকুরে চোবান হলো, কাউকে সেক্‌তে হলো, কাউকে পটি বসাতে হলো, পরে বাবুরা খাওয়াদাওয়া কোরে নেচেকুঁদে গ্রাম তোল্‌পাড় কোরে, সেখানে চিরকালের জন্য খোশনাম রেখে যে যার বাড়ী ফিরে এলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নীরদচন্দ্রের স্ত্রী—নীরদ।

রজনী থম্‌থমে, সকলে নিদ্রাগত, কেবল নীরদ চন্দ্রের স্ত্রী শয্যায় একাকিনী এপাশ-ওপাশ কর্‌চেন, আর স্বামীর বেআড়া চাল দেখে কত কি ভাবচেন, এমন সময় খট্‌খট্‌ কোরে শব্দ হলো, তিনি মনে কল্লেন, যে ইঁদুরে উপদ্রব কর্‌চে, ক্ষণ পরে যেন ইঁদুরের কাগজ কাট্‌বার মতন কিছুক্ষণ শব্দ হতে লাগ্‌ল, শেষে উঁচু থেকে একটা জিনীস ঘরের মেঝেয় ধুপ্‌কোরে পোড়ে গেল। নীরদ চন্দ্রের স্ত্রী ইঁদুর তাড়াবার জন্যে ধড়মড়িয়ে উঠে বস্‌লেন, অম্নি দেখ্‌তে পেলেন খড়খড়ের ভেতর থেকে একটা জানয়ার নীচের বাগানের একটা গাছ বেয়ে পালাল, অন্ধকার রাত, জানয়ারটাকে স্পষ্ট দেখা গেল না, বোধ হলো সেটা একটা বেরাল হতে পারে। ঐ রমণী ভাবী বিষয়ের কল্পনা কর্চ্চেন, তাঁর কপালে যে কি আছে ঈশ্বরই জানেন। আহা! মানুষের হাতে না পড়্‌লে কুলবালারা কতই যাতনা পান, কতই অপমান সহেন! কোনকোন মহিলা, দুশ্চরিত্র স্বামীর জন্যে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, যেন আপনি অপরাধিনী, একি কম বিড়ম্বনা? কেউ স্বামীর দুর্নীতি, লোক লজ্জা, ও সংসারযন্ত্রণা না সহ্য কর্‌তে পেরে আত্মহত্যা পাপে মগ্না হন, কেউ-বা দুশ্চরিত্রা হয়ে দেশের মাথা হেঁট করান্‌।

নীরদচন্দ্র পরদিন নেশায় ভোঁ হয়ে টল্‌তেটল্‌তে কোন এক আড্ডার ফিরৎ বাড়ীতে এলেন, তাঁকে হাত-ধরাধরি কোরে আন্‌তে হয়ে ছিল, তিনি বৈঠকখানায় এসে বেআড়া চিৎকার কোরে উঠে যাকেতাকে যা-ইচ্ছা-তাই গাল দিলেন, ক্রমে রং চোড়ে এল, চৈতন্য ফক্কাকে বল্লেন, 'বাবাজি, তুমি আমার মাতার মণি আর সব বেটা চোর—বাজাজি, তুমি বেটা শালৎ-শালগেরাম—তুমি নচ্ছার পাজী ছুঁচো—আচ্ছা বাবাজি, তার নাকটি যেন রসকলি—কে বাবা তুমি ইশেরা কর?—প্রাণ যায় রে প্রাণ যায়—এক গেলাশ দে রে তোর পায়ে পড়ি।'

চৈতন্য। 'মশয়, একটু স্থির হন, এখানেতো কিছু উপস্থিত নেই।'

নীরদ। 'আগে তা বল্লি নি কেন? (বাবাজীর পিঠে লাথী) নীরদ পরে চেষ্টদেরাজ খুলে এক বোতলের দাম বার কর্‌বেন ও হরি! না কিছুই নাই। মাতাল হয়েও তাঁর হুঁশ হলো যে দেরাজে অনেক টাকা ছিল, তার কিছুই নাই দেখে ভীমমূর্ত্তি হয়ে ইয়ারদের এলোপাতাড়ি প্রহার কর্‌তে লাগ্‌লেন, ইয়াররা তাঁকে খানসামার জিম্মে কোরে দিয়ে পালাল। নীরদ, চাকরের সঙ্গে নক্‌শাতামাসা কোরে, তাকে কিলিয়ে, চেঁচিয়ে, বাড়ী ফাটাতে লাগ্‌লেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য ঘটনা।

অট্‌লচ্‌ খুনবাক্স হতে টাকা চুরি যাওয়াতে তার কল বদ্‌লে কামড়াকামড়ি, খেউড় গাওয়া, [illegible] চেয়েও বেআদপি সং সাজা, ঝাড় ভাঙ্গা, এক [illegible] টাকাও বাইরে নীরদচন্দ্র দে[illegible] ফেলেন, তাতেও চুরি যাওয়াতে তা[illegible] রাখেন না, তবুও নিস্তার নাই, বাড়ীরভেতর বাক্‌স দেরাজ ও আলমারির ভেতর থেকে চুরি যেতে লাগ্‌লে অথচ সে সব আগে যেমন চাবী বন্ধ ছিল চুরির পরও সে সকল তেম্নি বন্ধ থাক্‌ত, কিন্তু কিসে চুরি যায় আর কেই বা চুরি করে তিনি তা ধর্‌তে পারেন না। তিনি এক সময় গোটাকত টাকার ধারে চিহ্ন দিয়ে রাখ্‌লেন। রাত্রে বাড়ী থাকুন বা না থাকুন, তিনি প্রতিদিন প্রত্যুষে ঐ টাকা দেখেন। চুরি রাত্রে যেত। নীরদ এক দিন দেখেন ঐ টাকা নাই, তাতে তিনি তাড়াতাড়ি দরয়ান-দের সিন্ধুকপেঁটরা খুলে, তাদের হুকুম দেন, যে, বাড়ী থেকে কেউ যেন না বেরয়, পরে চাকরদাসী, রাঁদুনী, দাওয়ান, সরকার, মুহরি, পুরুত, মায় আপনার স্ত্রীর পর্য্যন্ত সিন্ধুক বাক্‌স তল্লী-তল্লা খুলে ঐ টাকা বার কর্‌তে পার্‌লেন না। বৈঠকখানায়

হেমের একটী ডেস্ক আছে, বিচারে তা খোজা যদিও উচিত, নীরদ তাতে সহসা হাত দিলেন না, যদিও অন্য মোসাহেবদের হতে তাঁর নীচপ্রবৃত্তি সম্যক সাধন হয়, তথাপি হেমাঙ্গের সরল স্বভাবে ও নিষ্কলঙ্কচরিত্রে, তিনি তাঁকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসতেন, তাতে হেমাঙ্গের কেউ প্রতিবাদী ছিল না, কেননা হেম সকলের সঙ্গে সমান সদ্ভাব রাখ্‌তেন। নীরদ রাইটীং ডেক্স না খোলায় কেউ কিছু বল্‌তে পারেন না, দুষ্ট পূজারীবামুণ ছাড়্‌লে না, সুতরাং বাবু ডেস্কটি হেমাঙ্গকে দিয়ে খোলালেন, তাতে দেখেন তার ভেতর সেই চিহ্নিত টাকাকটি রয়েছে। নীরদ থতিয়ে গেলেন, হেম কাঁদ্‌তেহ দড়াম্ কোরে পোড়ে গেলেন, নীরদ সন্দেহ কল্লেন যে, এ পূজারীর কারসাজী, হেমাঙ্গের ওপর কোন মতে সন্দেহ হতে পারে না। এর মধ্যে কেউ হেমকে ঠেস্ কোরে বল্‌তে লাগ্‌ল, হেমাঙ্গ কেঁদে অস্থির, তিনি নীরদের পা ছুঁয়ে বল্লেন, যে, তিনি এ বিষয়ে দোষী নন, তাঁর অদৃষ্টের ফেরে যা হবার নয় তা হলো। কেউ বল্‌তে লাগ্‌ল, হেম কি কোরে অন্তঃপুরে যাবেন, আর চাবীর ভেতর থেকে চুরি যাওয়া বড় শক্ত, বিশেষ, ঘরে বাবুর স্ত্রী থাকেন, এ বিষম চুরির সন্ধান করা অসাধ্য, ছাতের উপর, অন্দরমহলের প্রবেশদ্বারে, যেখানেসেখানে পাহারা, এর ভেতর থেকে চুরি, এ স্বপ্নের মতন বোধ হতে লাগ্‌ল। কেউ আরব্য উপন্যাসের জেনির গল্প আনুলেন, বাড়ীতে স্বস্ত্যেনশান্তি অনেক হতে লাগ্‌ল, ভূত নাবান হলো, তবু চোরের সন্ধান পাওয়া গেল না। হেমাঙ্গ বসাক লজ্জাভয়ে রাইটীং ডেক্সটি আচাভুয়ার বাড়ীতে রাখ্‌লেন আর বাবুর বৈঠকখানা ছেড়ে আচার বাড়ীতে শুতে আরম্ভ কল্লেন। আচা নীরদের কাছে হেমের প্রতিষ্ঠা দেখে তিনি হেমের সঙ্গে ভাই পাতিয়ে ভাব কোরেচেন। এ রকমে, একটু মানুষের মতন লোকের লেজ ধোরে অন্ত্যজ লোকও মানুষের মধ্যে গণ্য হন, অথচ পূর্ব্বে তিনি কাওরাপাড়ায় থেকে কাওরাদের সামিল হয়ে ছিলেন, পরে তিনি ঘরভাঙ্গা কামমন্ত্রী হন। এ রকম লোকেরা ভিক্ষে বেরান, এঁদের চেনা ভার, এঁদের সব রকম কাযেই পাওয়া যায়!

হেমেতে আচাতে ক্রমে হরিহরাত্মা, হেমাঙ্গ গান তোয়ের

কোরে আচাকে শেখান্, হয়ত আচা হেমের ঠেন্ গান লিখিয়ে নিয়ে তা মুখস্থ করেন। দুটি যেন মাণিকযোড়, দুটির স্বভাব অমায়িক, তাঁদের চরিত্রে কোন দোষ নাই, তাতে মিল্‌বে না কেন? যে যেমন তার তেম্নি যোটে, যেমন হাঁড়ী তার তেম্নি সরাও মিলে থাকে। দুই গরিব বন্ধুতে এই রকম মিলেমিশে আছেন, এর মধ্যে এক দিন নীরদ চন্দ্রের স্ত্রী ডাক্‌ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌লেন, নীরদ কান্নায় ঘুম থেকে উঠে 'কেনকেন' কোরে প্রেয়সিকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, তাঁর স্ত্রী কপালে করাঘাত কোরে কেঁদে বল্লেন, 'আর আমার মরণ কি বোল্‌ব, মোর সিঁন্দুক খুলে সব্ গয়না গেচে।' সর্ব্বনাশ! নীরদ শুনে মাথায় হাত দিয়ে বোসে পড়্‌লেন, হীরে, জহরৎ ও মতিতে অভাব-পক্ষে লক্ষ টাকার গহনা, নীরদ কিছু ক্ষণ চৈতন্যরহিত ও নিস্পন্দ; পরে সিঁধুক খুলে দেখেন, যে তা 'হাঁহাঁ' কর্‌চে, তিনি ফের লোকজনের জিনীসপত্র উট্‌কে বাড়ী খুজে উলট্‌পালট্ কল্লেন, কোথায়ও একটী বামাল বেরুল না, বাদসাইকুড়ে চাল-পড়া, নলচালা, পাণদর্পণ, প্রভৃতি অনেক সন্ধান বোলে দিলেন, গরলগাছার ঢোঁড়া-উল্লা, রামকেষ্টপুরের মড়া আচার্য্যি, রাজ্যের জ্ঞান, গুণী, সন্ন্যাসী, সাহেব ও বাঙ্গালী স্পিরিচুয়ালিষ্ট (ভুতুড়ে) জড়ো হলো, তাতে সকলেই ১০ টাকা পেলেন, কিন্তু শেষ না রাখ্‌তে পেরে দুএক-ঘা মিষ্টি মেঠাই খেয়ে বিদায় হলেন। নীরদের আহার নাই, নিদ্রা নাই—লোকজন আত্মীয়-বন্ধু সকলের উপর বিষদৃষ্টি, কেবল বেচারা আচাভুয়া ডাঁশ আর হেমাঙ্গ বসাক এখনও অবিশ্বাসী হন নাই, B A. নাগ মশয় দেখেশুনে সোরেচেন, নীরদ বদফেয়ালি ভুলে গেলেন, পুরাণ দাসদাসী, দরওয়ান, ও আমলাদের জবাব দিয়ে নূতুন লোক বন্দ-বস্ত কল্লেন, শোবার ঘরের নীচের বাগানে রাদ্দিন পাহারা রইল, এতে কিছু দিন চুরি মেড়ো পড়্‌ল। নীরদ চন্দ্র এক দিন অন্তঃপুরে একটু মনের ফুর্‌তিতে বোসে পত্নীর সঙ্গে লেখাপড়ার কথা কচ্চেন, তাঁর পত্নী বিবির কাছে লেখাপড়া শিখেচেন, নীরদ মধ্যেমধ্যে তাঁর পড়া শোনেন, নীরদ তাঁকে বই আন্‌তে বল্লেন, তাঁর পত্নী সেল্‌ফ থেকে বই পাড়্‌তে গিয়ে দেখেন তাঁর রচিত কতকগুলি পদ্য সেল্‌ফে নাই, এতে তিনি হাস্‌তেহাস্‌তে স্বামিকে

বললেন, 'একি হলো, পোড়া চোরে কি আমার লেকা কাগজ-গুলিও ছাড়্বে না? হাসিও পায় দুঃখও ধরে।' নীরদ চন্দ্র 'হুঁ। এত দেশ থাকতে চোরের কাগচ নিয়ে আবার কাঁয, তুমি ভুলে আর কোতায় রেখেচ' এই কথা বোলে পত্নীর মুখে পড়া শুন্‌তে লাগ্‌লেন, দৈবাৎ পাত উল্‌টাতেং বোয়ের ভেতর থেকে এক-খান চিটী পোড়ে গেল। নীরদ চন্দ্র সেইখানি তুলে পত্নিকে জিজ্ঞেস কল্লেন, 'এ কিসের চিটী' তাঁর রমণী হাস্‌তেহাস্‌তে বল্লেন 'তবে এ তোমারই কায, কাগজগুলি নিয়ে চিটীখান রেখেচ। নীরদ চন্দ্র 'সে কি' বেলে চিটীর শিরনামা পোড়ে দেখেন তাতে আপন স্ত্রীর নাম লেখা, পরে তাহা খুলে এই পাঠ কল্লেন,—

প্রমোদিনী উষা পাশে তপন কিরণ
কে বলে রুচির অতি মন অন্তরালে?
সেরূপ বিরূপ হলো রূপেতে তোমার।
চিকন-চিকুর-চিত্র অতি অনুপম,
কবরী-ভূষণ আহা কেমন সেজেচে
অতুল বিপুল রূপে! পীনপয়োধর
যৌবন কোরেচে আলো,—বর্ণনে না যায়!
কিবা ছলে কে শিখালে নেচেনেচে চোয়
নয়ন ভুলায় মন! আর হাসিরাশি
যেন বিজলীর ছলে প্রকাশি লুকায়।
উন্নত কোমল গলে দোলে রত্নমণি,
সঙ্কুল কাঁকালে শোভে সোণার মেখলা।
হেরে তব চারু ছবি কবি যায় হেরে,—
বর্ণনে বিবর্ণ ছাঁদ *—পড়িল প্রমাদে।
যেমন মাঠের মাঝে সতৃষ্ণ পথিক
মরীচিকা হেরে হ্লাদে ধায় সরোবরে,
যেতেযেতে মায়া-জল অমনি লুকায়,
হাহাকার করে পান্থ ভ্রান্ত হয়ে মোজে।
অতি গুণবতী সতী সত্য বটে তুমি,
মিছে আশা করি আমি তোমার লাগিয়ে,
ফেল না আমায় ফেরে মরীচিকা মত।

* ছন্দ।

প্রেমের পুতলি হেরি উথলিল সুখ.
শুন লো, প্রিয়ে লো! বলি,—কি বলি কি বলি?
না সরে বচন মোহে, প্রাণাকুল হলো,
রাখ প্রাণ আদরিণি! তোমার সুঠাম
নয়নের অভিরাম, তবু প্রিয়তমে!
কি লাগিয়ে দিবানিশি প্রাণ কেঁদে ওটে?
ভাবিয়া ভাবুক মন অকূলপাথারে
প্রাণ হারাল হারাল, রাখ লো রাখ লো
আশ্রয়ে, নইলে প্রাণ হারাই হারাই!

প্রেমাকাঙ্খী বশম্বদ,
শ্রীহেমাঙ্গ বসাক।

নীরদ চন্দ্র পত্র পোড়ে একবার পত্রপানে—একবার ভূমি-পানে—পুনশ্চ পত্রপানে—আরবার ভূমিপানে চেয়ে, পরে এক-বার আকাশপানে—একবার স্ত্রীর পানে—আবার পত্রপানে চাই-লেন—ক্ষণকাল হতচিত্ত হয়ে রইলেন, পরে অকস্মাৎ যেন বাতিকের বেগে ঝেঁকে উঠলেন। তাঁর মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল—গা টল্‌টল কর্‌তে লাগ্‌ল—তাঁর মুখ অপস্মাররোগের মতন বিকট হলো, তাঁকে যেন ধাঁদা লাগ্‌ল। তার পত্নী 'ও মা কি হলো' বোলে কেঁদে উঠে তাঁকে ধোরে ফেল্‌লেন, নীরদের অগ্নি প্রচণ্ড মূর্ত্তি, তাঁর মুখ ফুল্‌তে লাগ্‌ল—চক্ষু আরক্ত হলো—ঠোঁট কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল আর তিনি ব্যাঘ্রের মতন লাফিয়ে উঠে পত্নীর ঘাড় ধোরে তাঁকে চিঠীখান দিয়ে বল্লেন, 'এ সব কি কাণ্ড? তবেতো তোরা আমার সর্ব্বনাশ কর্‌চিস্' বোলে তাঁকে কঠিন করাঘাত কর্‌লেন, তাতেও না ক্ষান্ত হয়ে, তাঁকে 'এর বিহিত কর্‌চি' বোলে শাসিয়ে আস্ফা-লন কর্‌তেকর্‌তে বাহিরে গেলেন। বৈঠকখানায় হেম আর আচা বোসে আছেন, তাঁরা তাঁর উগ্র-মুর্ত্তি দেখে স্তম্ভিত হলেন। হেমাঙ্গকে দেখে নীরদের অঙ্গ রাগে গস্‌গস্ করতে লাগ্‌ল, আর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন হেমাঙ্গের কোমলাঙ্গ বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল। নীরদ পত্রখান হাতে কোরে দীর্ঘকাল এই ভাবে বোসে রইলেন, আচাভুয়া বেগতিক দেখে হেমকে ইঙ্গিত কোরে দুজনে উঠে যান এমন সময় একখান পত্র হেমের গা

থেকে ঠিক্‌রে নীরদের কাচে পড়্‌ল। আচম্‌কা পত্র পড়াতে নীরদ চম্‌কে উঠ্‌লেন, হেম আর আচা চোলে গেলেন। নীরদ লিপিখান নিয়ে দেখেন তার শিরনামায় হেমাঙ্গ বসাকের নাম লেখা আর তার অক্ষরগুলি তাঁর স্ত্রীর লিখিত বোধ হলো। তিনি পত্রখান খুলে এই পাঠ কর্‌লেন,—

নবীন-নীরদ-নাদে চাতকী যেমন
জল-আশে রঙ্গে হাসে পুলকে মগন।
পুচ্ছ উচ্চ কোরে শিখী নাচিয়া বেড়ায়,
রসরঙ্গে প্রেয়সীকে তুষিবারে ধায়।
গোলাব-কুসুমগুলি একে মনোরম
যদি মিলে প্রজাপতি হয় অনুপম!
কুহরে কোকিল যদি বিচ্ছেদ-মিলনে
আহা কি ললিত তাহা অনুরাগি মনে!
নির্ঝর নিরখি যদি সরিতের কূলে,
প্রকৃতির ছবি হেরে মন যায় ভুলে।
ভুলেও ভুলি না তবু উড়ু উড়ু মন,
প্রাণনাথ যদিস্যাৎ না রন্‌ তখন।
এসএস হৃদয়েশ! এস একবার!
এস হে, রাখ হে প্রাণ,তুমি হে আমার।

সেবিকা, বিরহিণী,
শ্রীমতী উজ্জ্বলকামিনী দাসী।

নীরদ চন্দ্র পত্র-খান উল্‌টেপাল্‌টে দেখেন, তবু তাঁর মনের প্রতীতি হয় না, একবার মনে করেন, যে প্রণয়িনীর স্বভাবে লেশ মাত্র দোষ নাই, হেমাঙ্গেরও কখন চিত্তের চাঞ্চল্য, অবিনয়, কি অশ্লীল প্রকৃতি, ভ্রমেও দেখেন নাই, তবে এ কি ঘটনা? এ কি বিধি-বিড়ম্বনা না অদৃষ্টগোচর-ফল? নীরদ চন্দ্র হেমাঙ্গের হস্তের লেখা দেখেছেন, তাহাতে আর তাঁর স্বাক্ষরিত পত্রের শিরনামাতে ঈষৎ প্রভেদ আছে, এতে নীরদ একএকবার মনে করেন, যে প্রণয়িনীকে অকারণ পীড়ন কোরেছেন, আবার ভাবেন যে, না, লিপি নিশ্চয় তাঁর হস্তলিখিত, আর যেকালে টাকা হেমাঙ্গের ডেক্স থেকে বেরুল তখন হেমাঙ্গ অবশ্য সক-

লেতে দোষী, তবে তার হঠাৎ না দণ্ড কোরে আর একবার দেখা যাক কি ঘটতে কি ঘটে, এই মনে কোরে তিনি হেমাঙ্গের সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার করতে লাগ্‌লেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নীরদের ঢলাঢলি—নিষ্কলঙ্ক কর্ত্তার দলে গোলযোগ।

নীরদের সভায় আর সকলে উপস্থিত, কেবল পুঁয়েনাগ মশয় আর বাদসা অনেক দিন ভেগেছেন, পুঁয়েনাগ না থাক্‌লে বড় এসে-যায় না, বাদসাবিরহে সভা অন্ধকার। নীরদ বাবাজীকে বল্লেন, 'দেখ বাদসা আর দেখা দেয় না, ক দিন ডেকে পাঠালুম, তাতে খাতির নদারৎ।'

'দেখা দেবে কি, এ বাড়ীতে যে হেঙ্গাম হায় গেচে তাতে ইচ্ছে হয় না যে এ বাড়ী মাড়াই' বোলে বাবাজী উত্তর কল্লেন।

'আমরাও (আচার প্রতি দৃষ্টি কোরে) সে জন্যে বড় যাতায়াত করি না, মশয় প্রতিপালক, আপনার ধার কিছুতেই সুধতে পারি না, পরমেশ্বর আপনাকে সুখেঁ রাখুন, আমাদের অদৃষ্ট হতে আপনার দিনদিন ভয়ানক ক্ষতি, এতে আমরা মোরে আছি' হেমাঙ্গ এই বল্লেন।

'আপ্‌নার পা ছুঁয়ে (পদ স্পর্শন ও সকলের হাসা) বল্‌চি মোশাইকে না দেক্‌লে প্রাণ চম্‌কে ওটে, তাই হেমকে বলি যে ভাই, বাবু আমাদের কি ভাল, এমন বাবু হবে না, এত যে চুরি, তবু বাবু আমাদের আপ্‌নার ছেলেমেয়ের মতন দেকেন, অন্য হলে, কি কার্‌খানাই কোর্‌তো, কার মনে কি আচে কে জানে ভাই, তবুও বাবু আমাদের পিতৃপালন কর্চ্চেন' আচাভূয়া এই কথা কহে সভাজনকে হাসালেন।

'হামাদের জাত হেমন লয়, মোশার কাছে পরবুস্তি হচ্চি ও জন্যে হামিত ভুলতে পারবে না', বোলে ভঁয়রো মিশ্র অভিপ্রায় প্রকাশ কল্লেন।

নীরদ চন্দ্র সকলকে ঠাণ্ডা কোরে বাদসার বাসাতে যাওয়া কর্ত্তব্য স্থির কোরে সকলে ফেটিংয়ে চেপে তথায় উপস্থিত হলেন। বাদসার বাসা মাণিকতলার সারকুলার রোড়ের পূর্ব্ব ধারের এক বাড়ীতে। নীরদ চন্দ্র বাদসাকে বল্লেন, 'একেবারে যে ডুমুরের ফুল হলে, আর যে দেখা পাওয়া ভার, কেন আমাদের অপরাধটা কি ?'

'ক্ষ্যামা করুণ ওকথা বলবেন না, বড়মানুষের সঙ্গে ইয়ারকি দেওয়া পেক্ষোম, আপনার বাড়ী যে চুরির ধূম, তাতে কি জানি শেষে গরিবের ছেলেকে নিয়ে বা টানাটানি হয়, সে দিন তো হেমাঙ্গের ডেস্ক থেকে টাকা বেরুল, কোন্ দিন হয়তো আমার বাসায় খানাতল্লাস হয়' বাদসা এই উত্তর কল্লেন।

'না হে না, যা হবার তা হয়েচে, কিছু দিন আর গোল নেই' নীরদ এই আশ্বাস দিলেন।

'তা হলেই বাঁচি, একি সর্ব্বনেশে চুরি, দেখেশুনে পেটে হাতপা সেঁধয়' বাদসা এই বোলে সাউথুড়ী কল্লেন।

পরে একথা-সেকথার পর নীরদ বাদসাকে কিছু মাল সংগ্রহ করতে বল্লেন, বাদসা তাতে 'আমার বড় পা কামড়াচ্চে' বোলে ওজর কল্লাতে নীরদ আচাকে দিয়ে দু বোতল ওলড টম্ আর তার উপযুক্ত ফুলুরী, বেগুণী, কড়াইভাজা, লঙ্কা মরিচ, চাটনি আনালেন। 'ঢাল্ঢাল্ দেদার ঢাল' বুলি উটল, রং বেজে গেল, ঘুরেঘুরে কুঁদেকুঁদে নাচা; গ্লাস ভাঙ্গা, কাপড় ছেঁড়া, ঘরে আঁস্তাকুড় করা, হাঁকডাকে পাড়া ফাটান, রাস্তার লোককে ঠাট্টা করা; ঢোলে পড়া, প্রভৃতিতে রঙ্গভূমি ক্রমে জমকাল হতে চল্ল। নীরদ চন্দ্র নেশায় ভোঁ হয়ে হেমাঙ্গকে নিয়ে পীড়াপীড়ি কোরে গ্লাশ নিয়ে তাঁর মুখে ঢেলে দিতে চান, ক্রমে ভারী জবরদস্তি ও জোর করতে লাগলেন, এই সময় রাস্তায় একটা গোল উঠল, হেমাঙ্গ তড়াৎ কোরে লাফিয়ে 'মশয় কি দেখে আসি' বোলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন, দেখেন গোচ্ছার বদমাইস ছোঁড়া একটি স্ত্রীর উপর লেগেছে, তাঁকে ঠাট্টা ও

অঙ্গভঙ্গিতে নিতান্ত কাতরা কোরেছে, চৌকিদার রঙ্গ দেখে হাসচে। হেমাঙ্গ স্ত্রীটিকে জিজ্ঞাসা কোরে জানলেন তিনি ভদ্র লোকের স্ত্রী, মন্দ অবস্থা বোলে তাঁর কন্যার বাড়ী হতে হেঁটে বাড়ী যাচ্চেন। এদেশের লোকেরা এত অসভ্য, তাঁরা রমণীকুলের মর্য্যাদা এত তাচ্ছল্য করেন যে, আমেরিকা খণ্ডের ইন্দিয়ানরা, আফরিকার হটেনটটেরা, আর বন্য সাঁওতালেরা তাঁদের অপেক্ষা যোষাগণের মান রাখতে জানে। এদেশে ভদ্র মহিলারা গবাক্ষে দাঁড়ালে, লোকের মাঝে মুখ বার করলে, তাঁরা বেআব্রু হয়ে থাকেন। তীর্থস্থানে, ও গঙ্গাতীরে কত বেআদপ্ হয়ে থাকে মনে করুণ। নচ্ছার বাবুদের দুরবীণ-কষা-চোখে,—শীশে ও ইশারায় বোধ করি তাঁদের নিজ নিজ বাড়ীর অনেক স্ত্রী পতিতা হন। এতে আবার এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা হবে, স্ত্রীদের প্রকাশ্যে ও লোকসমাজে আনা হবে! এবিষয়ে ব্রাহ্মেরা অনেক সভ্য বলিতে হয়।

'তোমাদের এ ভারী অন্যায়, রাস্তায় মেয়েরা কি চোলবে না? কার বাড়ী না মেয়ে আচে, হেমাঙ্গ ছোঁড়াদের এ কথা বোলে স্ত্রীটিকে যেতে বলাতে ছোঁড়ারা 'হ্যাঁ বাবা একলা ভোগ না হলে কি হয়, বাবু বুজি বেম্মদত্যি রে' আপ্নাআপ্নি এই বোলে ঐ কামিনীর গা ঘেঁসে দাঁড়াল, হেমাঙ্গ আর সহিতে না পেরে 'খবরদার—সোরে যাও, নইলে এখনি দেখতে পাবে' বোলে সাহসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে ছোঁড়ারা ফের বালীকতা আরম্ভ করে এই সময় নীরদের দলবল আসাতে ছোঁড়ারা কে কোন্ দিকে ছুটকে পালাল।/বাবুর মেজাজ ভরপুর মাৎ হওয়াতে তিনি অসাড় হয়ে পোড়ে আচেন, স্ত্রীটি চোলে গেলেন, ইয়াররা বাবুকে গাড়ীতে তুলে বাড়ী চল্লেন। হেম আর আচা, নীরদের বাড়ী হয়ে চোলে যান, তাঁদের মনে পোড়ল যে, নিষ্কলঙ্ক কর্ত্তাভজা-দের কাণ্ডটা একবার দেখতে হবে। হেমাঙ্গ আচাকে ঐ অব-তারদের ইতিবৃত্ত শুনিয়েচেন, আচার তাতে তাঁদের দেখতে ভারী ইচ্ছা হয়েছে, সে দিন শুক্রবার ছিল, অতএব তাঁরা পরা-মর্শ কোরে হুটুম গোঁসায়ের আস্তানায় গেলেন।

আস্তানা লোকে গিজ্‌গিজ্ করচে। ঝাঁপ্টাকাটা, উল্‌কিপরা, ডাইমনকাটা, খাঁদানাকী, চেরণদাঁতী, পোঁটাচুর্ণী, পেঁচামুখী,

প্রভৃতি ভালমন্দ চেহারার আজ-বিবি নাগাদ নাৎপুতির বয়সী রঙ্গিনীগণ, আর থর-কামানে, হাড়হাবাতে, মড়াকেঠো, গোবরগণেশ, নবকার্ত্তিক, বাবরিচুলো, ঝাউগুঁফো, কাছাখোলা মোল্লা, প্রভৃতি আণ্ডাবাচ্ছা, ও বুড় রামশালিকি-গোচ মর্দ্দরা একেবারে ঘেঁষাঘেষিতে জমাটবেঁধে আছে, বাড়ীতে চোখ মেলবার স্থান নাই। ছাতে বারাণ্ডায় পেতেনে, পুঁই-মাচার উপর কাণাচে, ঝোঁপেঝাঁপে, নাগাদ শিকেয় ঝুলে লোকের গাদী লেগেচে, তার মাঝে 'ওমা কত্তা কি ভুঁড়ে গো'—'মা গো এম্নি কোরে কি পা মাড়াতে হয়'—'আ মর ছোঁড়া'—'বুড় মিনুষের রঙ্গ দেকো,—'শ্যামসুন্দর মদনমোহন বংশীধারী' প্রভৃতি রসাল বাক্যালাপ হচ্চে। এক ঘরে অন্নক্ষেত্র আর কলায়ের ডালের হ্রদ হয়ে রয়েচে, এর মধ্যে বেরাল, কুকুর, ও কাগ; লোকের চোখে ধূল দিয়ে কায উদ্ধারের জন্য প্রবেশ কর্‌চে। বাড়ীতে এক দুষ্ট গাভী আছে, একজন লোক স্থানাভাবে তার কাঁধে চাপবার উপক্রম করাতে সে দড়ী ছিঁড়ে ছুটকে পড়াতে কে কার ঘাড়ে পড়ে, মাগীগুলত আলুথালু হয়ে চিৎকার কোরে বাড়ী মাথায় কল্লে, হুলস্থূল পোড়ে গেল, হুটুম গোঁসাই চটকে যাবার ভয়ে কোণে দাঁড়িয়ে কষাকষিতে শরীর দুর্ব্বল কর্‌বার বিশেষ যত্ন পাচ্চেন, বটুক সাঁই সকলকে অভ্যর্থনা কর্‌তে ক্ষান্ত হয়ে এই ওক্তে কেষ্ণনীলের অনুকরণ কর্‌চেন, হেমাঙ্গ বসাক আর আচাভুয়া ডাঁশ এই সময় বাড়ীতে প্রবেশ কল্লেন। তাঁদের দেখে কর্ত্তা ভারী অপ্রতীভ, কিন্তু ভুঁড়ি চাপার ভয়ে সর্‌তে পারেন না, অভ্যর্থনাও কর্‌তে পারেন না, অতএব কুলবধূরা ভাসুরকে দেখে যেমন লজ্জা পান কর্ত্তা তেম্নি লজ্জায় ঘাড় গুঁজে রইলেন। রাত হয়ে এল, গাভীটি, অনেকের ঘাড়ে লাথী কষিয়ে শেষে ধরা পড়্‌ল। সে দিন নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়দের একটা মেলা, হুটুম গোঁসাই হেমকে অভ্যর্থনা কোরে বল্‌লেন যে, 'আমাদের সঙ্গে ঘোষপাড়ার দলের মতান্তর জন্য উভয় দলের যে খেদ ছিল এখন আমার যত্নে আর ঘোষপাড়ার কর্ত্তা মহাশয়ের সম্মতিতে কুশলেন্দ্র আচার্য্য মশয় অনুগ্রহ কোরে এখানে সশিষ্য এসেচেন, এতে দুই দল এক হবে! কুশলেন্দ্র প্রাচীন লোক, তাঁর মাথাটি আগাগোড়া কামান,

আকার সম্পূর্ণ ভদ্র লোকের মতন,—প্রকৃতি কিঞ্চিৎ চঞ্চল, আর তিনি বাকচাতুরীতে বড় নিপুণ। হুটুম গোঁসায়ের শিষ্যেরা গুজুগাজু কর্‌চে যে, কুশলেন্দ্র মূলে কর্ত্তাভজা নন, তিনি একজন প্রাচীন নৈয়ায়িক, পয়সা পেলে তিনি সব কর্ম্মে ও সব দলে আছেন। এ কথা কত দূর সত্য আমরা বল্‌তে পারি না। ছোটদিদি রসুইমহলে গিন্নীপণা কর্‌চেন আর বোলচেন 'মাগো আমি কটা হাত কোর্‌ব?' অন্নব্যঞ্জন বড় পরিবেষণ কর্‌তে হয় না, যে জাতি হোগ, নিয়ে খেলেই হলো, সমস্ত দিন কেবল খাওয়া, রাত অবধি খাওয়া থামে না, দিনের বেলা গোঁসায়ের এক পালা সংকীর্ত্তন আর ভজনা হয়েচে। সোণার চাঁদ বাবু যদিও খোশপোষাগী কি সৌখীন নন্, তবু খোশ্‌মেজাজী বটেন, তিনি সে দিন ৪-আঙ্গুলচেটাল কালাপেড়ে ধুতি পোরে; এক জোড়া হাফ্‌ ইষ্টিকিং আর চিনের বাড়ীর বার্ণিশ জুত পায়ে দিয়ে শিলির্ভ্‌বোদামের পিরহান্‌ গায়ে দিয়ে, তার উপর পাক-দেওয়া উড়নী বুকের মাঝে চাপরাসের মতন বেঁধে, রূপর চেন-বোদামের ছিদ্রে একটি গোলাব ফুল গুঁজে আর একগাছ বেতের ছড়ী হাতে কোরে ঘুর্ণিয়েঘুর্ণিয়ে মেয়ের পালে অসিকতা কর্‌চেন। সোণারচাঁদ ক্লার্ক মেলার উদ্দেশে মাথায় বছরাবধি চুল রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা পেয়ে ছিলেন, মাথা গরমের দরুণ তা গজিয়েও গজায় না, তিনি এ দিন নাকের মাঝে থেকে সুতো ধোরে মাপ কোরে ঘাড় পর্য্যন্ত একটা সমান শিঁথে কাটতে যত্ন পান, কালের কুটিল স্বভাব বশতঃ শিঁথেটি যতবার কাটেন ততবার সেটি এলোমেলো হয়ে পড়ে, তাতে তিনি ত্যক্ত হয়ে 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল, এলোমেলোই সই' বোলে ঐ সাজের মাথায় জরীর বুটোতোলা শাদা তাজ দিয়ে নবকার্ত্তিক দাঁড়িয়েচেন। ক্লার্ক বাবু দিনের বেলা এক পালা সেতার বাজিয়ে ফেলী, কাঞ্চনী, মায় মজুরদের পর্য্যন্ত মোহিত কোরেছেন। ক্রমে রাত বাড়্‌তে লাগ্‌ল, বটুক সাঁই অন্তর শুচি কোরে, ভাবে গলিত হয়ে, মাথাটি হেঁট কোরে রহেচেন, হুটুম গোঁসাই এক 'হাঃ' কল্লেন, স্ত্রীশিষ্যেরা একএকজন কোরে তাঁকে বাতাস কর্‌চে। কুশলেন্দ্র মঙ্গলাচার কোরে আগমনি গেয়ে এই বক্তৃতা কল্লেন,—

'ধর্ম্ম কারু হাত ধরা নয়, সকল জাতিরই ধর্ম্ম আছে। সৃষ্টির আদিমাবস্থায় ধর্ম্ম এক রূপ ছিল, তখন বোধ হয় আদিম জাতিরা বন্যজাতির মতন ইন্দ্রায়ুধ, কাদম্বিনী, উল্কা, বায়ু, সমুদ্র, ও অগ্নি প্রভৃতিকে পূজা করতেন। আদিত্য নিশান্তে দিঙমণ্ডলের চারু রূপ উজ্জ্বল প্রভায় প্রচার করতেন, তাতে আদিমবাসীদের কাযকর্ম্মের সুবিধা হতো, তদ্ধেতু তাঁরা ঐ দেবকে দেবের মধ্যে আদি বোলে কীর্ত্তন করেন। বেদের মত ধরতে গেলে (আর সে মত অখণ্ডনীয়) নিরবয়ব জ্যোতিরূপ পরব্রহ্মই অনাদিপুরুষ। পুরাণের মতে তাঁর দশ অবতার হয়। যদিও পূর্ব্বাবধি পঞ্চোপাসক ছিল, তথাপি প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত ব্রাহ্মই ছিলেন, পরে ঐ পঞ্চ উপাসকের প্রত্যেক দল কালেকালে নানা সংজ্ঞায় ভিন্নভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। সৌর, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও গাণপত্যেরা ভারতের ভিন্নভিন্ন দেশে ভিন্নভিন্ন মতে ব্যাপ্ত হয়েছেন। পূর্ব্বে মূর্ত্তি পূজার বিশেষ প্রথা ছিল না, রূপ কল্পনা, কোরে পূজা করা বিরল ছিল, ক্রমে শাস্ত্রের চর্চায় একএক ধর্ম্মনিরত রাজা, কি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, কেউ জাতি বর্ণের উচ্ছেদ কোরে, কেউ সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি কোরে, কেউ জাতিমর্য্যাদা বর্দ্ধন কোরে, মানবধর্ম্ম নানাকারে প্রচলিত করেন, নতুবা ব্রহ্মা চাতুর্ব্বর্ণ্যের যে নিয়ম কোরেছেন, যাহা মন্বাদির ধর্ম্মশাস্ত্রে বিস্তাররূপে প্রচার আছে, তাহাই চিরকালের ধর্ম্ম বোলে পরিগণিত হয়, তন্মধ্যে ঋষিরা বিশেষ কোরে যুগভেদে ধর্ম্মভেদ নির্ণয় কোরে তাহা আপনাপন প্রণীত সংহিতায় লিপিবদ্ধ করেন। রাজা বেণের সময়ে সঙ্করজাতির সৃষ্টি হয়, পরশুরাম ধরণী নিক্ষত্রা করলে ক্ষত্রিয় লোপ হয়, ঋষিরা কৌশল কোরে ক্ষত্রকুল পুনঃস্থাপন করেন। যযাতির সময়ে ম্লেচ্ছের উৎপত্তি হয়। আদিসুরের যজ্ঞের পূর্ব্বে এদেশীয় আর বৈদিক ব্রাহ্মণ ভিন্ন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিল না, বল্লালের সময়ে কান্যকুব্জস্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আর পঞ্চ কায়স্থের এদেশে বাস হয়, তৎকালে এদেশীয় নবশাক জাতির ও সুবর্ণ আর গন্ধবণিকের থাক হয়। রঘুনন্দনের দ্বারা বৈদিক কর্ম্মের উচ্ছেদে তাঁর স্বনামখ্যাত স্মার্ত্তমত প্রবল হয়, তাতে নিত্যকর্ম্ম আর ধর্ম্মাচরণের নিয়ম গৌড় প্রদেশে স্বতন্ত্র হয়

চৈতন্য দেবের অবতারে এদেশে বৈষ্ণব শ্রেণীর মতান্তর হয়ে যায়। আমাদের ধর্ম্ম ঐ ধর্ম্মের অন্তর্গত বলতে হবে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিরতিশয় প্রযত্নে তদবধি জগদ্ধাত্রী ও অন্যান্য দেবী পুজার প্রাদুর্ভাব হয়। আমাদের দ্বেষ নাই, আমরা সময়ে-সময়ে সত্যপীরের উপাসনা করি, তাই বোলে সত্যপীর যে আমাদের ধর্ম্মের অন্তর্গত দেবতা এ স্বীকার করি না। এ সামান্য কথা, এর উপর আবার ঋষিকেষ্ঠকে নিয়ে জড়ালে আমাদের ধর্ম্ম ছ্যাছ্যা হবে। ঋষিকেষ্ঠ কে? সেত ছুতরের ছেলে, আর বাবা ঠাকুরের জন্মের বৃত্তান্ত শুনলে ভক্তি উড়ে যায়, কোন্ বিধাতা এই অবতারকে সৃষ্টি কোরেছেন? ঋষিকেষ্ঠ কাহারা ভজে? ম্লেচ্ছেরা। বাবাঠাকুরকে ডোমে ছোঁয়, এঁরা যদি আমাদের উপাসনার যোগ্য, তবে পরেশনাথ কি অপরাধ কল্লেন? ধর্ম্ম মনে আর ভক্তিতে, তা মালা ঠকঠক্ কল্লেও হয় না, ঘণ্টা নাড়লেও হয় না, গাউন পোরলেও হয় না। সেই যে সার বস্তু, একাগ্র নিষ্কলুষ চিত্তে তাঁর ধ্যান কল্লে, তাতে ব্রত, পুজা, হোম, যজ্ঞ, সকলাপেক্ষা ফল হয়। 'সে দোরের নাইকো কপাট' তবু তাঁকে চেনে কে? রসনা ভুলেও তাঁর অপার মহিমাস্খলিত সুধারস পান করে না, বিজন বনে ঋষিরা অনসনে সে রস মন্দের সাধে পান কোরে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি কোরেছেন। আহা! গলিত পত্রকুটিরে, কি শিখরচূড়ায়, আতপের তীব্র তেজ সহে, জলপটলের ঘোর জলসেচনে ভিজে, সেই মহাত্মারা যে কি সুখে কালাতিপাত কোরেছেন তা স্মরণে জ্ঞান ও ভক্তির উদ্রেক হয়। রূপকল্পনা অবোধের বোধের জন্য, তা বোলে যুক্তিবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, আর সদাচার বিরুদ্ধ, মুর্ত্তি পুজা করা, ম্লেচ্ছরীতি, ম্লেচ্ছনীতি, প্রচলিত করা, ম্লেচ্ছকে দেবতা বোলে কীর্ত্তন করা, বাতিকের জোরে মুখে অনর্গল 'বাইবল' মন্ত্র জপা, আর কি কথায় কালুরায়, ও ধর্ম্মরায়কে ডাকা, উন্মাদের লক্ষণ। একেত সব ধর্ম্মেই গলদ আছে, লোকের মন তাতে সহজে বসে না, তাতে নিতান্ত ভড়ং কি নিতান্ত শঠতা করলে ক্রমে নাস্তিকতা প্রবল হবে। ধর্ম্মে মত্ততা কিছু নয়, তাতে ধর্ম্মের হানি হয়, তাতে স্থির বুদ্ধির, ও চিত্ত শুদ্ধির, আবশ্যক, ইন্দ্রিয় সংযমনই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। আমাদের ধর্ম্ম

কর্ত্তার ঝুলিকাঁথা নিয়ে, তাতে বাগাড়ম্বর নাই; 'সে গাছের নাইকো পাতা' পাতা নাই তা ঝর্‌বে কি? বরঞ্চ বৃদ্ধিই আছে, ফেঁকড়িতেফেকড়িতে বেড়েই যাচ্চে, ফল একগাছের বোলে সব সুস্বাদু, এতে কলম লাগালে, কারচুপি খেল্‌লে, সার বস্তু নিস্তেজ হবে। ভাইসকল, ভগ্নিরা! আপনারা ভ্রান্তি ত্যাগ করুণ, বৃক্ষের শাখা বৃক্ষেতেই থাকা ভাল, তার ছেদনে শাখারই সম্পূর্ণ ক্ষতি।'

কুশলেন্দ্র এই বোলে বক্তৃতা পর্য্যাপ্ত কর্‌লে হুটুম গোঁসাই দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে এক 'হাঃ' কল্লেন, বটুক সাঁই প্রভৃতি শিষ্যেরা রেগে লাল হয়ে কুশলেন্দ্রকে সভার মাঝে অপদস্থ কর্‌তে উদ্যত, কেউকেউ তাঁকে ঠেস কোরে 'বুড় শালিক আবার কেষ্ণ বোল্‌বে' বোলে ব্যঙ্গ কর্‌তে লাগ্‌ল, কেউ মুখভঙ্গী ও বিদ্রূপে তাঁকে উচিতমত গুরুদক্ষিণা দিলে, কেউ বল্‌লে, 'বুড়র তিন কাল গেছে এককাল ঠেকেচে তাতে বুদ্ধিসুদ্ধ লোপ পেয়েচে' শেষে সকলে জড়িয়ে বুড়কে নাস্তিক স্থির কোরে তাঁকে চ্যালেঞ্জ কর্‌তে অগ্রসর। ধূমধড়ক্কা লেগে গেল, হাঁকের চোটে ভূত পালায়, ঝকড়াগণ্ডগোলে কুরুক্ষেত্র বেধে গেল, তিড়িং কোরে লাফান, চাঁদমুখে ভেঁউচন, ঘুষির কসরৎকরা, বাগিয়ে লাঠী ঘুরাণ, গলা খাঁকরি দেওয়া, গাল বাজান, আর হাততালি দেওয়াতে রঙ্গভূমি মাত্‌ কোরে তুল্‌লে, ভারী আখোজ বেধে গেল, আচার্য্যের দল সর্‌বার চেষ্টায় এই মিষ্টি উত্তর গেয়ে আসর সরগরম কল্লে ;—

হায়রে কলির চেলা ফুট্‌-ফাট্‌-ফুট্‌!
বিশ্‌মোল্লায় ঝুট্‌,
সব ফাকীজুকী ছুট্‌,
ধর্ম্মের দোহাই মেগে দেশ কল্লে লুট্‌
কর্ত্তার কাঁথা ঢেকে।
কাঁথা ঢেকে, যীশু ডেকে, মুখে ব্রহ্ম বোল্‌,
বাজে পীর-কীর্ত্তন খোল, তোমার সভার আগে।
সভার আগে, দিশে লাগে, কালুধর্ম্মরায়
মজার বুজরুকি দেখায়, চেপে ঘাড়ের মাঝে।

ঘাড়ের মাজে, শিঁতে সাজে, পর লট্‌পট্‌_বুট,
হায়রে কলির চেলা ক্রুট-ফাট-ফুট!

হায়রে কলির চেলা ফুট-ফাট-ফুট!
হৃদে কালকূট,
ভণ্ডামে নিটুট,
আঙ্গুল আড়াল দিয়ে সব কল্লে লুট
ধর্ম্মের নামের জোরে।
নামের জোরে, ঝুলি ভোরে, পাঁউরুটি বিস্‌কুট
দাঁতে কুট্‌কুট্‌ কুট্‌ফুট্‌, টোকো উইলসন্‌ জোপে।
উইল্‌সন্‌ জোপে, কাপে কোপে, বাগিয়ে মার মোষ,
তাতে নেইকো দোষ, পোড়া পেটের দায়ে।
পেটের দায়ে, জাত হারায়ে, পড় অট্‌লট্‌গুট্‌,
হায় রে কলির চেলা ফুট-ফাট্‌-ফুট্‌!

আর 'দূ ই য়েঁ কঁলিই ধাঁয়া হুঁৎপাৎ-হুঁৎ' বোলে ঝাঁটা হাতে কোরে এক প্রকাণ্ড রাক্ষসী এসে ভণ্ডতপস্বীদের এলোপাতাড়ি ঠেঙ্গাতে লাগ্‌লে। রাক্ষসীকে দেখে সকলের প্রাণ উড়ে গেল, হুটুমের দলের রঙ্গভঙ্গ, ও মুখের সাপট_ ঘুরে গেল, মাগীরা 'মা গো' বোলে আঁৎকে উঠল, বাবাজীরা 'ও বাবা এ কে রে' বোলে দাঁতেদাঁতে লাগিয়ে কেঁপে মরে, কুশলেন্দ্রের পাল 'হরেকেষ্ণ' জোপ্‌চে, হুটুম গোঁসাই ভয়ে অপকর্ম্ম কোরে বস্‌লেন, বটুকসাঁই গাঁজার কল্কে এক বাবাজীর গায়ে ফেলে দিয়ে ঝড়ে-হেলা নারকেলগাচের মতন বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ কোরে আকাশ পানে চোখ কোরে রয়েচেন, বাইরে হুলস্থূল পোড়ে-গেছে, 'পালারে' 'এলোরে' 'গেলুমরে' চিৎকারে কাণ ফেটে গেল, কে কোন্‌ দিকে পালাবে তার ঠিক নাই, কারু দিগ্‌বিদিগ জ্ঞান নাই, ভয়ে পাইখানায় ঢুকে পোড়েচেন, মহা কোলাহল, কাণ ঝালাফলা, ভাগোভাগো আচাভুয়া কেমন কোরে গুড়ি-মেরে পালিয়েচেন, হেমাঙ্গ বসাক এক কোণে সেঁধিয়ে থরথর কোরে কাঁপছেন, তাঁর সকলের চেয়ে বিশেষ ভয় লেগেচে.

মাগীরা রাস্তায় পোড়ে কেউ বলে 'ওটা ডাইনী' কেউ বল্লে 'ওটা হুটুম গোঁসায়ের মা' এক জন বল্লে 'তা হলে গোঁসাই আৎকাবে কেন?' পরে 'শাঁকচিন্নী' 'পেত্নী' আর যে 'যত রকম জানুত সব রকমে সব গড়নে রাক্ষসীর বর্ণনা কল্লে। 'অ্যাঁত আঁৎ অঁব্‌দি হেঁয়াঁঙ্গাম, তোঁদেঁর ছাঁলাঁয় (জ্বালায়) পাঁয়াঁপঁইড়ঁসী (পাড়াপড়্‌সী) কিঁ ঘুঁম্মুবেঁ না' বোলে আচ্ছাকোরে শাসিয়ে রাক্ষসী অন্তর্ধান হলো।

ক্রমে সকলের জ্ঞান হয়ে ত্রাস কম্‌ল, কর্ত্তাভজারা যে যার ঘরে চোলে গেল, হুটুম গোঁসাই ভয়েই হোক্, কি লজ্জায় হোক্ এখনও এলোথেলো হয়ে পোড়ে রামরাম কচ্চেন, ছোটদিদি আর বটুক সাঁই আশ্বাস-বাক্যে তাঁর ভয় ঘুচাচ্চেন, আচাভুয়া ভাঁশ রাস্তায় হেমাঙ্গের প্রতীক্ষা কর্‌ছিলেন, হেমাঙ্গ তাঁর কাছে যুট্‌লে দুই বন্ধুতে চোলে যান, আচার তখনও ভয় ভাঙ্গে নাই, তিনি থেকেথেকে পেছনে দেখ্‌চেন, হেম তাঁকে ভরসা দিয়ে বল্‌লেন, 'আহে কিসের ভয়? এখনুত আমরা অনেক দূর ছাড়িয়ে এসিচি, যাকে সকলে রাক্ষসী মনে কর্‌ছিল, ওটা একরকম রাক্ষসীই বটে, কিন্তু সে মানুষ, তার নাম কল্লে, আমার গায়ের রক্ত জল হয়।' আচা জিজ্ঞাসা বল্লেন 'তবে সেটা কে?' হেমাঙ্গ তাতে 'ওটা একটা পাড়াকুঁদুলে মাগী, পূর্ব্বে তার যেমন বিকট আকার আর প্রচণ্ড স্বভাব ছিল এখনও সেইরূপ আছে, বরঞ্চ নাকঠোঁট কাটায় গন্নাখাদ হয়ে দেখ্‌তে আরো ভয়ানক হয়েচে, কিন্তু কিসে এ রকম হলো এ বড় আশ্চর্য্য, পৃথিবীতে তার যুটি নাই' বোলে আচাকে বুঝালেন। পাঠকেরা ঐ রাক্ষসীর ইতিবৃত্ত জানুতে উৎসুক হচ্ছেন, তার ইতিবৃত্ত গল্পের আরম্ভে প্রকাশ আছে, সে বক্‌না পিয়ারী। তার দৌরাত্ম্যে জ্বালাতন হয়ে মাখনওলার গলির লোকেরা মায় দোকানীপসারী এককাট্টা হয়ে হাপ্‌সী মাধাইকে জাঁদরেল্ কোরে এক দিন তার সঙ্গে রণক্ষেত্রে মাতে, তাতে বক্‌না, ঝাঁটা, পোড়াকাঠ, শেষে ব্রহ্মাস্ত্র বঁটি জারী কর্‌তে কসুর করে নাই, তাতে মাধার কাণ, কারু নাক, কারু হাত, কাটা যায়, শেষ হাপ্‌সী মাধাই এককামড়ে তার নাকঠোঁট কেটে নেওয়াতে বক্‌না-পিয়ারী কাবু হয়ে পড়ে, আর সে সেই অবধি

লোকলজ্জায় মাখনতলার গলি পরিত্যাগ কোরে হুটুম গোসা-য়ের আস্তানার নিকটে ঘর বেঁধে আছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

হেম ও বাদসার বিপদ।

নীরদ চন্দ্র বাদসার বাড়ী থেকে তয়েরি হয়ে এসে বেহুঁস হয়ে পড়েন, পরদিন নেশা ছুট্‌লে কাপড় ছাড়বার সময় দেখেন যে জামার পকেটে ঘড়ী আর ২৫টাকার ১কেতা নোট নাই, এতে তাঁর প্রাণ উড়ে গেল। পূর্ব্বে যে গহনাপত্র চুরি গিয়েচে তার অপেক্ষা যদিও এ সামান্য ক্ষতি, তথাপি আবার চুরি যাওয়াতে তাঁর অত্যন্ত ভাবনা হলো, বিবেচনা কর্‌লেন, যে 'সাবধানের মার নাই' বদফেয়ালি হতেই এ সব ঘটে, হেমা-ঙ্গের উপর সম্পূর্ণ সন্দেহ হলো। তথাচ খানসামার উপর তম্বি কর্‌লেন। খানসামা 'ধর্ম্মঅবতার পুনঃপুনু এ রকম হওয়া বড় মোন্দ, এতে আমরাই খাত্তাই হই,' আমাদ্দের বোল্‌তে ভরসা হয় না কিন্তু হুজুর একবার বাবুদের কাচে তল্লাস কল্লে ভাল হয়, সে দিন তো হ্যামাঙ্গ বাবুর ড্যাস্ক থেকে ট্যাকা ঘেরুল, কার মোনে কি আচে ধম্ম জানে, কিন্তু সকলেই বলেন যে সে ট্যাকা রাকা কারু কারসাজি, নইলে হ্যাম বাবুর মোতন ভদ্দর মানুষ কলিতে দেকা যায় না' বোলে বাবুকে হুঁসিয়ার কোরে দিলে, তাতে নীরদ তাকে 'তবে তুই কি বলিস্' জিজ্ঞেস করাতে খানসামা 'হুজুর বিবোচনার মালিক, আমরা গোলাম, কি বল্‌বো' উত্তর কর্‌লে। একে সম্পূর্ণ সন্দেহ হয়েচে, তাতে খানসামা উস্কে দিলে, নীরদ খানাতলাসের জন্যে থানা থেকে সারজনকে আন্‌তে বল্লেন। সারজন বাবুর নামে তাড়াতাড়ী এলেন, নীরদ তাঁকে সঙ্গে কোরে আচাভুয়ার বাড়ীতে গেলেন। আচা আর হেম গত দিনের নীরদ বাবুর ঢলাঢলি, রাস্তায় নচ্ছার বাবুে

ব্যলীকতা, আর কর্ত্তাভজা দলের ঘটনা নিয়ে কথাবার্ত্তা কচ্ছিলেন, সিঁড়ীতে ভুম্‌দাম্ কোরে লোক ওঠাতে আচাভুয়া চম্‌কে উঠ্‌লেন, এমন সময় সারজন, জমাদার, পাহারাওলা, ও বাবু, উপস্থিত। আচাভুয়া তাঁদের দেখে ভয়ে কেঁচর মত্তন কুঁকড়িসুঁকড়ি হলেন, হেমাঙ্গও ভয় পেলেন, নীরদ তাঁকে বল্‌লেন 'কাল্ পকেট থেকে আমার ঘড়ী আর ১ কেতা নোট হারিয়েচে, তোমরা নিয়ে থাক কি কে নিয়েচে দেখে থাক বল, এবার আমি অল্পে ছাড়্‌ব্ না।' দুই বন্ধু সভয়ে ম্লান হয়ে উত্তর কর্‌লেন, তাঁরা তার বাস্পও জানেন না। নীরদ তা শুনে হেমাঙ্গকে বল্লেন 'একবার তোমার ডেস্ক খোল।' হেমাঙ্গের প্রাণ উড়ে গেল, একবারত ধরা পোড়েচেন, কি করেন, ডেস্ক খুলে দেখাতে যান অম্নি নোট বেরিয়ে পড়্‌ল। নীরদ অবাক হয়ে রইলেন, হেম, বাবুর পায়ে জড়িয়ে বল্লেন, যে তিনি জানত অপরাধী নন। সারজন নোট নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস কল্লেন যে, তিনি ঘড়ী বারকোরে দিবেন কি না। হেমাঙ্গ উত্তর কল্লেন যে তিনি ঘড়ীর বিষয় কিছু জানেন না, নোটের বিষয়ও কিছু জানেন না, তবু তিনিই চোর স্বীকার করেন; সারজন্ তাঁকে কড়্‌কাতে লাগ্‌লেন, ক্রমে গালাগালি ঘুষা, ও গলা টেপায় হেমাঙ্গকে নিপীড়িত কর্‌লেন, তথাপি হেম ঘড়ী চুরি স্বীকার কর্‌লেন না। যদিও বন্ধুত্ব নিবন্ধন আচাভুয়াও চুরির ভেতর থাক্‌তে পারেন, তথাপি নীরদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যখন অস্বীকার গেলেন আর যখন তাঁর বাক্সসিন্দুকে কিছুই বেরুল না, তখন তাঁকে কেবল খানিক পীড়াপীড়ি কোরে নিষ্কৃতি দিলেন। সারজন হেমাঙ্গকে ধোরে নিয়ে যান, নীরদের হঠাৎ স্মরণ হলো যে গত দিন বাদসা চুরির উপলক্ষে খানাতলাসের কথা উত্থাপন করেন, এতে বাদসার ওপর যদিও সন্দেহ হতে পারে তবু বাদসা এমন আহাম্মক নন যে জানিয়ে চুরি কর্‌বেন, বিশেষ, বাদসা নীরদকে কোন রকমে কখন ঠকান নাই, তবু বাদসার ঐ অলক্ষণে কথা মনে পোড়ে নীরদ সারজনকে বাদসার বাসায় লয়ে গেলেন। বাদসাই কুড়ে এত বেলায়ও ঘুমচ্ছিলেন, তাঁকে ওঠালে, তিনি সারজনকে দেখে বল্লেন, 'এ আবার কি?' নীরদ সহজে বল্লেন 'ভাই রাগ কোরো না, কাল আমার পকেট থেকে ঘড়ী চুরি গেছে,

তোমার এখন কোন দোষ নেই, তবু উচিতমত সকলের মন রাখ্‌বার জন্যে একবার তোমার কাচে তলাস নেওয়া মাত্র।’ বাদসা এ কথা শুনে ‘মন্দ নয়, আমি যে, কাল তখনি বোলিচি যে কোন্‌ দিন আমার খানাতল্লাস হবে, ঐ যে হেমের হাত বাঁধা’ বোলে ‘এই নাও চাবী নাও’ বোলে চাবী ফেলে দিলেন। নীরদ ‘আ হে রাগ কর কেন’ বোলে তাঁর বাক্স খোলান—ও সর্ব্বনাশ! না সোনার ঘড়ী অম্নি বেরিয়ে পড়্‌ল। বাদসা থতমত খেলেন, সারজন ঘড়ী নিয়ে তাঁকে ধর্‌তে যায়, বাদসা উপস্থিতমত ‘কেন কি হয়েচে, আমি কি জানিয়ে চুরি কল্লুম? কাল বাবু এখানে মদ খেয়ে ঢলাঢলি কোরে ছিলেন, আমি বেগতিক্‌ দেখে ঘড়ী হারাবে ভেবে তা খুলে তুলে রেখিছি, এখনি তা দিয়ে আস্‌তুম, এতে আমি চোর’ বোলে মুখের সাপটে সারজনকে পর্য্যন্ত ‘থ’ কোরে দিলেন, সারজন বামাল পেয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার কোরে তাঁকে আর হেমাঙ্গকে পুলিশে নিয়ে গেলেন। নীরদ মকদ্দমার জোগাড় কর্‌তে লাগ্‌লেন।

দশম পরিচ্ছেদ

পুলিশ।

স্থাবরজঙ্গমে যত বিকটাকার ও ভয়ানক জীব কি ভয়ানক বস্তু আছে, পুরাণে নরকের যেরূপ ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা আছে, পুলিশ তাদের সমান ভয়ানক স্থল। এর নামে ঠেঁটাম, অতি-বুদ্ধি, লুকাচুরি, ও ধড়ীবাজী বেরিয়ে পড়ে, ভদ্র লোকের পক্ষে পুলিশে হাজির হওয়া মৃত্যুর সমান, সেকেলে বুড়রা সে জন্যে পদেপদে ক্ষতি স্বীকার কোরেও পুলিশে পা দিতেন না। পুলি-শের গায়ে যেন যত রকম ভয়ানক জুআচুরি, ঘুষ, বাটপাড়ী, বব্বলেম, গঙ্গাজলি, অবিচার, চোরের ভাল, সাখের দায়, ইত-রামি, ও অত্যাচার লেখা আছে। ভদ্রলোকের ১০টাকা চুরি

গেলে তাঁর [illegible]তে, আগাগোড়া ঘুষ দিতে, হাড়ীমুচী ও [illegible] দিতে, আর না খেয়ে হাজির থেকে; বেশীর ভাগ গলাধাক্কা খেতে, প্রাণান্ত হয়, তাতে দাবী ফেঁসে গেলে (তা প্রায় সহজেই যায়) তাঁর নাকালের শেষ থাকে না। এর অপেক্ষা ঝক্‌মারি নাই! ফৌজদুরীর নামে শঙ্কা হয়, তাতে সত্যকে মিথ্যা করা বড় সহজ, পয়সা ছাড়্‌লে একএক রামুশামু, পিদ্‌রুবাঁদ্‌রুর হাড়ে ভেল্কী খেলে, এর্‌ ভেতর অনেক বাঙ্গালিও আচেন যাঁরা রামুশামুর মাস্‌তুতো ভাই। কল্‌কেতার পুলিশ যাঁরা একবার দেখেচেন, তাঁরা কখন ঐ চমৎকার স্থান ভুল্‌তে পার্‌বেন না, যদি সেখানে গলাধাক্কা প্রভৃতি না থাক্‌ত তা হলে সকলে যাদুঘর ছেড়ে ঐ অপরূপ যাদুঘর দেখ্‌ত। সেখানে ভদ্রলোকের যে কত খাতির তা এক হেয়ার স্কুলের হেঙ্গামে প্রকাশ হয়েচে, এতে আবার আমরা সভ্য রাজ্যে বাস করি! এতে আবার শিবিলিজেসন্‌, আর রিফর্‌মেসন্‌! হায়! যেখানে শামুবাঁদ্‌রুর মেলা, যেখানে ভদ্রলোক বাঁদ্‌রুর হুকুমে-হুকুমে ফিরে চোরের অধম ও হাড়ীর হেঁজ হয়ে থাকেন, সেখানে পদার্পণ করা কি ঘৃণাকর! আমরা যে সময়ের গল্প কর্‌চি তখনত কল্‌কেতার পুলিশ ছিল ভাল, এখন বৃষ্ঠা-আইন আর ১৪ আইনের নষ্টামি, আর বিচারের রহস্যতে সহরে কাণ পাতা ভার। খবরের কাগজে একএক দিনের নকল, আর ক্লার্কের মনিটারি দেখে হেসে পেট দম্‌সম, ঐ দুই আইন এ রাজ্যের টেক্কা আইন। এমন সভ্য খোশপোষাগী রাজ্য কখন হয় নাই আর হবে না! বৃষ্ঠার যাচন্দার, গোয়েন্দা, আর তদ্‌বিরকারদের ঘোঁৎঘোঁতানিতে লোকের নিত্য-নিয়মিত-কর্ম্ম খোলসারূপে সারা ভার; এর ভেতর হেল্‌থ-অফ্‌-শূয়র সকলের ওস্তাদ। বৃষ্ঠার আইনের যথার্থ মর্ম্ম বুঝ্‌তে গেলে জুষ্টিশ্‌ মশয়রা আগে সাজা পেতে পারেন, সহরের তাবৎ পাইখানা জড়িয়ে তাহা তাঁদের ১টা পগারের সঙ্গে সমান। একি তাঁরা এক দণ্ড বিবেচনা করেন? তাঁরা কেবল প্রজাপীড়ন কর্‌তে আছেন। ১৪ আইনের দরুণ শতশত নিরপরাধিনী রাঁড়িভুঁড়ীর ভূষ্য নাশ হতে দেখে ভদ্রলোক সব 'অবাক' হয়ে আছেন। বিলেতে এ রকম আইন জন্য পার্লেমেন্টের অখ্যাতিতে ঢিঢি বেজে গেছে, এখানকার

রাজপুরীর রাবণের ওপর এক কাঠী। আজকাল পুলিশ দফায়২ রকমারি এজালাশে মেছোহাটা, কুচনিপাড়া, নিলেম, ও মেতরের আড্ডা প্রভৃতি ঝক্‌মেরেচে। গুল্‌জার নগরের এই চেহারাখানি সকলের সেরা, এর ভেতর লাইসেন্‌স আইন চিত্তির কল্লে সোণায় সোহাগা হয়!

এদিকে পুলিশে নীরদ চন্দ্র, সারজন আর সোণারচাঁদ উকীলের সঙ্গে কাটগড়ার একধারে দাঁড়িয়ে মকদ্দমার তদ্‌বির কর্‌চেন, বাদসা আর হেমাঙ্গ চৌকিদারের জিম্মেয় আর এক ধারে আছেন। ঘরের ভেতর পাহারাওলা, সারজন, হাটচোর, গাঁটকাটা, গোয়েন্দা, খোঁচো উকীল, ও বাট্‌পাড় মোক্তার, গিস২ কর্‌চে, এর মধ্যে উকীলে মক্কেলে পরামর্শ, চোরাইমালের সওদা, গোয়েন্দার ফিকির আঁটা, আমলাদের ভিক্ষা কোরে কার্‌চুপি খেলা, তামাসাদর্শকদের জটলা, চ্যারিটির চাঁদা সাধা, ভদ্রলোকের গলাধাক্কা, ভদ্র সাহেব ও ভদ্র বাবুর রাঁড়ের ছেলের খোর্‌পোষের মাম্‌লা, খুনি হেঙ্গাম, ইত্যাদি নানা রংদার ব্যাপারে পুলিশের ছবি যেন মুখ-খারাব কোরে গালাগালির সাজে সেজেচে। বাইরে বাদসা প্রভৃতি অপরাধীর আত্মীয় ও সাক্ষী আর হরেক রকম লোকের দঙ্গল কেউ মদ খেয়ে, কেউ অমায়িকের চেহারায় কাতারেকাতারে দাঁড়িয়েচে। ঘরের ভেতর বাদসার পক্ষে চৈতন্যফক্কা সাক্ষীস্বরূপ হাজির আচেন, তিনি বাবুর বেচাল আর তাঁর বাড়ী অসুখব চুরি, বিশেষ, বন্ধু দুইজনের দুরবস্থা দেখে প্রতিজ্ঞা করেচেন যে, আর নীরদের সংস্পর্শে থাক্‌বেন না। যদিও বাদসার সঙ্গে তাঁর চিরকাল 'চিড়ে কাঁচকলার' সম্বন্ধ, তথাপি বহুকাল আলাপে, বিশেষ, বাদসার বিপদ দেখে, আর তাঁর আত্মীয়দের বিস্তর খাতিরে তিনি নীরদের মাতলামি প্রমাণ কর্‌বার জন্যে হাজির হয়েছেন। আচাভুয়াও এর মধ্যে থেকে, হেমাঙ্গকে দূর থেকে আশ্বাস দিয়ে ফুঁপিয়ে২ কাঁদচেন, তা দেখে পাছে মেজেষ্টারের দয়া হয়, নীরদ, চৌকিদারকে টিপে দিয়ে তাঁকে ঘর থেকে তাড়ালেন, এ রকম ঘটনা পুলিশে নিত্য হয়ে থাকে।

বাদসার চেহারা মলিন হয়েচে, তবু তিনি এমন ভাবভঙ্গি দেখাচ্চেন, আর হাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আচেন, যেন জানাচ্চেন

যে তিনি নিরপরাধী। বাদসার তরফ্ কানিংহাম উকীল এসেচেন। উকীল কানিংহাম্ ভারী বিচক্ষণ লোক, তাঁর তুল্য ব্যবস্থাকুশল ও সদ্বক্তা উকীল আজকাল নাই,' ছুট্‌লে আদালতে তাঁকে পেলে, কৌন্‌সিলির আবশ্যক হতো না; এতে কোরে উকীল কানিংহাম্ শেষ দশায় ভারী মাগ্‌গি হয়ে পড়েন, তাতে কোনকোন সময় তাঁকে ফি দিয়েও পাওয়া যেত না! উকীল কানিংহাম্ ঘাড়মুখ নেড়ে এক চোখে একখানা গ্লাশ এঁটে মেজেষ্টরের প্রতি মিট্‌২ নজর করাতে কোর্টসুদ্ধ লোক যেন একটা বাঘকে দেখে ভয়ে নিস্তব্ধ হলো, মেজেষ্টার আর সোণারচাঁদের গোচ উকীলরা ভড়্‌কে গেলেন। কানিংহাম উকীল, ইন্টারপ্রিটরকে মামলা তুল্‌তে বল্লেন, ইন্টারপুটুর তাতে জোড় হাতে নিবেদন কল্লেন, যে, কেস নম্বর মাফিক ডাক হবে, আদালতের এই নিয়ম। উকীল কানিংহাম তাতে চোটে ঠিকরে উঠে ধম্‌কে দুইএক ফুটুর্‌ফাটুর কোল্লে ইন্টারপুটুর ভয়ে ব্যস্ত হয়ে সব কায ফেলে 'বাদী নীরদ চন্দ্র' বোলে হাঁক দিলেন। উকীল সোণারচাঁদ সবে গোলেমালে পাস্ হয়ে তাঁর গুরুজী উকীলদের আখড়ায় ৵০ আনা হিস্যের জুনিয়ার পার্টনর (ধামাধর বখরাদার) হয়েচেন, সোণারচাঁদ বাবু আইনেতে দ্বিতীয় মিত্তিরজা খুড়, তাঁর পেটে অষ্টরম্ভা গজগজ কর্‌চে, বিদ্যা পাছে বেরিয়ে যায় এই ভয়ে তিনি মাল্‌কোঁচা মেরে তার উপর চাঁদনীচকের ফিরৎ প্যান্‌-ট্যান্‌-টেলুন্‌ জুড়েচেন, মাথায় ৫০ সালের বন্যার আমলের নাম, মাত্র শাদা বাঁধা পাগড়ী এঁটেচেন, আর গায়ে একটা বাসি-ধোপের চাপকান ঝুলিয়ে সামাইদারের বেশে হাজির আচেন। সোণারচাঁদ উকীল আসরে নেবে কুঁতিয়েকাঁতিয়ে ওপ্‌নিং ইস্‌পিচ্ (কিচমিচ) কর্‌বার চেষ্টা কল্লেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তা ভেঙ্গে ছর্‌কুটে যাওয়াতে কানিংহাম উকীল মুখভেংচে বিদ্রূপ করায় কোর্টসুদ্ধ লোক হেসে গড়াল। অনেক কষ্টে কাগচের রিপোর্টাররা ঐ হিস্‌প্রিচের অর্থ মোটে এই সিদ্ধান্ত কল্লে যে, চাঁদ উকীলের মক্কেল, সহরের মধ্যে প্রসিদ্ধ ধনীমানী-জ্ঞানীমহাত্মা, অনেক দিবসাবধি তাঁর রাড়ীতে, বাইরে, অন্দরে, বাক্সে, লক্ষ্মীর কৌটয়, শেষে পকেট্ থেকে, জিনীসের নিকেশ

নাই চুরি যাচ্চে, এতে লাকটাকার ওপর মালামাল হারিয়েচে, কিন্তু কয়ে দিয়ে হারায় আর কে নেয়, তিনি বিস্তর সাবধানে আর বিস্তর পাহারাতেও ধরতে পারেন না, শেষে তাঁর শুভাদৃষ্টক্রমে ঘড়ী আর নোট হাতেহাতে ধরা পড়ল, এতে তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে, আর কোর্টও অবশ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন যে, পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আর সে দিন পর্য্যন্ত তাঁর ক্লাএন্টের বাড়ীতে যত চুরি হয়েচে বাদসাই চাটুয্যে আর হেমাঙ্গ বসাক তার মূল কারণ। ঐ পাষণ্ডদের অন্ন জুটত না, একজন সত্যসত্য ভিক্ষা করত, নীরদ বাবু তাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেন, এ সেওয়ায় মাসহারা, বক্সিস্, আর তারা যখন যা চাইত তাদের দিয়ে তার মতন পুরস্কার পেলেন। কলিতে লোকের ভাল করতে নেই, এজন্যে তিনি অরসাপকে (worship) অননুয় করেন যে, এমন বেইমানদের পুলিপালানের হুকুম হয়। সোণারচাঁদ উকীল এই কিচমিচ কোরে ইঁাপছেড়ে জিরুতে লাগলেন, কানিংহাম্ উকীল তা শুনে মেজেষ্টারের মুখপানে চেয়ে চাঁদ উকীলকে ঠাট্টা বটকেরা কোরে সারলেন, পরে আপনার মক্কেলকে রক্ষা করবার জন্যে এই কয় আপত্তি কল্লেন ;—

১ দফা—কোর্টের জুরিসডিক্সন্ (এলেকা সরহদ্দ) নাই।

২ ”—(misnomer) (নামের ফের্)

৩ ”—ঘড়ী রাখা চুরি না হয়ে bonafide (অহিত ভেবে নয়) কার্য্য স্বীকার করেন।

মেজেষ্টার। ‘আপনার আপত্তিগুলি ভাল কোরে বুঝিয়ে দিন।’

কানিং। ‘প্রথমতঃ’ আমার মক্কেলের বাস ২৪ পরগণার এলেকার মধ্যে, উত্তর-সরকুলর্ রোড়ের পূর্ব্বধারে, চার্য্যে আর পরোয়ানায় কলকেতার উক্ত রাস্তার মধ্যে মানিকতলা যে সাকিন দেওয়া হয়েচে তা ভুল, ঐ রোড়ের পূর্ব্বধার ২৪ পরগণার আর পশ্চিম ধার কলকেতার সরহদ্দ, আমার মক্কেল রাস্তার পূর্ব্ব ধারে থাকেন, ঘড়ী রাখা সেই খানেই হয়ে ছিল, অতএব এ মকদ্দমা কখন কলকেতার পুলিশে আসতে পারে না, এই আপত্তিতে আপনার কোন ক্ষমতা নাই, তথাপি (চাঁদ

উকীলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) বাদীর উকীল এই ছেঁচ্‌ড়া মিচিল নিয়ে অন্য আদালতে ফের ধাষ্টমি না করেন তাঁকে সতর্ক কর্‌বার জন্যে আমি অন্য আপত্তি খুলে বল্‌চি। আমার দ্বিতীয় আপত্তির মর্ম্ম এই যে, সব জাতির মধ্যে সখ্‌- কোরে alias (ওর্‌ফে) নাম রাখার ব্যবহার আচে, তা বোলে একজনের যথার্থ নাম থাক্‌তে তাকে বাদসাই চাটুয্যে বোলে আদালতের পরোয়ানায় হাজির করান নিতান্ত বেল্‌- কৃমি ও বেঅকুব, (এখানে 'আমার ক্লাএন্ট আমাকে ঐ নাম বলাতে আমি তাই লিখিচি' সোণারচাঁদের উত্তর) তুমি না অনুসন্ধান কোরে ক্লাএন্টের মুখে একবার যা শুন্‌বে তাই লিখে বস্‌বে? তোমরা আইনের মর্ম্ম নেজ তুলে একবার দেখ না, কেন উকীলগিরি কোরে বেড়াও, যত নির্ব্বোধ উকীলদের হতে আদালতের অকারণ দুর্নাম আর মক্কেলদের সর্ব্বনাশ হয়, (কোর্টের প্রতি) যদিও আমার দ্বিতীয় আপত্তিতে বাদীর প্রার্থনায় আদালতের রেকর্ড সংশুদ্ধি হয়ে মিচিল শুনানি হতে পারে তথাপি প্রথম আপত্তিতে আমি আদালতের ক্ষমতা বন্ধ কর্‌লেম। আমার তৃতীয় আপত্তিতে আমি স্বীকার করি যে, আমার মক্কেল, দ্বিরদ না বিরোদচন্দ্র বাবুকে মাতা- লের হেঁজ হয়ে ঢলাঢলি কর্‌তে দেখে তাঁর হিতের জন্য ঘড়ীটা তাঁর পকেট থেকে নিয়ে আপনার বাক্সে যত্ন কোরে তুলে রাখেন, চন্দ্র বাবু নেশার চোটে নিশ্চয় তা হারিয়ে ফেল্‌তেন, এ বিষয় সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করান সহজ, আর আমার এই আপত্তি পিনেলকোডের মর্ম্মানুযায়ী, তা এ আদা- লতে ভেঙ্গে বল্‌বার আবশ্যক করে না। ফলে, আমার ক্লাএন্ট নির্দোষী, মান্য, গণ্য, পুণ্যবান লোক, তিনি ফিরৎচন্দ্রের ধার ধারেন না, আর তোয়াক্কা রাখেন না, তবে চন্দ্র বাবুর সঙ্গে তাঁর প্রণয় ছিল তাতে তিনি চন্দ্র বাবুকে পদেপদে কত বিপদ হতে বাঁচিয়েছেন, আর কৌশলে, পরামর্শে ও বলে, তাঁর পদেপদে কত উপকার কোরেচেন, তাতে, চন্দ্র বাবু যে রকম ভদ্রলোক তার মত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কল্লেন। খলের সঙ্গে মিত্রতা করার এই ফল! আমার ক্লাএন্ট অকারণ এই অন্যায় দায়ে ঠেকে চিরসঞ্চিত সম্ভ্রম, ও চিরপরিচিত কুলমর্য্যাদা, একেবারে

বিসর্জ্জন দিলেন, সে সকল উদ্ধার জন্য তিনি দ্বিরদ না ধীরদ চন্দ্রের উপর ২০০০০টাকার হুরুমূতের দাবী দিবেন।'

মেজেষ্টার। (সারজনকে ধম্‌কে) তুমি আদালতের লোক হয়ে পুলিশের এলেকা কত দূর জান না? আজ্‌ অব্‌দি আমি তোমাকে সস্‌পেণ্ড কল্লেম।(সোণারচাঁদের প্রতি) বাবু, তোমরা আইন আদালত কিছু বোঝ না, তুমি প্রধান আদালতের উকীল হয়ে আদালতের সামান্য সেরেস্তা জান না? কি আশ্চর্য্য! কোন্ মূর্খ এসব উকীলদের পাস্‌ করে? তোমার চেয়েত জেলাকোর্টের মোক্তররা ভাল। আমি এ মাম্‌লা ২৪ পরগণায় চালান কর্‌তে পারি, মাম্‌লার আগাগোড়া গলদ, এতে তোমাদের অভিরুচি হয় মিচিল নিয়মিত নেজামৎ আদালতে রুজু কর, আমি দাবীর সত্যাসত্য ও আইনের মর্ম্ম বিষয়ে কিছু বল্‌তে চাই না, উপস্থিত কেস্‌ এ পুলিশের হুদ্দর মধ্যে ঘটে নাই, তাতে এ বিষয়ে আমার এক্তার না থাকা প্রযুক্ত এ মাম্‌লা ডিস্‌মিস্‌ কল্লেম' বোলে দাড়িগোঁফ নেড়ে মেজেষ্টার সোণারচাঁদ উকীলকে হাঁকিয়ে দিলেন। বাদসাইকুড়ে ড্যাং ড্যাং কোরে নাচ্‌তেনাচ্‌তে হাস্‌তেহাস্‌তে নীরদ বাবুকে ঠেস্‌ কোরে 'ধর্ম্ম আছে বাবা ধর্ম্ম আচে, আমার মনে পাপ নেই, যার পাপ ছিল তাকেই ভুগ্‌তে হলো' বোলে 'দূণ্ড' দিয়ে বেরিয়ে যান, এই সময় সোণারচাঁদ উকীল, কানিংহাম উকীলকে ধোরে নীরদ চন্দ্রকে বুঝিয়ে বল্‌লেন যে, বাদসাবাবু যা ভেবে ঘড়ী রাখুন, যে কালে তা পাওয়া গেল, আর নীরদ বাবুকে অধিক লজ্জা পেতে হলো না, কেননা সাক্ষীর দ্বারা মাতলামি কাণ্ড আদালতের মাঝে প্রমাণ হলে বাবুর মাথা হেঁট হতো, অতএব এ স্থলে এ ছেঁড়ালেঠা মিটিয়ে ফেলাই ভাল। কানিংহাম্‌ উকীল উত্তর কল্লেন, 'আমার ক্লাএণ্ট বাস্তবিক এ বিষয়ে দোষী নন, তিনি বাবুর হিতের জন্য ঘড়ী তুলে রেখেছিলেন, পিনালকোডের মর্ম্মানুযায়ী এতে কোন দোষ কি দণ্ড অর্শায় না, (বাদসার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া) আমার ক্লাএণ্ট এ বিষয় মেটাতে স্বীকৃত ছিলেন না, শুধু আমার অনুরোধে তিনি এই করারে সম্মত হতে পারেন যে, নীরদ বাবু তাঁকে নগদ ২০০০টাকা আর আমার খরচা দিবেন।' এ স্থলে সোণারচাঁদ

উকীল মধ্যস্থ হয়ে উভয় পক্ষকে বুঝিয়ে বাদসার খরচা দিয়ে রফা কোরে দিলেন।

হেমাঙ্গের মকদ্দমা ডাক হলো, হেমাঙ্গ শোকাকুল চিত্তে অধঃদৃষ্টে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আচেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ হতাশ হন নাই, কেন? তা আমরা এখন অনুভব করতে পারি না। যদিও সোণারচাঁদের সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে, তথাচ তাঁর ওপর হেমের কোন ভরসা নাই, কেননা উকীলের ধর্ম্ম আত্মপর বিবেচনা না কোরে ক্লাএন্টের প্রতি দেখা। কয়েদীর নবীন বয়স ও অতুল রূপ দেখে আদালত লোকে পুরে গেল, লোক চৌকিদারের ধাক্কা খেয়ে, তার হল্লা না মেনে, পিলপিল কোরে কোর্টে ঢুকচে, কেউ বলাবলি করচে 'এ ছোকরা কখন চোর নয়, এ কেবল বড়মানুষের কুচক্র' কেউ 'বলা যায় না, পিনালকোড্ আজকাল বড় শক্ত আইন লিকচে' বোলে আইনের ক্ষমতা ব্যাখ্যা কল্লেন, তা শুনে একজন হাপসী-মাধাইগোচ বাবু, 'ছুট্ আমি লিখে দিতে পারি ও ছোকরার কাঁচকলাও হবে না, মুখেরতো টেক্স নেই, একটা কতা বল্লেই হলো, কিন্তু বাবা তোমাদের পেনেলকোটের জ্ঞান টনটনে' বোলে বিপক্ষদের হেসে উড়িয়ে দিলেন। সোণারচাঁদ উকীল এমন সময় মেজিস্ট্রেটের সম্মুখে এসে দাঁড়ালে সকল লোক তাঁর কিচিরমিচির শোনবার জন্যে ব্যগ্র হলো, উকীল চাঁদ-বাবু দাবীর বিবরণ পাঠ কোরে নবরঙ্গের ছাঁদে মেজেষ্টারকে বল্লেন, যে, 'কয়েদী' বাদীর বদানো প্রতিপালিত, ঐ নরাধমের অবস্থা এমন হীন ছিল যে, সে, রাস্তায় টোটো কোরে ভিক্ষায় জীবনোপায় কোরত (কয়েদীকে দেখে শ্রোতাদের বিস্ময়) নীরদ বাবু তার যন্ত্রণা ঘুচিয়ে তাকে এমন উচ্চ পদে তুলে ছিলেন, এমন কি তিনি তাকে তাবৎ অনুগত লোকের অপেক্ষা ভালবাসতেন, (এখানে শ্রোতাদের মধ্যে 'ও সব মিথ্যে' উক্তি) যে, তাতে যে সে এমন কৃতঘ্ন হবে এ বড় আশ্চর্য্য! (শ্রোতাদের মধ্যে 'এ নিতান্ত অসম্ভব, এ আগাগোড়া মিথ্যা') (মেজিস্ট্রেটের প্রতি) খোদাওয়ান্দ্! শ্রোতাদের কথায় কাণ পাতবেন না, আমি প্রার্থনা করি তাঁদের দূর কোরে দেবার হুকুম হয়।'

মেজেষ্টার। 'তুমি নির্ব্বোধ, তোমার আর কি বল্‌তে আছে তা শীঘ্র শেষ কর।'

(এখানে উকীল বাবুকে ঠিসিয়ে শ্রোতাদের ব্যঙ্গ)

সোণারচাঁদ। 'ধর্ম্মাবতার, এবড় বেজায়, শ্রোতারা আমাকে ঠিসিয়ে কত রঙ্গ কর্‌চে, আপনি এতে কিছু বল্‌বেন না?'

মেজেষ্টার। (হাস্‌তেহাস্‌তে) 'নাচ্‌তে গেলেই লজ্জাটি ভুসে যেতে হয়, এ কর্ম্মের এই ফল, তবু তুমি বিলেতের শ্রোতাদের দেখ নাই, এখন যা বলবার তা বল' বোলে সারজনকে বোলে শ্রোতাদের হাস্যকৌতুক থামালেন।

সোণারচাঁদ। 'কিছু দিন হলো এক দিন কয়েদীর বাক্স থেকে বাদীর চিহ্নিত টাকা বেরয়, নোটখানও সেই ডেক্স থেকে বেরিয়েচে। বাবুর পরিচিত লোকের মধ্যে কেউ কয়েদীর মতন দরিদ্র নয়, এতে বেবাক চুরি কয়েদীরই কর্ম্ম, (শ্রোতারা 'তবে গরিব হলেই বুঝি চোর?') এজন্যে আমার প্রার্থনা যে এমন গুরুতর অপরাধীকে অতিরিক্ত দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য।' এই বোলে সোণারচাঁদ উকীল, সারজনের এজাহারের দ্বারা প্রমাণ করালেন যে, হেমাঙ্গের ডেক্স থেকে নোট বেরিয়ে ছিল।

মেজেষ্টার। (হেমাঙ্গের প্রতি) 'তোমার কোন সাক্ষী কি কিছু বক্তব্য আছে?'

হেম। (বিনম্রে) 'আমি চুরি করি নাই, নীরদ বাবু আমার বিস্তর উপকার কোরেচেন, এজন্যে পুনঃপুনঃ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, ভরসা করি যেন আমার দণ্ড ভোগে তিনি চুরি হতে নিষ্কৃতি পান্‌, আর ধর্ম্মের জয় হোক, কিন্তু পৃথিবীতে সব বিষয়ে ধর্ম্ম নাই, এখন হুজুর আমাকে উচিতমত সাজা দিন।'

এ কথা শুনে শ্রোতাদের সকলের দয়া হলো, আদালত নিস্তব্ধ, শ্রোতারা মেজেষ্টারের রায় শোন্‌বার জন্যে কাণ পেতে আচে, মেজেষ্টার রায় দিবার জন্য মুখ খোলেন, আবার অম্নি তা বন্ধ করেন, শ্রোতারা সব আঁচাআঁচি কর্‌তে লাগ্‌ল যে, তাঁর সুরায় বেরবে, এমন সময় মেজেষ্টার করুণ স্বরে হেমাঙ্গকে বল্‌লেন, 'কয়েদি, দেখ তোমার চুরি প্রমাণ হয়েচে,

তুমি আপন নির্দোষ প্রমাণ করাতে পারলে না, এতে তোমায় রক্ষা করার আমার ক্ষমতা নাই, ফলে, তোমার এই প্রথম চুরি বোলে তোমাকে ১৫ দিন কঠিন পরিশ্রম কোরে কারাবাসের দণ্ড দিলাম।'

এই রায় শুনে শ্রোতারা বিষণ্ণ হলো, সারজন হেমাঙ্গের হাত বেঁধে তাঁকে জেলে নিয়ে গেল, শ্রোতারা 'আহা! কি হলো' বোলে চোলে গেল, রঙ্গস্থল তিমিরময় বোধ হলো। এ স্থলে বাক্তব্য এই যে, চোর্য্যবৃত্তি বিষয়ে রাজনীতির সার পিনালকোডের অভিপ্রায় এমন যে, যদি মাণ্কে শাস্তের অস্থাবর বস্তু কু মনে গ্রহণ করে, কি হরণ মানসে তা এমন স্থানে লুকিয়ে রাখে যে শান্তে, তা খুঁজে পাবে না, এরূপ অনুষ্ঠানকে চুরি বলা যায়। আবার, মাণ্কেতে শান্তেতে প্রণয় আছে, মাণকে, শান্তের দ্রব্য শান্তের অবর্ত্তমানে কি তার বিনা সম্মতিতে যদি সরায়, কিম্বা সে কোন মাতালের বস্তু চুরি করে, এমন স্থলে মাণ্কে ধরা পড়লে সে যদি বলে, যে 'আমি ভাল ভেবে ঐ বস্তু রেখে ছিলেম' তাহা হলে মাণ্কের এ কার্য্যটি চুরি বোলে গণ্য হবে না। দণ্ডবিধি আশ্রয়ে, মিথ্যা ও চাতুর্য্যের সহায়ে অপরাধ রূপান্তর হতে পারে, কি হয়ত তাহা কোনকোন স্থলে কেটে যেতে পারে। আমরা এস্থলে হেমাঙ্গের দোষগুণ বিষয়ে কিছু বলি না, ফলে, তাঁর আর বাদসার কর্ম্মের এই প্রভেদ, যে, বাদসা হেমাঙ্গের মতন দোষী হয়ে কথার ফেরে পরিত্রাণ পেলেন, হেমাঙ্গ সেই ঘটনায় লিপ্ত থেকে নিজ বাক্য-দোষে রাজদণ্ড ভোগ কল্লেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কাণাড়ে।

মধুমাস। বেল, জুঁই টগর, মল্লিকা, ফুল ফুটেচে, গন্ধবহ আনন্দে মেতে তাদের সোগন্ধ নিয়ে তাহা যেখানেসেখানে

ছড়িয়ে বেড়াচ্চেন, বারফটকা বাবুরা চুলটি ফিরিয়ে, ইষ্টিক্ হাতে কোরে পাণ চিবাতেচিবাতে সন্ধ্যার সময় একটু আয়েসের জন্যে শ্রীপাঠ মন্দিরে চোলেচেন। সেকেলে কি বোকা কুটিওলারা বাড়ীতে এসে ছেলেদের ইংরেজের রাজ্য যাবার যত আষাঢ়ে গল্প কচ্চেন! সহরে গাড়ীর ভিড় থামলো, ধূলার ঢেউ ক্রমে কম পড়্‌ল, দুইএক বাবুর বৈঠকখানায় আর্গিণ, পিয়ানো, হারমনিয়মের কাঁকোঁ-হুঁহুঁ-ভোঁ আওয়াজ বেরুচ্চে, কোথায় পাপিয়া, শামা, দোয়েলের বোলে কাণ ঠাণ্ডা কর্‌চে, ফিরিওলা মালিরা শোলার ডালে চাঁপা ও গোলাপ ফুলের তোড়া গুঁজে বেচ্‌তে বেরিয়েচে, কোথায় সৌখীন বাবুদের বাড়ীর নিকটে, ও গণিকার বারাণ্ডার নীচে বেলফুলওলা এই গান কর্‌চে,—

(রাগিণী বসন্তবাহার। তাল—আড়াখেমটা।)

আয় লো ও সোহাগিনি! কে নেবে লো ফুল?
নিলে পরে গন্ধ ভরে রবে না আকুল।
এম্নি আমার ফুলের হার
পোরে ভুলে যাবে প্রেমে তার,
ঋষি ঘুচে রসে মোজে হবে অনুকুল।
চাই বেল ফুল,

দৈবাৎ ঐ বেলফুলওলার সঙ্গে নকলদানাওলার দেখা হওয়াতে দুজনের টক্‌রাটকরি লাগাতে তারা দণ্ডবিধি আইন ছেঁটে ফেলে খেউড়ের উতরে রাস্তা মাৎ কোরে তুল্‌লে। তা শুন্‌তে দোকানীপসারী, হাটের মেড়া, এ সেওয়ায় খোশপোষাগী বাবু ও বিবিরা জড় হলেন। রাস্তার ছোঁড়ারা 'লেগে যা রে গুরো' বোলে ঝকড়া বাঁধিয়ে দিচ্চে, কিন্তু নকলদানাওলার খেউড়ের ও কেতাদার নৃত্যের কাছে, বেলফুলওলা পেরে ওঠে না, শেষে রাস্তার ভদ্রলোকেরা সকলে একবাক্য হয়ে 'নকলদানাওলার জিত' এই ডিক্রি পাস্ কল্লেন। এই সময় একজন সখেরজলপানওলা চোলে যায়, সে নকলদানাওলার খোশনাম দেখে ভয়ে মাথা হেঁট কোরে, ঢিম আওয়াজে 'স' স্থানে 'ছ' কোরে 'চাই ছকের জলপান' বল্‌তে-

বল্‌তে রাস্তার এক পাশ দিয়ে চোলে গেল, আর বেলফুল-ওলা কাঁদোকাঁদো মুখে 'ভাঙ্গল' বুলবুলীর মতন মান 'খুইয়ে প্রাণ নিয়ে ভাগ্‌লো।

বাবু নীরদচন্দ্র ইয়ারগুলিকে তাড়িয়ে, হাড়ে বাতাস লাগিয়ে সন্ধ্যার সময় খিড়কীর বাগানে একটী রমণীর সঙ্গে বেড়াচ্চেন। বাগানটী সাধারণ উদ্যান হতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কেবল ক্ষুদ্র আভাষ মাত্র, তবু তাহা গাছ্‌পালায়, ফুলের কেয়ারি, ও পাতা-লতায় ভরা, তার মধ্যে একটী পুষ্করিণী আছে। স্থানটী পরি-ষ্কারপরিপাটী ও বিজন। উদ্যান-বিহারিণী-রমণীর চারুবদন-ভঙ্গিমা দেখ্‌লে বোধ হয়, যেন তিনি উদ্বিগ্না হয়েচেন। তাঁর নয়ন বাস্পাকুল হচ্চে। বাগানে প্রবেশ কোরে অনেকক্ষণ ধোরে উভয়ের বাক্যস্ফুট হয় না, নীরদ চন্দ্র প্রথমে 'যা হয়ে গেচে তার চারা নেই, সে কথাটি কি গেরো দিয়ে রাক্‌তে হয়, তাতে আমার অপরাদ কি? দেক্‌লে কি কাণ্ডই হয়ে গেল? বাড়ীতে যেন ভুতের নেত্য হলো, খালি চুরি হলে আমার দুঃখু ছিল না, আবার কিনা সেই সব বেআড়া চিটী, এতে কি আমার বরদাস্ত হয়' বোলে নিস্তব্ধ ভঙ্গ কল্লেন।

রমণী। 'রেখে দাও তোমার চিটী, কথা শুনে গা জ্বলে যায়, ঐ কথা একশবার, যে নচ্ছার তা লিখেচে, সে হতচ্ছারে যাগ্, তোমার যেমন বিদ্যে তেম্নি হাবাতেগুণকে জুটিয়ে আমাকে আচ্ছা জ্বলালে, যত হাটহাবাতের মর্‌তে তোমার কাচে বই ত জায়গা নাই।'

নীরদ। 'রাগ কোরো না, আমার কপালদোষে এত হলো, বড়মানুষের কার না ইয়ার আচে? ভাল কর্‌তে গিয়ে যে এত মন্দ হবে তা স্বপ্নেও জান্‌তুম না।'

রমণী। লোকে দেখে শেখে, তুমি ঠেকেও শেখ না, কিছু বিবেচনা নেই, কাণে হাত দিয়ে দেখ কাণ আচে কি নেই, তা না লোকের কথা শুনে, হঠাৎ কিছু দেখে এক কাণ্ড কোরে বস।'

নীরদ। 'লোকের কতাতো নয়, চিটী দেক্‌লে আর কি বিবে-চনা থাকে? তুমিতো আপ্নি স্বীকার কোরেচ, যে, তা তোমার নিজের হাতের লেকা, আমাকে ভেবে তা লিকে ছিলে, সুদ্ধু

সই আর শিরনামা তোমার হাতের নয়, এতে আমার সন্দ হবে না ?'

এই বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রতীয়মান হবে, যে, কামিনীটী নীরদ চন্দ্রের স্ত্রী উজ্জ্বলকামিনী, তিনি স্বামীর এই কথায় নিরুত্তরা হলেন। উভয়ে বাগানে বেড়াচ্চেন, এমন সময় চন্দ্রের আলোকে বাগানের এক দেশে একটী জীবের ছায়া দেখে উজ্জ্বলা ভয়ে 'ও কি' বোলে স্বামিকে জিজ্ঞেস কল্লেন। নীরদ চন্দ্র কিছুই না দেখ্‌তে পেয়ে 'কৈ কি ?' বোলে জিজ্ঞাসা করাতে উজ্জ্বলা 'তাইত এই ছিল কি হলো ? দেখ ঠাওর হয় না, ঠিক একটি মানুষের কি জন্তুর ছাওয়া পোড়ে ছিল' বোলে স্বামিকে বুঝা-লেন। নীরদ 'ও কিছু নয়' বোলে পুনশ্চ বল্লেন, যে 'বল্লে বিশ্বেস করবে না, কিন্তু আমি পাজীদের ওপর বরাবর চটা ছিলুম, উচিত ছিল তাদের আগে তাড়ানো, কে জানে এমন বিভ্রাট্ ঘট্‌বে, এর ভেতর সকলেই আচে, কেবল ভেড়াকান্ত আর আচাভুয়া বোধ হয় নেই।'

উজ্জ্বলা। 'তোমার কথায় যে বল্লুম হাসীও পায় দুঃখুও ধরে, এর মধ্যে আবার সাধ আচে ? কেউ বিশ্বাসী নয়।'

নীরদ। "সত্যি, কিন্তু যে দুজনের কতা বল্লুম, তারা অবি-শ্বাসী নয়।'

উজ্জ্বলা। 'তা হবে কেন ? কেবল আমিই অবিশ্বাসী হয়েচি, তোমার এম্নি বুদ্ধি নইলে একজন চুরি কোরে খালাস পেলে, যত ঝাল্ আমার ওপর বইত না' বোলে ম্লানা হলেন।

নীরদ। 'আর ও কতায় কায নেই, এখনকার যেমন ঠকানে আইন হয়েচে এতে ভদ্দর লোকের অসম্ভ্রম হয়, এতে জোচ্চো-রের ভাল, এমন অরাজক রাজ্যে বাস করা অধর্ম্ম।'

উজ্জ্বলকামিনী এই সময় পুনশ্চ সেই ছায়া দেখে 'ঐ দেখ, বোলে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে স্বামীকে তা দেখাবেন, না ছায়া অমনি যেন উপে গেল, এতে তিনি বিস্ময় মানুলেন, নীরদকে 'এ অমঙ্গলের লক্ষণ, এ যে কি, তা বোঝা ভার (চারিদিক নিরী-ক্ষণ কোরে) কোথায়তো কিচু দেখি নে, আমার মনে বড় ভয় হচ্চে, চল এখান থেকে যাওয়া যাগ্, কি হতে কি হয়, অদৃষ্টে আরো বা কি আচে' বোলে বাগান থেকে যেতে উদ্যতা হলেন।

নীরদ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে 'যেও এখনু, একটু থাক না, এখানে কিসের ভয়? কিসের একটা ছাওয়া দেখে ভয় পেলে, মেয়ে মানুষ, একটু সাহস কর' বোলে পুনশ্চ বাগানে বিহার কর্তে লাগলেন। দুজনে আবার নিস্তব্ধ, পরে নীরদ চন্দ্র এদিকওদিক চারদিক খুঁজে, কিছুই দেখ্তে না পেয়ে বল্লেন, 'লক্ষ্মীছাড়া অশ্লেষেয়ঙ্গণ হতে আমি নাস্তেনাবাৎ হলুম, কেমন গেরো, পদে-পদে দেকচি, যে, যখন তাদের সঙ্গে মেশামিশি কম পড়ে তখন চুরিও বন্ধ হয়, তবুও কেমন মায়া, তাদের ছেড়েও ছাড়তে পারি নে, এই দেখ, হেমার ম্যাদের দিনদুই বাকি আছে, নোট চুরি অবধি এ পর্য্যন্ত একটা খড়কেও হারায় নি।'

'যদি এ বুঝেচ তবু ভাল' উজ্জ্বলা একথা যেমন বোলেচেন, অম্নি সেই সময় বাগানের ভেতর, গাছ নাড়ার মতন শব্দ হও-য়াতে তিনি ভয়ে বাগান থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর পালা-লেন, নীরদচন্দ্রও সন্দিহান হয়ে তাঁর পশ্চাৎ গমন কর্লেন। নীরদ বাড়ীতে গিয়ে লোকজনকে ডেকে বাগান খুঁজতে লাগ্লেন। তন্নং কোরে, গাছে, ঝোঁপে, ও কোণে, অনেক খুঁজেও কিছুই বেরুল না, তাতে লোকজনের কথায় আঁদাড়েপাঁদাড়ে, কাণাড়ে, শাঁখচিন্নী ও যকের গল্পে বিশ্বাস হওয়াতে তিনি ভয়ে খিড়কীর দ্বার ভালকোরে বন্ধ কোরে, আর, বাগানে পাহারা রাখিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ কল্লেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

জেল

জেল নামটী কি ভয়ানক? প্রিয় জনের অপঘাত সংবাদে কি রাজবিচারে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হলে অন্তরাত্মা যাদৃশ শোকা-কুল হয় স্বজনের কারা-দণ্ডেও তাহা তদ্রূপ কাতর হয়ে থাকে।

জেলের অঙ্গে যেন যত রকম অপমান, যন্ত্রণা, বিষাক্ত জ্বালা, আর কঠিন মৃত্যু, চিত্রিত হয়েছে। মানী লোকের পক্ষে তথায় বাস অপেক্ষা মরণ ভাল, কেবল সেখানে দুর্জনের অভেদ্য অন্তর শোকাতুর হয় না, ধর্ম্ম তাদের ভরান—যমও সহজে ছোঁন্ না। জেল-যন্ত্রণা জীবন্ত নরকভোগ। জেলে অবস্থান করা ধর্ম্মভীরু হিঁদুর পক্ষে অতি কঠোর, তাতে জাতি রক্ষা দুরূহ। জেলত বিষম কথা, মনে করুণ, সুদ্ধ পরবশ হওয়া কি কঠিন ব্রত? মনুষ্য, পালিত শুককে বহুল যত্নে রেখে, উত্তম আহার দিয়েও বন্য শুকের ন্যায় তার পুষ্টিসাধন কর্‌তে পারেন না। গৃহপালিত জীবের সঙ্গে প্রকৃতিস্থ স্বাধীন জীবের অঙ্গসৌষ্টবের কি তারতম্য তাহা প্রাকৃত-ইতিবৃত্তবেত্তারা জানেন, পরাধীনত্ব যে কি ভয়ানক তার চমৎকারচমৎকৃতি উপমা পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালে ফ্রান্‌সের তৃতীয় নেপোলিয়ন রাজ্যনাশে, পরবশে, শ্রীহীন ও পীড়াতুর হয়েচেন, এমন কি শত্রু-হস্তগত হয়ে অব্যবহিত কাল মধ্যে তাঁর কেশকলাপ ধবল হয়ে যায়। লর্ড মেকলের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেমস্‌, রাজ্য হতে পলায়ন কোরে সিয়ার্‌নেশ্‌ নামক স্থানে ধীবর ও নাবিকদের দ্বারা ধৃত হলে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও সাহস লোপ পায় এবং তিনি ঐ ইতরলোকদের সমীপে কখন ক্রোধ, কখন উন্মাদের ন্যায় বক্তৃতা, কখন যৎ-পরোনাস্তি কাকুক্তি ও অনুনয় করেন।

রাজধানীর কলঙ্করূপ জেল, আজকাল যে রূপ কুৎসিত, ও ভীষণাকার ৮।১০ বছর পূর্ব্বে তাহা তদপেক্ষা বিকটদর্শন ছিল। চতুর্দিকের সেওলাপড়া, ফঙ্গবানি, প্রাচীর যেন অঞ্জনে লেপা হয়েচে, তাতে আজন্মকাল কলি পড়ে নাই, সিঁদূর-মাখা দ্বার ও কবাট, গুলজার নগরের সৌখীন চিত্র। ঘরগুলিতে যদিও কালেভদ্রে কলি ফিরান হয়, কিন্তু তাদের সেঁতসেঁতেতে, দুর্গন্ধে, আর সংকীর্ণ আয়তনে, কয়েদীর পক্ষে তথায় তিষ্ঠন কঠিন। বর্ষাকালে ঘরের ভীতর বৃষ্টি আসায় তাহা বন্দীদের নিতান্ত অসহ্য হয়, এমন কি, আজ পর্য্যন্ত বৃষ্টির সময়ে দেওয়ানি জেলে টেঁকা ভার। একএক সময় ঘর পুষ্করিণীবিশেষ হয়ে থাকে। দেওয়ানি জেলত ভাল, ফৌজদুরি জেলের দুর্দশা দেখে কান্না পায়। কয়েদীদের ঘরের অপেক্ষা লোকের বাড়ীর পাইখানা, আস্তা-

বল, ও সিঁড়ীর ঘর, ভাল, ঐ গৃহ এম্নি ক্ষুদ্র যে, তাতে দুজন মানুষের মাথা গুঁজে থাকা ক্লেশকর। কয়েদীরা একএকজন এম্নি সঙ্কুল ঘরে একখান দুর্গন্ধ, ত্রিকেলে কম্বলে শুয়ে কাটায়। তাদের যন্ত্রণার সীমা নাই, রাশিরাশি পাতর ভাঙ্গা, চাপরাসীদের ঘনঘন ফৈজৎ, গালি, ও বেত খাওয়া, তার উপর আবার আহারের কষ্ট। একএকজন কয়েদীর যত ফেরা পাতর ভাঙ্গা ভার আছে, তা যেমন কোরে হোগ্ ভাঙতেই হবে, তাতে একটু জিরুলে, কি গাফিলি কর্‌লে, এমন কি একটু আলস্য ভাংলে, কালান্তক চাপরাসীর ছড়ীতে তাদের পিঠ ভেঙ্গে যায়। তাতে হাজার খোশামদ কর্‌লে, কাঁদ্‌লে, আর পায়ে ধর্‌লেও চাপরাসীদের দয়া হয় না, তবে কিছু পয়সা ছাড়্‌লে যা মনে কর তাই হতে পারে। ঘুষে এমন ভয়ানক স্থানেও আরাম পাওয়া যায়, যে কৃতান্তসম দুর্দান্ত চাপরাসী, গর্ব্বিত শাসনকর্ত্তা, ও পামর অধ্যক্ষ, মনের সাধে কয়েদীদের পীড়ন কোরেও তুষ্ট নয়, যারা পাপে ডুবে আছে, পরের কষ্ট যাদের সুখ, সেই নিষ্ঠুর বর্ব্বরেরা রকমসকমে ভুলে যায়।

হেমাঙ্গ বসাক জেলে স্তুপাকার পাতরের মাঝে ভূত সেজে হাতড়ী দিয়ে পাতর ভাংচেন, তাঁর সে শরীর নাই—সে লাবণ্য নাই, মনস্তাপে তাঁর রূপ নাশ হয়েচে, পাতর ভেঙ্গে হাতে ফোস্কা হয়ে তা হতে রক্ত পড়্‌চে, গাহাতের বেদনা, ক্ষতর জ্বালা, কটকটানি, ও ঝঞ্ঝনানি, সুর্য্যের প্রখর কর, পিপাসার তীব্র যাতনা, আর রক্ষকদের উৎকট তাড়নায় তাঁর অন্তর দগ্ধ হচ্চে। তাঁর ওপর যেন যমদণ্ড পড়্‌চে। একটা শিয়ালকে দেখ্‌লে যেমন সিকারী কুকুরগুল একেবারে তাকে ঝেঁকে ধরে, তেম্নি, দৈবাৎ তাঁর হাত কামাই গেলে দারুণ রক্ষকেরা তাঁর উপর বেত্রাঘাত, কর্‌তে থাকে। হেমের নয়ন দিয়ে ধারা বেয়ে অশ্রু পোড়ে পাতর পর্য্যন্ত ভিজে যাচ্চে, গা দিয়ে রক্ত বেয়ে পড়্‌চে, প্রাণ কণ্ঠাগত। তৎকালের জেলে দেশীয় কয়েদীমাত্রের দুঃখের অবশেষ ছিল না, যদিও উৎকোচে, পীড়ার ছলে, আর ডাক্তরের শঠ্‌ফিকিরে (সার্টীফিকেট) এ কয়েদীরা ঘানিতে যুটে, চাপরাসী, মেট, মজুর, কেরাণী, কম্পজিটর, রসুইকর, ছুতর, সেজে পাতর ভাঙ্গা দায় থেকে এড়াতে পার্‌ত, কিন্তু সে সকল যোগাড়

করতে অনেক 'কাটখড়' লাগত। ইংরেজ কয়েদীর উপর তত পীড়ন ছিল না,—এখনও নাই, ইংরেজ সর্ব্বাবস্থায় স্বাধীন, তাকে জেলের কর্ত্তা পর্য্যন্ত শঙ্কা করেন। হেমাঙ্গ যথায় আছেন তার অনতি অন্তরে একজন সেলার উন্মত্তের মতন বিকট মূর্ত্তিতে পাতর হাতে কোরে বসিয়া আছে। চাপরাসী ও শাস্ত্রির দল, মায় খোদ কর্ত্তা পর্য্যন্ত ভয় দেখিয়ে, আর মিষ্ট কথায় লোভ দেখিয়ে তাকে থামাবার চেষ্টা করচে, কয়েদীর কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। সে একএকবার ঝোঁকে২ ওঠাতে শাস্ত্রিঠাকুর, মায় খোদ হুজুর, ছুটে পালাচ্চেন, সে ঠাণ্ডা হয়ে বসলে তাঁরা আবার সুড়সুড় কোরে তার কাচে এগুচ্চেন। মধ্যে মধ্যে সে একএক পাতর ছোঁড়াতে সকলেই পয়ে। দিলেন, অনেকক্ষণ কারু দেখা নাই। এই গোলযোগের কারণ আর কিছু নয়, ঐ স্বাধীন কয়েদী পাতর না ভাঙ্গাতে প্রহরীরা তার প্রতি জুলুম্ করে, তাতে ঐ হাতেজ্বা কয়েদী তাদের কোন তোয়াক্কা না রেখে তাদের গালিপেড়ে, ভেঙচে, লাথী দেখিয়ে, রঙ্গভুমি স্বরগরম কোরে তোলে, প্রহরীরা তাকে আঁটতে না পেরে খোদ সাহেবকে খবর দেয়, খোদ সাহেব চোরের অধমভাবে হাজির হয়ে ইংরেজ বাচ্ছাকে থামাবার চেষ্টা করেন। পরে অনেক কারখানায় স্বাধীন গোরাকে এই করারে থামান হয় যে, ভবিষ্যতে তার প্রতি কেউ আর জুলুম্ করবে না। তখন বাঙ্গালীরা লঘু দোষে কাজীহাউসে যেত, গুলজার নগরের এই অপূর্ব্ব বিচার!

দিবাবসান হলো, রক্ষকেরা 'গদাইনস্কর চালে' কয়েদীদের খোঁপে পূরলে, ঐ ক্রূরমতিরা দিবাভাগে বন্দীদের অশেষ ক্লেশ দিয়েও তাদের দুরাশা পূরে না, তাদের ইচ্ছা হয় না যে, বন্দীরা রাত্রিতে বিশ্রাম করে। জেলের রাত দিনের অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। রোগী আর কারাবাসীর পক্ষে যামিনী বিষময়ী হন, বন্দীরা তখন নিজনিজ কোটরে থেকে দিবসের শ্রম হতে বিরাম পেয়ে কোথায় দুদণ্ড আরাম করবে, না সেই সময়ে আজন্মকালের যত ভাবনা, ও যত যন্ত্রণা মনে পড়ে। দিনের বেলা প্রহরীদের শাসনে, শ্রমে, আর প্রকাশ্য অপমানে, ঐ যন্ত্রণাদির অনেকগুলি গেরো দেওয়া থাকে, রাত

হলে তারা গেরো ছাড়া হয়ে মনকে ঘিরে ফেলে, তাতে কয়েদীরা আরাম কর্‌বে কি? বন্দীর মধ্যে ঘোর পাপাত্মারা 'হা বিধাতঃ! আমাদের মরণ হয় না কেন? আমাদের নিস্তার কর, আমরা এ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হলে আর দুষ্কর্ম্ম কর্‌ব না' বোলে জন্মের মধ্যে পরমাত্মার স্মরণ করে। হেমাঙ্গ বসাক আপন গর্ত্তে ঢুকে হা-হুতাশে ম্রিয়মান আছেন, পৃথিবী যেন নাই, কেবল জেলরূপ নরকই আছে মনে কর্‌চেন। বন্দীদের যাদের আত্মীয়বন্ধু আচে, তারা তাদের মনে কোরে স্নেহে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়্‌চে। কোন দায়মাল আসামীর নবীনা রমণী, সুকুমার তনয়, কি বিপুল বৈভব মনে হচ্চে, যাদের স্থানে সে, জন্মের মতন বিদায় হয়েচে, তবে তার মনে একটু আশা আচে যে, সে দ্বীপান্তর হয়ে প্রাণে বাঁচ্‌তে পার্‌বে, হত্যাকারীর মনে সে আশা না থাকায় তার মতন দুঃখী পৃথিবীতে নাই, সে জীবনে হতাশ হয়ে, মায়ামোহ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জলাঞ্জলি দিয়ে, এক মনে কেবল ফাঁসীকাঠের ভীষণ মূর্ত্তি প্রতিক্ষা কর্‌চে। গুলজার নগরের এই চিত্রটি করুণ ও ভয়ানক রসে পরিপূর্ণ।

সায়ংকালে জেলে গোরা কয়েদীর মহল ভয়ঙ্কর হয়েও কথঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দজনক। তথাকার বন্দীরা দিনের বেলায় এত কড়াকড়েও ভ্রূক্‌পাত করে না, তাঁতে তারা রাত্রে নির্জ্জন পেয়ে নিঃশঙ্কে গান ধর্‌চে, পচাল্‌ পাড়্‌চে, আর মেতে ঢেঁকেডেকে রং বাজিয়ে জেল মাথায় কর্‌চে। জ্যাকের ফণ্‌ফণানি ধর্‌ল, ম্যাকের নৃত্য আরম্ভ হলো, টমের 'গো ড্যাম্‌, রকম বুলির খৈ ফুট্‌ল, জোন্‌স, ব্রাউন্‌, রঙ্গভূমিতে মাতালের নাট্যাভিনয় কর্‌তে লাগ্‌ল, দণ্ডবিধি আইন জেলের ভেতরে কলা খেলেন। জেল গোরাদের মামারবাড়ী, শ্বশুরবাড়ী, আর শ্রীঘর, বাঙ্গালীর পক্ষে তা সেই হরিংবাড়ী, (হয়রাণবাড়ী) নেড়ীমারা পেয়াদারও বাঙ্গালীর ওপর যত জবরদস্তি। পূর্ব্বে তথায় গোরারা অনায়াসে সুরাপান কর্‌ত, যদিও জেলের নিয়মে তথায় কোন রকম মাদক দ্রব্য লয়ে যাবার হুকুম নাই, অর্থ জোরে সে নিয়ম একপ্রকার রদ হয়ে ছিল, এখনও জেলে 'আঙ্গুল আড়াল দিয়ে' না হয় কি? গোরার ফড়্‌ফড়ানি,

বক্‌বকানি, নৃত্য ও মত্তুতায়, জেলের সেই স্থানের চিত্র হাস্য-রসে আবিষ্ট হয়েচে। রক্ষকেরা ভক্ষক হলে না হয় কি ?

ঘোর তিমিরাচ্ছন্না রজনী, চরাচর নিষত্ব, গোরাজেল ক্রমে নিস্তব্ধ হলো, বাইরে বেরুলে অন্ধকারে বোধ হয় যেন রাত গিলতে আসচে, এই সময় ভয়তরাসী লোকের প্রমাদ, তার একেলা থাকা কি বাইরে আসা, মৃত্যু দায় বিশেষ, পাছে ভূতে মারে, কি চোরে ধরে, এই আশঙ্কায় গোবেচারা ভালমানুষরা প্রাণান্তে এ সময় বিছানাছাড়া হন না। একে প্রগাঢ় অন্ধকার, তাতে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ঝমাঝম্ বৃষ্টি হচ্চে, হুসহুস কোরে বাতাস বইচে, আবার গাছের মড়্মড়্ শব্দ, পাতার চর্-চর্ শব্দ, দ্বারজানালার ঝনৎকার, আর মেঘের গড়্গড়্-গড়র্-গোঁ গর্জ্জনে রজনী ভয়ঙ্করা হয়েচে। হেমাঙ্গ সেঁতসেঁতে ভাপসা, ঘরে খাটিয়ায় বোসে হাতের ওপর দাড়িটী রেখে 'আকাশ পাতাল' ভাবচেন। জেলে মানুষের সাড়া নাই, কেবল তাঁর ঘরের বাইরে দুজন প্রহরী বোসে গল্প করচে, হেম আপনার ভাবনায় মগ্ন। পাশের ঘরে ঠক্‌ঠক্ ঘা পড়চে, ক্ষণ বিলম্বে বোধ হলো যেন খানকত ইট পড়্‌ল, প্রহরীরা ভয়ে জড়শড়, এ সব ব্যাপারে হেমের ধ্যান ভাঙ্গাতে তিনি কাণ-পেতে ঐ শব্দাদি শুনতে লাগ্‌লেন, কিন্তু ঐ শব্দ একাদিক্রমে না হওয়াতে, আর কিছুই দেখ্‌তে না পাওয়াতে, তিনি দ্বারের কাছে কাণ পেতে প্রহরীদ্বয়ের কথা শুনতে লাগ্‌লেন। একজন প্রহরী এই সময় এক ভূতের গল্প ফেঁদে বোসেচে, সে তার সঙ্গীকে পশ্চাৎরূপ উপন্যাস শুনাচ্চে,—

'দ্যাক্ আসামুন্দি! মুই পয়লা সোদোরের উকীল রাম-ক্যাশোর বাবুর মুন্সী ছিনু, (পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী!) বাবু ত্যাখন ছেরেস্তাদার ছ্যালো, তেনা ডেরায় বএটকে কেতাব দ্যাক্‌তো, উসি ওয়াক্তে তেনার গা মে প্যাঁক, ক্যাদা, ধুপধাপ কর্‌কে গির্‌তো, লেকেন ও কিসি কা কাম বাবুতো কেছু মালুম প্যালো না, তেনা ঢুঁড়েঢুঁড়ে হায়রাণ হয়ে গ্যালো, তেনার দিলমে থোড়া খোশ নেই, মোরাসব বোৎ দিগ্‌দার হনু, এক রোজ ভাই ক্যামন হলো, না একটা সাঁপ একটা কেতাব মুয়ে কোরে পেলিয়ে গ্যাল, আর এক দিন টাট্টিকা ময়লা

বাবুর মুখে গিরলো' এই বলতে না বলতে দড়াম কোরে এক বিষম শব্দে সকলকে স্তব্ধ করলে, মুনসীরপোর সয়তানের গল্প ঘুরে গেল, আসামুদ্দির দাঁতকবাটি লাগল, সে ভয়ে উর্দ্ধস্বরে এমন এব ডাক ছাড়লে, যে তাতে ফৌজদারি জেলের বেলকুল প্রহরী জড় হলো, তারা মুনসীজীকে আসামুদ্দির চিৎকারের ব্যাওরা জিজ্ঞেস করাতে মুনসীর পো সবিস্তারে সয়তানের কথা বর্ণন করলেন, এমন সময় 'আদমি ভাগতা' বোলে জেলের পাঁচীলের সেপাইরা মহা কোলাহল তুললে, চিৎকারে কাণ ফেটে গেল, চারিদিকে লোক লাণ্ঠান জেলে খুঁজতে বেরুল, খোদ গবর্ণর ও ডাক্তর সাহেব, খুঁজতে বেরুলেন, খুঁজে প্রকাশ হলো, যে, গোরাচোর মহলের ৬ জন সেলার ঘরের জানলা ও বাইরের পাঁচীল ভেঙ্গে চম্পট দিয়েচে। 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' তখন 'খোঁজ খোঁজ আর খোঁজ! চোর কি চৌকিদারদের জন্যে বোসে আচে? সাহেবরাত রেগে রক্ষকদের ওপর দেদার লাথী চালিয়ে, মুনসীজীর পড়পড় কোরে দাড়ি ছিঁড়ে, আর আসামুদ্দিকে লাথীয়ে সোজা কোরে জেলের সতর্কতা স্বরগরম করলেন। মুনসীজী 'কিল খেয়ে কিল চুরি' কোরে আসামুদ্দিকে চুপি-চুপি বল্লেন, 'এ সম্ (সব) সয়তানের খেল্।' ঐ সময়ে জেলে বাস্তবিক সেলারদের পলায়ন ঘটনা হয়ে ছিল, তারা যথার্থতঃ পাঁচীল ভেঙ্গে পলায়ন করে, পরে কিছু দিন বাদে তারা ধরা পড়ে, তাদের মকদ্দমায় জনকত ইংরেজ আদালতের দয়া উদ্রেক করবার চেষ্টা করে, তাদের পক্ষে দিকপাল কৌঁসেলি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তিনি এখন বেঞ্চেতে আসন পেয়েচেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষুদ্র নবাবের অভ্যর্থনার উদ্দেশে সমারোহ।

অপরাহ্ণ। সূর্য্য টল্‌ভেটল্‌তে পশ্চিমদিকে হেলে পোড়েচেন, ক্ষুদ্র নবাবের শুভাগমন উদ্দেশে গুলজার নগরে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য বিবিধ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হচ্চে, চাঁদপালের ঘাটে, গড়ের মাঠে, গবর্ণমেণ্ট ভবনে, রাস্তার যেখানেসেখানে একএক স্থানে একএক বিষয়ের তদ্বির হচ্চে। সহরে হুলস্থুল পোড়ে গেছে, হাটের নেড়া, আর বাদসাইকুড়েরা হুজুক পেয়ে দৌড়েচে, স্কুলের ছেলেরা স্কুল থেকে পালিয়ে ঠিকদুপর থেকে প্রিন্সেপের ঘাটে দাঁড়িয়েচে, বাঙ্গাল মাজীরা এই অদ্ভুত তামাসা দেক্‌বার জন্যে সকালসকাল খেয়া বন্ধ করেচে, জাহাজের সেলার ও সিপ্‌সরকাররা বানরের মতন জাহাজের মাস্তুলে বোসে আচে, মাস্তুলগুল চিত্রবিচিত্র হরেক রকম নিশানে সেজেগুজে বাহার দিচ্চে। চাঁদপালের ঘাটের ওপর রাস্তায়, গাড়ীর ভিড়ে পা বাড়ান ভার, বগি, ব্রাউহেম, ফেটিন্‌ ও কেরাঞ্চিতে সাহেব বিবি ও বাবুদের হরেক রকম রূপ—হরেক রকম পোষাগ—হরেক ঢঙ্গে বসাদাঁড়ানতে গুলজার নগরের চিত্র মনোহর হয়েচে। বিবিরা বাহারমেরে হাবভাবে, নয়ন কটাক্ষে নায়কদের মন হরণ কর্‌চেন, এর মধ্যে, কোন মিশের হৃদয়েশ, লোকের চোখে ধূলো দিয়ে তাঁর ডাঁশাল গণ্ডে কিস্‌ কর্‌চেন। পাহারাওলারা ৩২ সিংহাসনের পুতুলের মতন অসাড় হয়ে সার গেঁথে দাঁড়িয়েচে, সারজন ঘুরেঘুরে তাদের দাঁড়াবার কেতার বৈলক্ষণ্য ধোরে বেড়াচ্চেন, আর মধ্যেমধ্যে ঐ কেতাভঙ্গ চৌকিদারদের জুতর প্রহারে দোরস্ত কর্‌চেন। নগরের নায়েব-কো-মিশনারর ঘোড়ায় চেপে সহরকোতোয়ালের কায কর্‌চেন, আর ঘোড়ায় চেপে ছুট্‌ছুট্‌ কোরে ভদ্রলোকের মাঝে ঘোড়া ক্ষেপিয়ে ভিড় কমাচ্চেন। নেড়ে

জমাদার ধামাদাররা, কএএক অবতার হয়ে বাঙ্গালীর কাছে প্রভুত্ব ফলাচ্চেন। ইডন্ বাগানের উত্তরস্থ মাঠে গোরা কামান-দাররা কামান সাজিয়েচে, ইসপ্লানেডের ও গবর্ণমেণ্ট প্লেসের নিকটের বাড়ীসকলের ছাদে লোক থৈথৈ কর্‌চে, বিবিরা খড়্‌খড়ে খুলে ঝুঁকে দাঁড়িয়েচে। গবর্ণমেণ্ট প্লেসের রাস্তায় সিপায়ের সার-বন্দী বাড়খাড়া হয়েচে, গড়েরমাঠে রাজ্যের লোক ভেঙ্গে পোড়েচে, বোধ হয়, এক জনকে ধাক্কা মাল্লে বিশ জন; সেই ধাক্কার চোটে পোড়ে যায়। হাপ্‌সীমাথাইগোচ নবনাগররা ঘাটের নিকট বিবিদের ঘেঁসে দাঁড়িয়েচেন, আর তেঁতুলে বাগ্‌দিরা এই হেঁপায় ইংরেজের পালে মিশেচেন, তাঁরা 'সব জান্‌তা' হয়ে, রাজাউজীর মেরে, নব্যাবের নাড়ীনক্ষত্রের বিষয় পশ্চাৎ মীমাংসা কর্‌চেন,—

অ্যাণ্ড্রু। 'আর শুন্‌চিস্ ময়া সাপটা পয়লা পিয়াদা কা কাম্ কোর্‌তো।'

গোমেষ। 'হা-হা-হা! সাপে কোখোন পিয়াদার কাম কোরে? ও তো পয়লা সেলার ছ্যাল, হামিতো মোদের অ্যাণ্টনির ক্যাছে বাৎ শুনেচে।'

অ্যাশ্। 'ও বাৎ ঠিক, ওতো সেলার ছ্যাল আর মুচী বি ছ্যাল, আর অর্ ভাই জুত বেনিয়ে খায়।'

ডিক্রুচ্। 'সে তো বাৎ তামাম্ ঝুটা, মোর ইয়াদ আচে, কি হামি যোখোন লেউলেনের হোশে ফোর্‌ম্যান্ ছ্যালো তোখোন সাপ্ মোর সাতে কাম্ কোর্‌তো, ও তোখোন অণ্ড-রটেকার আচে।'

অ্যাশ্। 'তুই বোড়ো সিয়ান, লেকেন্ লেউলেমের হোশে তোখোন কোন্ সাপ্ পার্টনার আচে মুইতো শুন্‌বে, বোল।'

ডিক্রুচ্। 'মোর সাতে চ্যালাকি? (সক্রোধে) মুইতো পার্টনারের কেয়ার কোরে না।'

এমন সময় কো-মিশবানর সেই দিকে এসে ডিক্রুচের দলের ওপর ঘোড়া ফেল্‌লে ডিক্রুচ্ ও কেলোভুলো, বেল্‌কুল, ঘোড়ার লাথী আর সাহেবের চাবুক খেয়ে, লজ্জায় 'দে ছুট' ক্ষুদ্র নবাব 'এই আস্‌চে' বোলে থেকেথেকে একএকবার গুজব্ উঠ্‌চে

কোন সেকেলে বাবু, ঘাটের নিকটে সাহেব দেখ্‌লেই আবদারে ছেলেকে 'ঐ রে বড়সাহেব' বোলে দেখাচ্চেন, ছেলে তাতে ভোলে না; একজন খোট্টা কোন জাঁদরেলের পরগুলা টোপ্ আর ঝাঁপ্‌পা-দার পোষাগে ভুলে তাঁকে বড়সাহেব ঠাউরে 'এহি লাট্ সাপ্' বোলে, খোট্টা-দর্শকদের দেখাচ্চেন, তাতে ইয়ং-বেঙ্গলদের দল খোট্টাজীকে ঠাট্টাবট্‌কেরা কোরে হেসে গড়াচ্চেন, খোট্টা ভারী পেঁচাপেঁচি দেখে সে অঞ্চল থেকে সট্‌কে পড়্‌লেন। এমন সময় কেল্লার ভেতর তোপ হলো; ক্ষুদ্র নবাবের পোত ঘাটে ঠেক্‌ল, মাঠেতে কামানদাররা কামান দেগে নগর তোল্‌পাড়্ কল্লে, ভেতো বাঙ্গালীদের সেই ফাঁকা আওয়াজে হৃৎ-কম্প হতে লাগ্‌ল; বারুদের ধুমে মাঠ অন্ধকার কোরে গগণ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন কল্লে। নবাব জাহাজ হতে নাব্‌লেন, কেল্লার লাট্—ছোট হুজুর—পুলিশ কোমিশ-অনার—ভারীভারী মস্ত-রাম জাঁদরেল—ধেড়েধেড়ে সিবিলিয়ন, সকলে অগ্রসর হয়ে নবাব সাহেবকে যথাবিহিত সম্মান কোরে ৪ঘোড়ার গাড়ীতে তুল্লেন। তাঁকে রিসিভ্ কোর্‌তে এক দল ধানভাঙ্গা ভ্যালান্তর (ভলণ্টিয়ার্) পোড়ার মুখে সেজে বেরুলেন, এঁরা রুসীয়ানদের আগমন ঠেকে আচেন, কিন্তু এঁদের হোতে যত হবে তা বুঝ্‌তেই পারেন! আর এক দল গড়ের কালা বাদা-কর (রুল্ ব্রিটানিয়া) গত্ বাজিয়ে শ্রীযুতের উপলক্ষে মঙ্গলাচরণ গাইলে। সাহেবরা টুপী খুলে—বিবিরা রুমাল উড়িয়ে, 'হুর্‌রে' দিয়ে—সেপাইরা সঙ্গীণ খাড়া কোরে—উদো-মাদা ছোটলোকের দল, আর হরকরা প্রভৃতি মিয়াসাহেবেরা সেলাম ঠুকে রাজানুগতত্তা জানালে। ইয়ংবেঙ্গাল আর স্কুলের ছেলেরা নবাবকে কেয়ার কল্লে না। রাজধানীতে ধুমধড়াক্কা লেগে গেল; এত ভিড়ের ভেতর ১৪ আইনেভাজা মদ্দা-মাগীরা প্রবেশ কোরেচে; তাদের মধ্যে গোলাপকে দেখে সাহেব হেসেচেন, গোলাপ তাতে আহ্লাদে আটখানা হয়ে, সকলের নিকট সেকথার আদিখ্যেতা কর্‌চে, কিন্তু তার অদৃষ্টের ফেরে সে কথা কেউ বিশ্বাস কর্‌চে না। বকুলফুল সাহেবের রূপে ভুলে গেছে, আর আঁদী, বাঁদী, চাঁদী, খাঁদী, প্রভৃতি জাঁহা-বাজ্ মাগীরা সেইখানে কোমিটি কোরে সিদ্ধান্ত কর্‌চে

যে, নবাব যেই বাড়ীতে সেঁধবে ঐ ভক্তে তারা তাঁর পায়ে পোড়ে ১৪ আইনের দায় জানাবে।

ভিড়ের ভেতর বোম্‌মহাদেবের আড্ডার ফিরৎ একটা গাঁজাখোর এক টিপ বেশী কোবে চড়িয়ে চোক লাল কোরে এসে এক মাগীকে ধোরে টানাটানি, মাগী 'আ মলো মিন্‌ষে! ছেড়ে দে,—ওগো দেখ গো' বোলে 'সাত হাটের লোক জড়' কল্লে। বড়বড় মদ্দরা এই বেআদপ দেখে জ্বোলে উঠে মহাদেবের ভক্তকে কড়্‌কাতে লাগ্‌ল, মহাদেবের ভক্ত মুখের সাপটে সকলকে 'থ' কল্লে, মাগীর চিৎকারে রাজ্যের মাগী জড় হলো, তারা 'ওরে পোড়ারমুখ মিন্‌ষে! তোর কি মোস্তে জ্যায়গা নেই? বড় চুল্‌কুনি ধোরেচে বটে?' বোলে মিন্‌ষের হাত থেকে মাগীকে ছাড়িয়ে দিলে, মাগী গাল পাড়্‌তেপাড়্‌তে চোলে যায়, গেঁজেল তাকে ফের ধোরে 'ছি বাবা রাগ কোরো না, তোমার জন্যে ভুলো সারারাত কেঁদেছে, ছেলের প্রাণ কত সবে' বোলে তাকে হড়হড় কোরে টেনে নিয়ে যায়, তাতে 'কুবুধেসুবুধে' মেয়েরা বেওরা জিজ্ঞেস করাতে গেঁজেল তাদের বোঝালেন, 'অগো এ আমাদের বড় বৌ, ইনি আমার কতায় আগ কোরে ছুট্‌কে পাইলেচেন।' এ কথা শুনে সুবোধ মেয়েরা 'ঘর কর্‌তে গেলে অমন কত হয়, তা বোলে কি স্বোয়ামীর ওপর রাগ কর্‌তে আচে বাছা, স্বোয়ামী বড় সামিগ্রী—দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যেদা জান না' বোলে বুঝুলেন। মাগী তত জ্বোলে উঠ্‌ল, আর মুখ নাড়া দিয়ে ফড়ফড় কোরে বোলে উঠ্‌ল, 'ও আমার সাত পুরুষের স্বোয়ামী—তোদের কল্লামি রেকে দে—আ মর, মিন্‌ষের যত বড় মুক তত বড় কতা—নেশা কোরে ভালমানুষের মেয়েকে টানাটানি।' এই সময় ১৪ আইনের কোমিটিওলানিরা এসে মাগীর দিকে যোগ দিলে মহা গণ্ডগোল বেধে গেল, হেঙ্গামের সীমা নাই, দাঙ্গা হবার সূত্র, স্কুলের ছেলেরা হৈহৈ কোরে 'নারদনারদ' বোলে ঝকড়া বাঁধিয়ে দিচ্চে, পৃথিবীর নিস্তার জন্যে ভাগোভাগো তৎকালে সারজন আসাতে সকলের জারিজুরি থাম্‌ল, সারজন বোমমহাদেবের চেলাকে আচ্ছাকোরে কুঁৎকে দিয়ে কেঁৎকানির চোটে মায় কোমিটিওলানীদের সে অঞ্চল থেকে দুর কোরে

দিলেন, তাতে সেই খানেই তাদের ১৪ আইনের উচ্চবাচ্য থাম্‌ল। এমন সময় নিশান, ত্রুপ সওয়ার, ও ভ্যালান্তুর, সম্মুখ কোরে ক্ষুদ্র নবাব রাজপ্রাসাদে ঢুক্‌লেন। তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে রাজভবনে কেঁদোকেঁদো শিবিল ও মিলেটরি আমলারা, তুম্বতুম্ব বাবুরা, অগাধ মূর্খ ফিরিঙ্গীরা, সিঁড়ীতে আড্‌দ্রালীর মতন দাঁড়িয়ে আছেন। নবাব গোয়ালে ঢুক্‌লেন, আবার তোপ হলো, আবার ব্যাণ্ড বাজ্‌ল, আবার বিবিদের 'হুর্‌রে' বুলি উঠ্‌ল, সাহেবরা টুপী ঘোরালেন, বিবিরা রুমাল উড়ালেন, নবাব সকল লোককে সেলাম ঠুক্‌লেন,—রাস্তার লোকরা হরিবোল বল্‌লে। তার পরে কি? তার পর সব ফাঁক। যা হয়ে গেল এখন যেন তা ভোজবাজীর মতন ফক্কিকার, এত ধুম, এত উদ্যোগ যেন শেষে ফেঁসে গেল। এখানে গুলজার নগরের চিত্র আর এক রকম হয়ে মেড়ো পড়্‌ল, নগর জুড়াল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

কাঙ্গাল;—ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত সমারোহ যে সময়ে হচ্চে, সেই সময়ে গুল্‌জার নগরের নরকটলায় একটি ক্ষুধাতুর যুবা পথশ্রমে নিষণ্ণ মনে ভিক্ষার্থে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কর্‌চে। তার মাথা চাপ্‌ড়ালে ধূলা উঠে—গায়ে রক্ত না থাকাতে বর্ণ পাঙ্গাশে হয়েচে, —শরীর এম্নি শীর্ণ যে, হাড়গুলা 'জিজ্জির' কর্‌চে। যুবা এই আকারে সমস্ত দিন নগর প্রদক্ষিণ কোরে যেতেযেতে চলিয়া পড়্‌চে—ভিক্ষার জন্যে লালায়িত, তবু সে এবাড়ীওবাড়ী কোরে বেড়াচ্চে, তাতে কিছু প্রাপ্তি দূরে থাক্‌ কোন স্থানে তার তিরস্কার মাত্র লাভ হচ্চে। পাঠকরা! আপনারা কেউ শমনের

রাজ্য দেখেছেন? আপনারা কি ঘুমচ্চেন?—একবার মনে করুণ—এক দণ্ড চেয়ে দেখুন, আমাদের পদেপদে যমযন্ত্রণা। রোগে, শোকে, দস্যুতে, আমাদের 'খাক' করলে। আমাদের কি তাতে বৈরাগ্য ভাব হয়েচে? না আমরা হতাশ হয়ে পরমাত্মার স্মরণ লচ্চি? আহা! আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দাসত্বের খর শানে ছেদিত হয়েছে! আহা! আমার মনে হচ্চে, আমাদের 'কৌপীন সার' হবে, আর আমরা ঐ নির্দোষ যুবার মতন পদেপদে কষ্ট পেয়ে পথেপথে ভিক্ষা কোরে ক্রূরের কুটিল উপায়ে অবিধেয় বিধি নির্ব্বন্ধে পেটের দায়ে বন্দী হব! যে দেশে জাতিবর্ণের ভেদ, তথায় সুখ কোথায়? সম্প্রতি বিজাতি শ্বেত ভিক্ষুকের উপায় বিধান হয়েছে, কিন্তু দেশীয় অগণনীয় ভিক্ষুকদের উপায় কি? আমি ভিক্ষুকদের দণ্ডবিধি মন্দ বলি না, কিন্তু দেশীয় ভিক্ষুকদের জীবনোপায় কোরে দিয়ে তাদের উপর ঐ দণ্ডবিধি প্রচলিত করলে ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হয়। একে দেশের লোক স্বভাবতঃ অলসশীল, তাতে জমিদের অব্যবস্থায় শূদ্রের পক্ষে জীবিকা নির্ব্বাহ করা দুরূহ, আবার, ভিক্ষুকদের সংখ্যা ভয়ানক বেড়ে যাচ্চে, এমন কি নগরের স্থানে স্থানে ভিক্ষুকেরা পুরুষানুক্রমে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কোরেছে—এতে নগরের পাপ আর নগরের কলঙ্ক, রাখ্‌বার স্থান নাই। এই ঘৃণিত বৃত্তি যাতে নিবারণ হয় তাহা করা উচিত। পাঠকেরা অনেকে মূল রাজ্যের ফ্রিকনষ্টিটিউসান্—ফ্রি প্রেস্—পুয়র কমিশন্—র্যাগড স্কুল, প্রভৃতির বিবরণ আমার অপেক্ষা বিস্তাররূপে শুনেছেন, আর কেহকেহ সে সমস্ত তথায় প্রত্যক্ষ দেখেছেন, এ রাজ্যত তার শাখা-রাজ্য, তবে কেন আমরা নরকে ডুবে আছি? বলতে কি, যে, যে, মহারাণী—যে রাজমন্ত্রীরা, একদল ফেনিয়ান্‌দের উপদ্রবে ব্যস্ত—যাঁরা হিংস্রক, কি গৃহপালিত পশু পালনে ব্যতিব্যস্ত—যাঁরা একটা নূতন চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণে সযত্ন—যাঁরা স্বদেশে ভারতধনাগারের ধনব্যয়ে যবনভূপালের আতিথ্য কোরে থাকেন, তাঁরা উড়িষ্যার মহামরকে লক্ষলক্ষ প্রজার অকালমৃত্যু শুনে পুরাণ ভারতের প্রতি কটাক্ষপাত করেন নাই! হায়! সংক্রামকরোগে পল্লীগ্রাম প্রজাশূন্য হলো! তার ঔষধ কোথায়?

ভিক্ষুক যুবা টোটো কোরে ঘুরে কিছুই করতে পারে না, তার সমব্যবসায়ীরা বরঞ্চ শ্লাঘ্য। তারা কেউ হাপু খেলে—কেউ জলমগ্ন. দুঃখ, কি সন্তানের 'নিদান' পীড়া জানিয়ে—কেউ বুজ্রুকি দেখিয়ে—কেউ সাধু, কিম্বা বহুরূপী সং সেজে—কেউবা শাপমন্যু, ও গাল, দিয়ে—কেউ কপট অন্ধ, বা বোবা, হয়ে—কেহ শীতলা, বা সাফোরি, অথবা সাজন্মা পীরের দোহাই দিয়ে—কেউ জলদোষরোগের চিকিৎসক হয়ে, যে যার একএক ফিকির এঁটে উপার্জ্জন কোরে বেড়াচ্চে। যুবা ভিক্ষা লাভের এ সকল উপায় দেখে ভিক্ষাজীবীর নিতান্ত অনুপায় নয় বোধ করলে, তবু সে কিছুই করতে পারে না—কিছু কৌশলও জানে না। এদিকে গুলজার নগরে ক্ষুদ্র নবাবের অভ্যর্থনার জন্যে কত ব্যয়, আর কেমন সমারোহ হয়ে গেল, কিন্তু একজন ভিক্ষারীর অন্ন যোটে না! বেলা যায়—ক্ষুধায় প্রাণ যায়, তখন যুবার যন্ত্রণায় দিনমণি মলিন হয়ে দুঃপমতি মানবদের প্রতিফল দিবার জন্য পশ্চিমাচলে ডুবলেন, সৃষ্টি তাঁর জ্যোত্যাভাবে লোকাচার দেখে মনোমধ্যে ধিক্কার বোধ কোরে মলিন হলো। যুবা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে কাশী মিত্রের ঘাটের গলিতে ঢুকল। ঐ গলি আজ পর্য্যন্ত যে কি ভয়ানক, পাঠকেরা তাহা ভাল জানেন, তখন তাহা কত দূর ভয়ানক ছিল তার স্বরূপবর্ণন করা দুরূহ। ভাঙ্গা, স্যাওলাপড়া, কালীমাখা, বাড়ী দ্বারা তার প্রবেশ-পথ এমন বিকটদর্শন ছিল যে, দেখলে বোধ হতো যে, গলি, যেন কালসর্পের ন্যায় মুখ ব্যাদান কোরে গিলতে আসচে। তাতে প্রবেশ কোরে দুএকটা মোড় ফিরলে ক্রমে এম্নি ভয়ঙ্কর স্থান এসে পড়ে যে, দেখলে ভয়ে গা কাঁপে। একে জনশূন্য, তাতে দু তিনটা মোড়ে একটা আলো নাই—ত্রিকেলে ভাঙ্গা, নড়নড়ে, মসিধরা, ভুতুড়ে বাড়ীগুলো পোড়ে খাঁ খাঁ করচে, তাতে জনমানবের শব্দ নাই। গলির প্রবেশস্থলে এক সম্ভ্রান্তা বিধবা বহুকাল গঙ্গাযাত্রিনী হয়ে ছিলেন, তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা লোকান্তরগত হওয়াতে তাঁর বাড়ীও 'হাঁ হাঁ' করচে। ঐ স্থানে দুচার ঘর মড়াপোড়া, ও অগ্রদানী, ব্রাহ্মণ বাস করে, তদ্ভিন্ন চেহারার জনকত ঘোর নারকী—তার মধ্যে বোনিদী ভিক্ষুক, দাত-থুমে, জালখোতে, চোরাইমাল খরি-

দ্দার, গিলটিওলা, বুজরুক, প্রচণ্ড 'মাতাল, শ্মশানবাসী উন্মাদ, ট্যাকখোর গেঁজেল, এক দল গঙ্গাযাত্রার বৈরাগী, মড়ার কাঠ ব্যবসায়ী ও মুর্দ্দরফরাস, ছড়ীভঙ্গ হয়ে অথচ এক পল্লীতে মিলেমিশে আপনাপন হেয় জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দাহঘাটের মুনুসী, তাদের মধ্যে মুরুব্বী লোক; রেজিষ্টারির বিশেষ তত্ত্বাবধান না থাকায় ঐ ঘাটে যে কত খুনি মুর্দার একাল পর্য্যন্ত অবাধে পুড়েছে তা ভাবতে গেলে নগররক্ষকদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা হয়! আহাহা! এই না সোণার রাজ্য! যে সকল দাম্ভীক ও ঐশ্বর্য্যমদোন্মত্ত ইংরেজ, ইংরেজ লেখক, শান্তিরক্ষক, রাজপুরীষ কিম্বা প্রজা, যাঁরা কায়মনোবাক্যে দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে কষ্ট দিয়েও 'বাঙ্গালী দুঃশীল—কৃতঘ্ন ও অশিষ্টাচারী' বোলে বেড়ান ঐ পরশ্রীকাতর তেজস্বীরা একবার নরকটলার গলি-ঘুঁজিতে এসে দেখুন, আর দেখিয়া বলুন, যে, আমরা ষোল আনা কর দিয়ে তার মতন ফল পাচ্চি কি না? হায়! আমাদের অধঃপতি বিবেচনা করলে শোকার্ণবে ভাসতে হয়। ইংরেজদের দোষ দিব কি, সকলি আমাদের অদৃষ্টের ফল। কেন বা আমরা বাঙ্গালী হয়ে জন্মে ছিলেম? কেন বা ইংরেজী লেখাপড়া শিখে ছিলেম?—যার দোষে—যে আস্পর্দ্ধার জন্যে আমরা কুকুরের হেঁজ হয়ে আছি।

যুবা ঐ গলিতে প্রবেশ কোরে ডানহাতি এক সরু গলিতে ঢুকে তার ভেতর দিয়ে এমন এক জায়গায় পড়লে যে, বেরবার আর পথ পায় না। এখন তথায় হতে বাগবাজারের শেষ ভাগে পড়া যায়। যুবা তথায় হবুজবুর মতন দাঁড়িয়ে পথ ঠাওরাচ্চে, তথায় 'কাকস্য পরিবেদন' কেউ নাই,—ডোম কাওরা কসবী ও ইতর লোক, যারা বসতি করে তারা সন্ধ্যার মধ্যে খেয়ে ঝাঁপতাড়া বন্ধ কোরে শুয়েচে—অন্য লোকেরও সেই গতি। ক্ষণ বিলম্বে এক পোড়ো বাড়ী থেকে বেআড়া রকম হাসি উঠল, তার মধ্যে স্ত্রীলোকের স্বরও শুনা গেল—পরে সকলি নিস্তব্ধ—একবার 'হরি-হরি বল, হরিবোল'—আর একবার 'আমার আঁচলের মাণিক তুই রে বাপ, ও যাদু তোর কাঙ্গালিনী মার কি করিলি' বোলে গঙ্গাযাত্রার লোক আর পুত্রশোকাতুরা মাতা কোন দিক দিয়ে চোলে গেল। এই সময় একপসলা বৃষ্টি আসাতে

যুবা যেতেযেতে এক ভাঙ্গা বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াল—তার বিষম ভয় হয়েচে—'কোতায় এসে পড়্লুম—এ কি দায়—এ যে শ্মশানের কাচে, এবার মল্লুম' সে মনেমনে বল্‌চে। 'শ্মশানের কাচে' শ্মশান নামটী কেমন? তাতে আবার তখনকার কাশীমিত্রের ভাঙ্গা, দহপড়া, দুর্জ্জয় ঘাট, যুবার সে স্থান দেখেইত হৃৎকম্প হচ্চে—দাঁতেং ঠেক্‌চে—বুক ডুব্‌ডুব্‌ কর্‌চে। মধ্যেমধ্যে মড়াখেগো কুকুর ও ভুঁড়ে শিয়াল, তাকে ভ্রূকপাত না কোরে তার পায়ের ওপর দিয়ে হুস্‌হুস্‌ কোরে ছুটে পালাচ্চে। ঝুর্‌ঝুর কোরে কতকগুল ধূলা তার মাথায় পড়্‌ল। একে শ্মশানের ভূতের ভয়, তাতে গায়ে ধূল পড়াতে সে তাহা ভূতের কর্ম্ম মনে কোরে মৃতকল্পের মতন হলো, তৎকালে একজন মানুষভূত মদের ঝোঁকে টল্‌তেং একটী বোতল ঘোরাতেঘোরাতে ঐ দ্বারের কাছে 'আজ সব বেটাকে এই বো-বো-বোদলের চোটে মে-মেরে ফেল্‌ব' বল্‌তেবল্‌তে আস্‌চে। যুবা তার মূর্ত্তি দেখে ভূতের ভয় ভুলে তার ভয়ে তটস্থ হয়ে দ্বারের পাশে লুকুলে। ভাগ্যেং মাতাল আস্ফালন কর্‌তেকর্‌তে সে স্থান থেকে চোলে গেল, বৃষ্টিও থাম্‌ল। যুবা তথায় হতে তাড়াতাড়ি যেমন বেরবে এমন সময় তিনজন লোক সেখান দিয়ে চোলে যায়, তাদের এক জনের স্বর কাণে ঠেকাতে যুবা আস্তেআস্তে তাদের পশ্চাৎপশ্চাৎ যেতে লাগ্‌ল। তাদের একজন তরুণ, একজন অধিক বয়স্ক, আর একজন ষণ্ডামার্কগোচ। রাত অন্ধকারে ঘুটং কর্‌চে, 'কিছু ঠাওর হয় না, কেবল একএকবার শ্মশানের আলো জম্‌কে উঠাতে অতি নিকটের পদার্থ অল্প ক্ষণের জন্য দেখা যাচ্চে। যুবা সেই আলোকে দেখ্‌লে যে, ষণ্ডামার্কের হাতে একগাছ বৃহৎ যষ্টি আছে, ঐ লোকও বৃহদাকার, শবদাহের আলোকে যদিও তার আকার স্পষ্ট অনুভব হচ্ছিল না, তথাপি সে যে সাক্ষাৎ ভীম তা সম্পূর্ণ বোধ হচ্ছিল, লাঠিগাছ তার বলের পরিচয় দিচ্ছিল। লোক তিনজন চোলে যায়, যুবাও চোলে যায়, কিন্তু ঐ লোকেরা অনেকক্ষণ একটি কথাও কয় না, পরে তাদের মধ্যে তরুণটি 'আচাভূয়াকে একবার ধর্‌তে পাল্লে টের পাওয়াব' এই বল্‌বা মাত্র ষণ্ডামার্ক তাকে সাবধান, কোরে দিলে যে 'গুজুগাজু কল্লে মুস্কিল হবে, বাসাতে (বাতাসে) কাণ্‌ আছে

আচে'। যুবা এই কথোপকথনে এত কষ্ট পেয়েও কৌতুকাবিষ্ট হয়ে তাদের পেছুনে যেতে লাগ্‌ল, যেতেযেতে তারা এমন এক স্থানে পৌঁছুল যে, সে অঞ্চলে প্রাণী মাত্র নাই, একটা বাড়ী পোড়ে রাস্তায় ইট ও রাবিস স্তূপাকার হয়ে আছে—এ দিকে খানা, ও দিকে কাঁটাবন, সে দিকে কঙ্কালের গাদা, আর এক দিকে এঁদো ডোবা, বাড়ীর চার দিকের এই চিত্র। বাড়ী দেখে শিয়ালকুকুর কাঁদে, দেলগুল হেলে রয়েচে, কড়ীগুল ঝুলে রয়েচে, পথ নাই, রাবিসের ওপর দিয়ে বাড়ীতে যাওয়ায় প্রাণ শংশয়, ঐ তিনজন লোক বাড়ীতে ঢুক্‌ল, যুবাও ভয়ভয়ে তথায় সেঁধল। যুবা বাড়ীতে সেঁধিয়ে 'কি বিপদ, আমার তো মন্দ বাই নয়, যার বাড়া নেই যন্ত্রণা পেলুম, আবার এখানে মর্‌তে এসে কি হয়, সাপের ঘাড়ে পা দিয়ে মরি, কি ঘর চাপা পড়ি' ভাব্‌তে লাগ্‌ল। অন্ধকারে কিছুই নজর হয় না, বগুামার্কি হাতড়েহাতড়ে তার সঙ্গীদের এক সিঁড়ী দিয়ে নিয়ে গেল, উঠ্‌তেউঠ্‌তে তাদের একজন একটা ভাঙ্গা পৈঠাতে পোড়ে গেল, তাতে বাড়ীর ভেতর থেকে 'কে,ও? ওরে চোরচোর, দেখ, ওরে আলো আন্‌' এক উচ্চৈঃস্বর বেরুল, তাতে ঐ তিনজন লোক ক্ষণকাল স্থির হয়ে দাঁড়াল, যুবা তাদের একটু পশ্চাতে আচে, পরে ঐ অদ্ভুত লোকেরা ঐ অদ্ভুত অট্টালিকার বারাণ্ডায় পোঁছে দুচারটে ঘর ছাড়িয়ে আর এক মহলে পোড়ে একটা পথের ঘরে উপস্থিত হলো। বাড়ীতে উইচিংড়ীর শব্দ ভিন্ন অন্য জীবের সাড়া নাই, বোধ হয় না যে, সেই ভগ্ন বাড়ীতে চামচিকাও নিরুদ্বেগে থাক্‌তে পারে, দেয়ালগুল ভূসার মতন কাল, আবার তা হতে এম্নি বোটকা গন্ধ বেরুচ্চে যে, সেখানে এক দণ্ড তিষ্ঠন দুষ্কর। ঐ তিনজন ব্যক্তি উক্ত পথের ঘরে দাঁড়িয়েছে, যুবাও তার এক কোণে দাঁড়াল। অনেক ক্ষণের পর সেই ভগ্নবাটিতে একটী পুরুষ এক বোতল মদ হাতে কোরে স্বগত এই উক্তি কর্‌লে,—

"এত দিনের পর আমার মানস পূর্ণ হলো, এত দিনের পর আমার বিস্তর সাধনার বিদ্যাবুদ্ধি স্বার্থক হলো? লোকে আমাকে যেমন অনাদর কর্‌ত—ঠাট্টামস্করা কর্‌ত, এ ছাড়া কত-না-কত

কষ্ট দিয়ে আপনারা আমোদী হতো, এখন এই নেকাবোকা—বাপের ত্যাজ্যপুত্র,—চোর আর ধূর্ত্তশিরোমণি, অঘটন ঘটালে। আমার হাতে ভেল্কী হয়, নায়িকাসিদ্ধরা, উকীল, আর গণকরা, আমার কাছে শঠতা শিখুক. আমি মনে করলে এ দেশ ছারখার করতে পারি, জালজালিয়াতে, চুরিতে, কি ভণ্ডামতে আমার দ্বিতীয় নাই। লোকের উপাসনা করতে, লোকের পদানত হতে, আমার সমান কে আছে? হাহাহা! আমি নাটক অভিনয় কল্লে যোগীদের ধ্যান ভঙ্গ করতে পারি, এখন আমার মনের মতন সব হয়েছে, যে টাকা হাত কোরিছি তাতে কিছুকাল নবাবি কোরে কাটাতে পারব, একটু যা সন্দেহ, মেয়েটা কেন ফিকিরে আমার ফাঁদে পা দেয় না, তা[illegible] ভাবনা কি? বুড় বেটা আমার হাতে আছে, বেটাকে আরো কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে ফুসলেফাসলে বেটার বেটীকে চাতরে ফেলব, তখন পাকা আঁবটী কিছু [illegible]নের সাথে ভোগ কোরে, আর ফিকিরে বুড় বেটার সর্ব্বস্ব হাত কোরে, এ অঞ্চল থেকে চম্পট দিয়ে আর কোন দাঁওয়ে ফিরব। বাবা টাকায় কি না হয়? এই সময় একটু মদ খাই, ছুঁড়ীটার সমুখে খাবার যো নাই, তা হলে তিনি অগ্নি মুখ সেঁটকাবেন, তা এখন আমার কেমন অভ্যাস হয়েছে মদ না খেলে এক দণ্ড থাকতে পারি না, সর্ব্বদাই 'মন হুহু করে। এ কি আমার কুরীতির প্রতিফল, না বন্ধুবিচ্ছেদে এমন ঘট্‌চে? হাহাহা! যারা আমাকে বন্ধু বোলে জানুত আমি তাদের বন্ধুর উচিত কায কোরিচি। এখন একটু ঢালা যাগ, (বোতল খুলিয়া সুরা পান) বাবা কি ঝাঁজ, যেন যেতেযেতে গলা থেকে পেট পর্য্যন্ত পুড়ে যায়, তবু এতে মজা আছে, মদ না থাক্‌লে, চোরের, দেনদারের, জোচ্চোরের, লম্পট আর ব্যভিচারিণীদের, দশা কি হতো? হিহিহি! কতকগুল লোক ধর্ম্মধর্ম্ম কোরে ব্যতিব্যস্ত, তাঁরা মদ ছুঁলে গঙ্গাস্নান করেন, অথচ ডাক্তারের শিশিতে মদ ছাড়া প্রায় ওষুধ নাই, তখন ধর্ম্মাভিমানীদের 'ঔষধার্থে সুরাপানের' ব্যবস্থায় হিঁতুত্ব হাস্যাস্পদ হয়ে থাকে। পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আছে তা আমার ছাপা নাই, লোকের বিচার দেখে—লোকের ধর্ম্ম দেখে, হাসিও পায় আর একএকবার দুঃখও ধরে, সকলে ধর্ম্মের ছালা বেঁধেচেন, কেবল আমি আপনার কাছে ধরা

পোড়ে লোকের কাছে পরম সাধু হয়ে আছি। হে অধর্ম্ম! তোমার দোহাই, যেন আমায় শেষ মজিও না। এখন বোতল শেষ কোরে বুড় বেটাকে নেড়েচেড়ে দেখি, বেটা ভারী তুপণ্ড আর ধনপিশাচ, কিন্তু আমার কাছে ওস্তাদি খাটবে না।" (সুরা পান করিয়া বোতল নিক্ষেপ করা)

মদ্যপায়ী পুরুষ উল্লিখিত উক্তি কোরে পাশের এক ঘরে ঢুকে আস্তেআস্তে 'মশয়, আপনার মেয়েকেত এত সাধাসাধনা কল্লেম, এত দিলেম, তবুও তাঁর মন পাই নে, যা হবার হয়েচে, আমার এই শেষ আসা' এই কথা বল্লেন. তাতে গৃহাভ্যন্তরের লোক আগত ব্যক্তিকে মিষ্টভাবে বলতে লাগলেন 'ও বাপু, একি উতলা হবার কর্ম্ম? 'সবুরে মেওয়া ফলে' আজ তুমি একবার দেখ আর আমায় আর পাঁচশ টাকা দাও।' গৃহস্থিত ব্যক্তির কথায় বোধ হলো সে বৃদ্ধ, সে ফোক্লার মতন কথা কচ্ছিল। অভ্যাগত লোক এ কথায় জ্বোলে উঠে, "আমি বারবার কতবার টাকা দেব, আপ্নি যে আমার সর্ব্বস্ব ভুট কল্লেন, এইতো আপ্নাকে হাজার টাকা দিয়েচি, আবার টাকাটাকা' বলাতে বৃদ্ধ 'আরে রেখে দাও তোমার টাকা, আমার মেয়ের জন্যে ইন্দির-চন্দর তপিস্যে করচে, 'হাজার টাকা' সরোষে এই উত্তর কর্লে। আগত লোক তাতে 'এই নাও তোমার টাকা, তুমি বেটা যক, তোমার এ টাকা ভোগ হবে না' বোলে ঝনাৎ কোরে টাকা ফেলে দিয়ে পাশের আর এক ঘরে ঢুক্লেন।

লোকটি ঘরে সেঁধিয়ে 'একি তুমি যে ভেবে সারা হলে, এই দেখ আমি তোমার বাবাকে পাঁচশ টাকা দিয়ে এলেম, আমার টাকার অভাব কি? তাতে তুমি রাজী হলে দুজনে তা সুখে ভোগ কোর্ব' বলাতে একটি তরুণী 'কেন মশয়, এত টাকা নষ্ট কর্চেন? বাবার যা আচে তা ভোগ করে কে? আমার সুকের কপাল নয়, তা আপ্নি কেন আনাগোনা করেন? আমি বাবা বই জানি নি, তা তাঁর কেমন টাকার ওপর লোব, আমি এত বুজিয়েও তিনি মজাল টাকার মায়া ছাড়্বেন না' ললিত বচনে উত্তর কল্লেন।

নায়ক। বুঝ্লেম নারীর অন্তর বড় কঠিন, আমি এত খোসামোদ কোরেও তোমায় পাই না, সত্যি কোরে বল তুমি কেন

বিয়ে কর্‌তে রাজী নও? আমায় দেখে তোমার পছন্দ হয় না বটে, আমার দোষের মধ্যে আমি কুৎসিত, আমার রূপ নাই বটে কিন্তু গুণ আচে, পুরুষের গুণই রূপ।'

যুবতী। আমি আপ্নার কাছে কিছু লুকুচ্চি নি, সত্যিই বল্‌চি আমি এখন বিয়ে কর্‌ব না, তবে বাবা টাকা পেলে ভুলে যান; আমি তাঁর কতা কাটাতে না পেরে, আপ্নার সঙ্গে কতা কই, তাতে আমাকে বারেবারে নজ্জা দেওয়া কি আপ্নার উচিত?

নায়ক। আমি আসাতে তোমার কি অলাভ হচ্চে, আমি যদি মন্দ লোক হতেম তা হলে তোমাকে জোর কোরে নিয়ে যেতে পার্‌তেম।

যুবতী। 'কার সাদ্দি প্রাণ থাকতে আমার ওপর জোর করে, মনে কর্‌বেন না আমাদের কেউ রক্ষক নেই, আমায় অপমানের কতা কবেন না, ভাল চানতো মানেমানে বিদেয় হোন, কোন্ আক্কেলে আমার কাচে আসেন।

নায়ক। আমিত কিছু মন্দ কথা বলি নাই, তাতে তোমার রাগ কেন? আমি তোমার সঙ্গে অব্যবহার করি নাই, কোর্‌বও না।

যুবতী। আপ্নি এই হীরের কণ্টি কোতায় পেলেন? বাবা বোল্‌লেন যে, তিনি এ ছড়া নীরদ চন্দ্রকে বেচে ছিলেন।

নায়ক। নীরদ চন্দ্রের মতন কি আর কারু এমন হীরের কণ্ঠি নেই? তোমার বাবা পাগল, কোন্ কালে কি কণ্টি বেচে ছিলেন বোলে সেই ছড়া কি এই? তুমি এই কথায় আমার ওপর সন্দ কোরে পেচ্চুচ্চ, তোমার সঙ্গে কি ভাঁড়াভাঁড়ি, তুমি আমার প্রাণের বাড়া, হাজার দুরছাই কর, তোমায় এক দণ্ড না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারি না, তোমার গায়ে হাত দিয়ে বল্‌চি যে, এই হার আমার। (চোলে পোড়ে গাত্রে হস্ত প্রদান)

'কি তোমার এত বড় আস্পদ্দা আমার গায়ে হাত দাও' যুবতী সরোষে এই বোলে কাঁদ্‌তেং ঘর থেকে বেরুবারউপক্রম করেন, তাতে নায়ক তাঁর পায়ে ধোরে, বিস্তর মিনতি কোরে 'আমার ঘাট হয়েচে, আমায় মাপ কর, তুমি যদি আমার কথা রাখ, তবে আমি সব ভেঙ্গে বলি, দিব্বি কর, যে, আমি যদি

তোমার যোগ্য হই, তবে আমায় বিয়ে করবে' বোলে যুবতীকে আশ্বাস দিয়ে তাঁকে শান্ত্বনা কর্তে চেষ্টা করেন, যুবতী শান্তা হন না, নায়ক তাতে আপনাকে অনেক তিরস্কার কোরে সকাতরে যুবতীকে পুনঃপুনঃ মিনতি করাতে যুবতী রহস্য শুনিতে কৌতুকাবিষ্টা হয়ে তাঁর নিকটে এই মাত্র অঙ্গীকার কর্লেন, 'যে আপ্নি উপযুক্ত পাত্তর হলে, আর সব কতা ভেঙ্গে বোল্লে বাবাকে তুষ্টু কর্বার জন্যে আপ্নার কতায় আমি রাজী হব' নায়ক শুনে 'আমি যা বল্‌চি তা যেন কখন প্রকাশ না হয়' বোলে যুবতীকে বচনবন্ধা কোরে পশ্চাৎ অদ্ভুত আখ্যান প্রকাশ কর্লেন,—

'নব মালিকে! এই হার চন্দ্রের বটে, তাঁর কাছে অনেকগুল বেলেল্লা, গোমূখ্যু, লোক যুটে ছিল, তাতে ক্রমে মদে, রাঁড়ে, বদ্ খরচে, তাঁর বিষয় যাবার সূত্র হচ্ছিল। আমি তাঁর ভাল বই মন্দ করি নাই, তিনি যখন যা হুকুম কোরেচেন আমি কষ্ট সহে, এমন কি, একএক সময় না খেয়ে সে সমস্ত কর্ম্ম কোরে দিয়েচি, তাতে লাভের মধ্যে তাঁর ইয়ারদের কাছে অপমান পেয়েচি। বাবু আমার দুঃখে খুশী হতেন। ছেলে বেলায় আমি কিছু দুরন্ত ছিলেম, অন্য ছেলের জিনীস ভুলিয়ে নেওয়া, আর তাদের নাগে মিছামিছি ঠক লাগান আমার অভ্যাস ছিল, তার দরুন, আর আমার কদর্য্য চেহারাতে কোরে, বাবা আমাকে দুচোখের বিষ দেখ্‌তেন, আর দূরছাই বই বল্‌তেন না। তিনি আমাকে বিনা দোষে কতবার কত যে ভৎর্সনা কোরেচেন, কত মেরেচেন, তা বল্‌তে পারি না। এক দিন গোটাকত ব্যাদ্‌ড়া ছেলে আমার নামে মিছামিছি চুরির বদনাম দিয়ে চৌকিদারকে নিয়ে আসে, বাবা কোন তদারক না কোরে তাদের কথায় বিশ্বাস কোরে আমাকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, আমি সেই তক্কে এক চোঁচা দৌড় দিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাই। পালিয়ে গিয়ে এদোরওদোর কোরে ভিক্ষা কোরে কাল কাটাই, পরে বিরূপ বাবুর অনুগ্রহে খাইদাই আর অর্নেমেণ্টাল্ সেমিনরি স্কুলে পড়ি, সেখানে বিরূপ বাবুর সুপারিসের জোরে আমি বাংলা লিখে একটি বিশেষ পুরস্কার পাই, আমার লেখার চেয়ে আর

এক জন ছোকরার লেখা ভাল হয়ে ছিল, উচিতমতে সেই পুরস্কার পেত। ছেলেবেলা বাপের এই ব্যবহার—ছোঁড়াদের আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া—স্কুলের এই বিচার, আর নীরদ চন্দ্রের এই ধর্ম্ম দেখে আমার রাগ বরদাস্ত না হওয়াতে আমি প্রতিজ্ঞা কল্লেম, যে, নীরদের সর্ব্বনাশ কোর্ব, কি তাঁর ইয়ারদের তাড়াব। পরমেশ্বর আমায় কুৎসিত কোরেচেন এতেও তাঁর আশ্চর্য্য কৌশল দেখা যাচ্চে, আমি পাপী; তাঁর মহিমা কি বুঝ্‌ব! নীরদের ইয়ারদের মধ্যে হেমাঙ্গ আর বাদসাইকুড়ে তাঁর অধিক প্রিয় ছিল। আমি একে সুন্দর লোককে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না, তাতে হেম সেই রূপের জন্যে নীরদের চোখে লেগে সকলের চেয়ে প্রিয় হলো, বাদসা আমার সঙ্গে বিশেষ খুনসুড়ী কোর্‌ত। হম, নীরদের বৈঠকখানায় শুত। ছেলে বেলা অবধি আমার ফিচেল বুদ্ধি, আমি বুদ্ধির জোরে মোম পাকিয়ে নীরদের আলমারিবাক্সর কলের নালীর ছাঁচ তুলে সেই ছাঁচের গর্ত্তে সীসে ঢেলে তা থেকে আবার লোহার চাবী বানাতেম, সে সব চাবী কলে ঠিক লাগ্‌ত। আমার শরীর খাট, তাতে আমি ঝরকা গোলে বাড়ীর ভেতর পর্য্যন্ত যেতেম—সময় বুঝে এমন সাবধানে ঘরে ঢুক্‌তেম যে কেউ টের পেত না। মোমের দরুণ চাবী ছাড়া আমি বাজার থেকে অনেক চাবী আর ছুতরের, কামারের, আর চোরের যন্ত্র সংগ্রহ কোরে ছিলেম, মোমের চাবী তয়ের করা আমি এক দাঁতের ডাক্তরের কাছে শিখে ছিলেম, এ সকলেতে কোরে আমি নীরদের সর্ব্বনাশ কর্‌তে লাগ্‌লেম। এক দিন হেমের ডেস্ক থেকে টাকা বেরুল, আর এক দিন নীরদের স্ত্রীর গহনা হারাল, নীরদ এতেও হেমকে অবিশ্বাস করেন না। আমি এক দিন নীরদের বাড়ীর বাগানের গাছ বেয়ে তাঁর শোবার ঘরে সেঁধিয়ে তাঁর স্ত্রীর একখান লেখা কাগজ নিয়ে আসি, আর, আর এক দিন সেই ঘরে একখান বোয়ের ভেতর একখান চিটী রেখে আসি। আমি লেখা জাল কর্‌তে পারি, তাতে আমি ঐ চিটীতে নীরদের স্ত্রীর নামে শিরনামা দিয়ে হেমের নামে সই করি। হেমেতে আমাতে এক দিন নীরদের কাছে থেকে যেমন উঠে আস্‌ব, আমি অম্নি হেমের গায়ের পাশ দিয়ে

একখান চিঠী নীরদের কাছে বেমালুম্ ফেলে দিলেম, চিঠীতে নীরদের স্ত্রীর লেখা কবিতা ছিল, আমি তাতে তাঁর নাম সই কোরে হেমের নামে শিরনামা লিখে ছিলেম। নীরদ অবশ্য ঐ চিঠীখান দেখেচেন নইলে তিনি হেমকে এত কষ্ট দিতেন না।' হেথায় নায়ক মদ্যভরে প্রমত্ত হয়ে নবমালিকার সঙ্গে হাস্যকৌতুক কর্‌লে নবমালিকা 'অমন কল্লে এখনি চোলে যাব' সরোষে বল্‌তে রসিক রসিকতা ছেড়ে মন খুলে পুনশ্চ বল্‌লেন, 'আমার ফিকিরে হেম আর বাদসার কাছ থেকে জিনীস বেরুল, তাতে হেম বিনা দোষে কয়েদ হয়, আর বাদসা ফিকির কোরে বেকসুর খালাস পায়, কিন্তু আমি ড্যাংড্যাং কোরে বেড়াচ্চি, সৃষ্টির এমন বিচার নইলে তোমার বাপ এত সিয়ান হয়ে বুড় বয়েসে চোরাইমাল কিনুবেন কেন, এখন ভাল মানুষের কাল নেই—সেই অবধি নীরদের ইয়াররা দুর হয়েচে, তাতে আমি তাঁকে গ্রহ থেকে মুক্ত কোরেছি, এখন বুঝে চলেনত বিষয় বজায় থাকে। কিন্তু এখনও আমার সকলের ওপর, আর, সকলের চেয়ে হেমের ওপর বিষম রাগ যায় নাই, বাগে পেলে তাকে খুন করি।'

এই কথা না শেষ হতেহতে সেই পথের ঘরে দড়াম কোরে শব্দ হলো, বুড় 'ওরে মাল্লেরে, কাট্‌লেরে' চিৎকার কোরে উঠ্‌ল, নায়ক দীপ হাতে কোরে সেখানে উপস্থিত, আর সেই তিন জন আগন্তুলোকের মধ্যে সেই অসুরঅবতার, হস্তস্থিত এক ক্ষুদ্র লাণ্ঠানের আলো বার কোরে 'এই লাও তদের ছাবাল' বোলে মুমুর্ষু যুবাকে দেখিয়ে দিলে। আর সেই দণ্ডে সেই অধিক বয়স্ক গুপ্তচর, দীপধারী নায়কের হাতে ধোরে যুবাকে কোলে তুলে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে বল্‌লে 'বিধাতা আমাদের ভাগ্যে কি এত যন্ত্রণা লিখে ছিলেন।' এ দিকে ঘরের বুড় পুঁজীপাটা ছেড়ে লাঠি ধোরে এই অদ্ভুত ঘটনা দেখ্‌চে—নবমালিকা জল এনে মূর্চ্ছিত যুবার মুখে জল সেচন কর্‌চেন আর বাতাস দিচ্চেন,—দীপধারী নায়ক চিৎকার কোরে হাতের দীপ ফেলে যেন কেউটে সাপ দেখে ভয়ে কাঁপ্‌চেন—তাঁর নিকটে গুপ্তচরদের মধ্যে তরুণ, ঘুর্ণায়মান অরুণ-লোচনে ওষ্ঠ প্রকম্পিত কোরে সেই নায়ককে দেখে ক্রোধে ফুল্‌চেন—বীর পুরুষ রঙ্গভূমির এই রঙ্গ দেখে খিল্‌খিল্ কোরে হাস্‌চে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পরিণাম

'যত হাসি তত কান্না' কথাটি রামস্মন্না (রাম স্মরণ) বোলে গেছে, রামস্মন্না মিছেরাম স্মন্নার মাসতুত ভাই, আমি তাঁর সবেমাত্র শিষ্য, তাতে গুরুশিষ্যের সুবাদ বোলে বাবুরা যেন আমায় নিতান্ত মিথ্যাবাদী না ঠাওরান। আমি গত পরিচ্ছেদে ভিক্ষারী সুবার দুঃখে কেঁদে শেষে অসুরের খিল-খিল্ হাসিতে তাহাঁ পর্য্যাপ্ত করিছি, কিন্তু তার শেষটা বাকী রয়েচে, এতে ভয় হয়, পাছে পাঠক মশয়রা আমার 'বজ্র আঁটুনিতে' 'ফস্কা গেরো' বার করেন, কি তাঁরা 'সাত কাণ্ড রামায়ণ পোড়ে সীতে কার 'বোনাই' বোলে বসেন।

একজন মাতাল 'মোট্রো ফোট্রোর' গল্প বল্‌তেবল্‌তে রাস্তায় চোলে যায়, হাটের মেড়ারা আর দুএকটা বিচ্ছু গোচ ছেলে তাকে ঘিরেছে। মাতালের মন, সে গল্প বল্‌তে বল্‌তে গল্পের আগাগোড়া ভুলে বল্‌তে লাগ্‌ল, 'দেখ একবার কন্নতে দের পোদীতে পীরিত বেঁধেচে।' একথায় রাস্তার সালিসরা 'মোট্রোফোট্রোর কতা কি হলো' জিজ্ঞেস করাতে মাতাল খেঁকী কুকুরের মতন তেড়ে এসে তাদের বল্‌তে লাগ্‌ল 'আ-রে ও কতা নয়—তোর-রা বুজ্‌তেই পারিস নি, একবার কন্নতে দেরপোদীতে পীরিত বেঁধে ছেল, এ ওকে না দেকলে থাক্‌তে পারে না, ও তাকে না দেক্‌লে থাক্‌তে পারে না, এখন দুজ-নের নিকে কোত্তে সাদ গেচে। কুন্তী তাতে রাজী, হাঁ বাবা, বুড়ী মাগীর পুরোণ রস মোনে পোড়েচে। কুন্তী যদি রাজী, তো বেটীর বেটারাও রাজী, কন্ন বেটার আস্বা বেড়েচে, এমন সময় একটা ঝড় এসে তাদের সবগুণকে ভাসিয়ে নে গেল।' মাতালের এই গল্প শুনে রাস্তার মজ্‌লিসি লোকেরা হেসে খুন, একটা ভ্যাবাগঙ্গারাম ছেলে 'ঝড়ে তো ভেসে গেল, তার পর কি হলো' বোলে মাতালকে পীড়াপীড়ি কর্‌তে লাগ্‌ল, মাতাল

তাতে চোটে উঠে 'তার পর তোর গুষ্টির মাতা হলো' বোলে ছেলের আক্কেল গুড়ুম্ কোরে চোলে গেল। মাতালও গল্পের চূড়ান্ত কোরে, ঝড়ে ভাসিয়ে লোক হাসিয়ে গেল, আমারও বা তাই হয়! আপনারা ব্যস্ত হচ্চেন, আমারও গল্পের শেষ ঘুণিয়ে এসেচে।

ক্ষুধায় কাতর, গুপ্তচরের কথায় কৌতুহলাক্রান্ত—অবশেষে দৈবাধীননিবন্ধন মূর্চ্ছায় ধরাশায়ী যুবা গল্পের নায়ক হেমাঙ্গ বসাক। তিনি জেল হতে মুক্ত হয়ে পেটের দায়ে পর্য্যটন কর ছিলেন। নবমালিকার শুশ্রূষায় তাঁর সংজ্ঞা লাভ হলে, আর মিষ্টান্ন দ্বারা তাঁকে সুস্থ করালে হেম, অধিকবয়স্ক গুপ্তচরকে দেখে তাঁর গলা জড়িয়ে 'খুড় মশয়, আমাদের অদেষ্টে কি এই ছেল' বোলে কাদতে লাগলেন, তাতে লাঠ্যান-ধারী বীর ফের খিল্‌খিল্ কোরে হেসে বল্লে 'আমি ত্যাখুনি সম্‌জে ঠ্যাওরে দিল, এহ লাও ওঁদের ছাওয়াল, ও তোর স্যাই ব্যানামা ভেয়ের পুৎ; হাপসীমাদোব কারে লা চ্যানে, অরা স্যাই বোকনাপেইরীর ঘোরে থ্যাক্‌তো'। সেই বীর স্বয়ংই হাপসীমাধাই, সে লম্বায় চার হাত কেঁদো জোয়ান, তার প্রকাণ্ড শরীর, প্রচণ্ড স্বভাব ও নিঃশঙ্ক অন্তর। তার চোকদুট জবা ফুলের মতন লাল—নাকটা এক থাবায় ধরে না—গালে চাঁপদাড়ি ঝুল্‌চে—হাতের গুলিগুণ ডাবের মতন বড় আর তা ভাঁটার মতন শক্ত—বুকের ছাতি যেন দুপাশে দুই পাহাড়, তাদের মাঝে যেন একটা খাল পোড়েচে, পাদুটা বোধ হয় যেন এক বাঁওয়ে আঁকড়ে পাওয়া যায় না—হাতের আঙ্গুলগুল যেন একএকটা কলা—শরীর যেন বজ্রের মতন নিটুটশক্ত, একুনে সে একটি মুস্ক জোয়ান। হাপসীর মাথায় কেতাদার পাগ বাঁধা, ব্রাউন্ হলাণ্ডের একটি পিরাণ গায়ে, কোমরে রুমাল বাঁধা, আর এক জোড়া বৃহৎ বুট জুতা পায়ে। হাপসী, লোকের দুঃখে কাতর নয়, সে শোকতাপ অগ্রাহ্য করে, বিশেষ, সে স্বকার্য্য উদ্ধার কোরে খুশী হয়েচে; সে সময়ে-সময়ে সংকীর্ণ ইতরভাষা ব্যবহার করে। রঙ্গস্থলে গুপ্তচরদের সমাগমের কারণ এই যে, নীরদ চন্দ্র বাদসাকে সমস্ত চুরির মুলাধার জেনে তার নিগূঢ় তত্ত্ব জনা হাপসীর উপর ভার

দিয়ে ছিলেন। হাপসী চোরবদমাইসের সর্দ্দার, গুলজার নগরের চোরদের যত হুদ্দ আচে সে তাদের কর্ত্তা, তার পাল্লায় কাফ্রী, সারেঙ, পাঠান, হাপসী, খোট্টা, ও বাঙ্গালী চোর বিস্তর আচে। সে নীরদের কার্য্যোদ্ধার জন্যে নগরের চারদিকে চর রেখে সন্ধান কোরে বেড়াচ্চে, তাতে সে এক দিন বৃদ্ধর কাছে চোরাই মাল বিক্রয় কর্‌তে এসে তথায় চোরের সমাগম টের পায়, বৃদ্ধর ঐ ব্যবসা। হাপসী তদবধি চোরের পেছনে ঘোরে, এ দিন সে নীরদ আর হেমের খুড়র সঙ্গে কাণাড়ে হয়ে আচে। একজন লোকের মিথ্যাপবাদে হেমের খুড়র কর্ম্ম যায়, লোকের অব্যবহারে নিরুপায় হয়ে, তিনি তাঁর ভ্রাতার অন্বেষণ কর্‌ছিলেন, তাতে হাপসীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি ভ্রাতার শেষদশার গতি আর ভ্রাতষ্পুত্রের দুর্গতি শুনে লোকের ওপর চোটে, আর হাপসীর ফোস্‌লানিতে, তিনি তার দলভুক্ত হয়েচেন। গুপ্তচরদের মধ্যে তরুণটি স্বয়ং নীরদচন্দ্র, আর চোরের অগ্রগণ্য, ধূর্ত্তশিরোমণি, প্রেমাভিলাষী নায়ক আচাভুয়া ভাঁশ। তার ফন্দী—তার চাতুরী কত দুর আশ্চর্য্য? তার হৃদয়ই বা কি কঠিন? তার শঠতায় কত লোক কি মনস্তাপই পেলেন? ফলতঃ অধর্ম্মের ফল আছে। 'সাত দিন চোরের এক দিন সেধের'—আচার এত সাবধানে—বিষ্‌মার্কের অপেক্ষা কৌশলেও সে' হাতেহাতে ধরা পোড়্‌ল। যদিও তার ঘৃণিত উপায়ে নীরদের সুবুদ্ধি লাভ হয়েচে, কিন্তু সার বিবেচনায় এত লোককে অন্যায় কষ্ট দিয়ে এক জনের ভাল করা সুযুক্তি নয়, বিশেষ, আচা নির্লোভ নয়, সে নিজ অসৎপ্রবৃত্তি ও সঞ্চিতক্রোধ শান্তির জন্য এত দুষ্কৃতি কোরে তা ঢাকবার জন্যে নবমালিকার নিকটে সে নীরদের হিতকারী বোলে পরিচয় দিয়েছে।

এখন একটী গুরুতর সমস্যা আছে, আচাভুয়াকে দেখে হেমের খুড় দুঃখিত হলেন কেন? যিনি হেমের খুড় তিনি আচারও খুড়, আর আচা হেমের জ্যেষ্ঠ সহোদর। হেমের পূর্ব্ব পরিচয়ে প্রকাশ আছে যে, তাঁর মাতার আক্ষেপোক্তিতে তাঁর বোধ হয়ে ছিল যে. তাঁর ভাই ছিল, তাঁর মাতা সে বিষয় গুপ্ত রাখেন। হেম আচার গৃহনির্ব্বাসের পরে জন্মে

ছিলেন, সুতরাং তাঁরা পরস্পর ভ্রাতৃ সম্বন্ধ জানেন না, বিশেষতঃ তাঁদের পিতা ঋণের জ্বালায় স্বনাম 'মনসারাম' বোলে পরিবর্ত্তন করায় হেম যদিও আচার কৌতুক নিবারণার্থে তাঁকে পিতামাতার অনেক সন্ধান বোলেচেন তথাপি আচা তাঁর জ্ঞাতিত্ববিমূঢ় ছিলেন। তার অপর কারণ এই যে, হেম দৈবনির্ব্বন্ধে তাঁদের পরিবারের মধ্যে সুরূপ ছিলেন, আর আচার অবিদ্যমানে তাঁর জন্ম হওয়াতে আচা তাঁকে জানত না।

হেথায়, নীরদ চন্দ্র রোষপরবশে তর্জ্জন গর্জ্জন, চক্ষু ঘূর্ণায়মান, ও দন্ত কড়মড় কোরে আচাভুয়ার বাহ্বাকর্ষণ করতঃ তাকে মুষ্টাঘাত করতে উদ্যত। আচার খুড় তাঁকে অশেষ মিনতি কোরে ক্ষান্ত করলেন, পরে তাঁর দ্বারা আচার সঙ্গে হেমের সুবাদ প্রকাশ হলে হেম, নীরদের স্থানে তার নিস্তার প্রার্থনা করলেন। নীরদ হেমকে পূর্ব্বে যেমন স্নেহ করতেন, তাতে তাঁর অকারণ যন্ত্রণায় তিনি সন্তাপিত হয়ে হেমের অনুনয়ে আচাকে ছেড়ে দিলেন। আচা দণ্ডভয়ে কিছু টাকা ভিন্ন সমুদয় দ্রব্য প্রত্যর্পণ করলে, তাতে হেমের অনুরোধে নীরদ চন্দ্র তাকে কিছু দিতে সম্মত হলেন, আচা তা না নিয়ে চোলে গেল।

এদিকে নীরদ চন্দ্র হেমকে নবমালিকার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা কোরে বৃদ্ধকে অনুরোধ করাতে বৃদ্ধ দুহিতাকে হেমের হস্তে সম্প্রদান করতে সম্মত হলেন, দৈবনির্ব্বন্ধে বৃদ্ধও তাঁতি ছিলেন, নবমালিকার মনোহর রূপ—মৃদু মধুর বাক্য, সুশীল প্রকৃতি—করুণ হৃদয়—আর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে হেম যদিও ভুলে গেলেন, তথাপি, আচার নিকটে তাঁর অঙ্গীকার স্মরণ কোরে তাঁকে আচাকে বিবাহ করতে বল্লেন, তাতে নবমালিকা লজ্জাবনতবদনে 'আমি তাঁর কাছে কেবল এই স্বীকার কোরিচি যে, তিনি যদি উপুযুক্ত পাত্তর হন তবে বে কোরবো, তা তিনি যেম্নি উপুযুক্ত পাত্তর তা আপনারা তো জানেন, আমি তাঁকে মনের সইত ঘেন্না কোরি' উত্তর করাতে সকলে তাঁর কথা শুনে আহ্লাদিত হলেন। পরে নীরদ চন্দ্র নবমালিকাকে নিজালয়ে লয়ে গিয়ে মহা সমারোহে তাঁর সঙ্গে হেমের বিবাহ দেওয়ালেন। ঐ বিবাহতে তাঁতিগোষ্ঠী কায়স্থের, আর কায়স্থগোষ্ঠী তাঁতির একজাই হয়ে ছিল।

আচা যে টাকা ও অলঙ্কার নবমালিকার পিতাকে দিয়ে ছিল, নীরদ তার কিছুই ফিরে নিলেন না, বরঞ্চ নবমালিকাকে প্রচুর অলঙ্কারে ভূষিতা কোরে তাঁদের অবস্থানের জন্যে এক-খান বাড়ী কিনে দিলেন। নীরদ আচাকে ছেড়ে দিয়ে কিছু দিন পরে তার ভয়েই হউক কি পৃথিবীর প্রতারণা দেখেই হোক, অথবা প্রাণের সখেই হোক, বাড়ীঘর মায় মুড়ী খেংরা গাছটা বিক্রি কোরে ব্রহ্মপ্রদেশে বাস কর্‌লেন। এর মধ্যে নবমালিকার পিতার পরলোক হলে হেম তাঁর সঞ্চিত ধন নিয়ে নীরদ চন্দ্রের অনুরোধে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বরমায় বাস কোরেচেন। সে দিন আমার কাছে একখান ডাকের চিটী এসে ছিল, তাতে হেম লিখেচেন 'মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ সেবকের মায় রামপাঙ্গীটির সমস্ত মঙ্গল হয় বিশেষ।' হেম খুড়কে কাছে রাখ্‌তে বিস্তর যত্ন পেয়ে ছিলেন, তাতে কুস্মাণ্ড খুড় রাজী হলেন না।

এদিকে হাপসীমাধাই চুরি, ডাকাতি, খুনেতে, গুলজার নগর কাঁপিয়ে দিয়ে, আচাভূয়া আর আচাভূয়ায় হরির খুড়কে হস্তগত কোরে ঐ লক্ষ্মীছাড়া নগর ছেড়ে অপার পারাবারে বোম্বেটেগিরি কোরে বেড়াচ্চে। এই বার্ত্তা শুনে তাদের সঙ্গে কম্পিট্‌ কোর্‌তে বাদসাইকুড়ে আর চৈতন্যফক্কা পরস্পর বৈরভাব ত্যাগ কোরে তথায় গিয়েচেন। ভেড়াকান্ত নাগ, কিছু দিন হলো খেতে না পেয়ে শিঙয়ে ফুঁকেচেন, বকনাগীয়ারা সে বছর কার্ত্তিকের ঝড়ে ঘর চাপা পোড়েচে, আর আদি কর্ত্তা-ভজা সভার সঙ্গে বনিবনাও না হওয়াতে হুটুমগোঁসাই দল-বলসুদ্ধ রিফর্‌মেশন জন্যে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়া-চ্চেন। কেবল সোণারচাঁদ উকীল তাঁদের সঙ্গে ভাসেন নাই, তিনি লোক হাসিয়ে উকীল গিরি কোরে লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌চেন। গুল্‌জার নগরের চিত্র হেথায় মেড়ো পড়্‌ল, আমি এইখান থেকে পয়ে আকার দিলেম, আমাকে আর কখন ধর্‌তে পারেন তখন গাল গল্প কর্‌ব।

সমাপ্ত।